উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৬,৫৩২.৯৬ (+৬৩১.৫৫)

নিফটি : ২৩,১৬৩.১০ (+২০৫.৮৫)

ডিএ বৃদ্ধির জল্পনা

আসন্ন রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা হচ্ছেই। এই নিয়ে নবান্নে অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা অঙ্ক কষাও শুরু করে দিয়েছেন। » ৭

৮৯ সেকেন্ড দূরে 'মহাপ্রলয়'

ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা আরও কাছে চলে এল পৃথিবীর। বিনাশঘড়ি বলছে, মহাপ্রলয় থেকে আর মাত্র ৮৯ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১৩°	২৬°	১৩°	২৬°	১৩°	২৬°	১৩°

'জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ হয় না'

» ১৩

১৬ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার 8.০০ টাকা 30 January 2025 Thursday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 251

মহাকুম্ভে বিপর্যয়

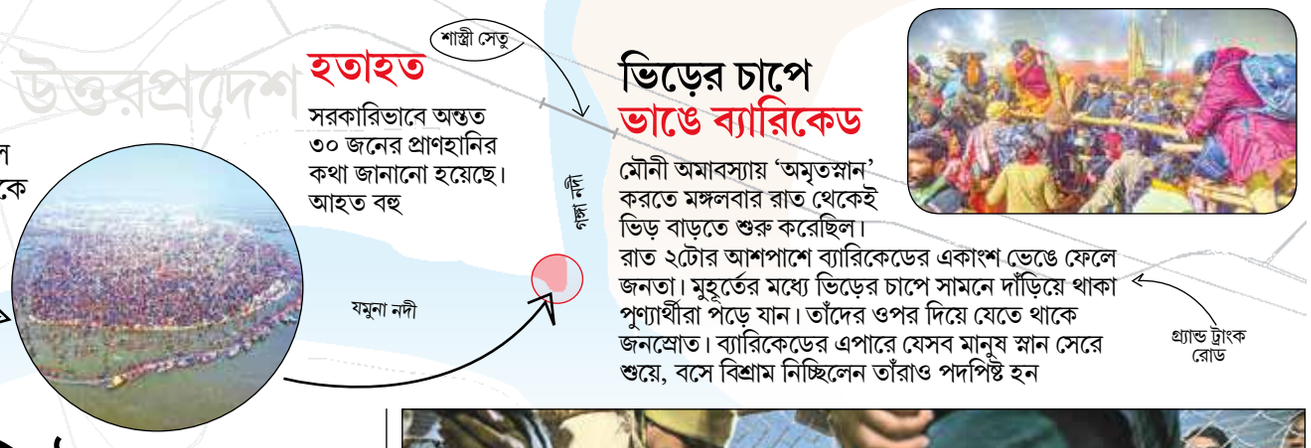

পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩০

প্রয়াগরাজ, ২৯ জানুয়ারি : মৌনী অমাবস্যায় অমৃত স্নানের ভিড় সামাল দেওয়া গেল না। মঙ্গলবার গভীর রাতে হুড়োহুড়ির জেরে ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে মহাকুম্ভমেলার ত্রিবেণি সংগমে। অন্যের পায়ের তলায় পড়ে যান অনেক পুণ্যার্থী। তাতে প্রায় ৩০ জনের প্রাণহানি হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এক্স হ্যান্ডেলে অনেকের মৃত্যু হয়েছে বলে লিখেছেন।

বিভিন্ন সূত্রে খবর, মৃতের সংখ্যা ৩০-এর অনেক বেশি হবে। আহত হয়েছেন কয়েকগুণ বেশি। ঘটনার পরে স্নানে যাওয়ার প্রধান রাস্তাজুড়ে জামাকাপড়, জুতো, এমনকি হুইলচেয়ার পড়ে থাকতে দেখে বোঝা গিয়েছে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা। অধিকাংশ পুণ্যার্থী প্রয়াগরাজে ত্রিবেণির মূল অংশ 'সংগম নোজ'-এ স্নান করতে চাওয়াতে এই বিপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

মানুষের বিশ্বাস, ওই স্থানে স্নান করলে অধিক পুণ্য অর্জন হয়। সেজন্য মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদই সংগমগামী প্রধান রাস্তাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অমৃতস্নানে বিভিন্ন আখড়ার সন্ন্যাসীদের যাওয়ার নির্ধারিত রাস্তাও অন্য ভক্তদের দখলে চলে যায়। পুলিশ সম্ভবত মনে করেছিল, ভক্তরা স্নান সেরে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁদের অনেকে সংগম চত্বরে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবং পরে আরও মানুষ যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও বাড়ছিল মঙ্গলবার। ত্রিবেণি সংগম থেকে এক কিলোমিটার দূরে প্রশাসন ব্যারিকেড করে দেওয়ায় প্রাথমিকভাবে সেখানে ভিড়ের মূল অংশ আটকে গিয়েছিল। রাত ১০টার পর সেই বিরাট ভিড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়। চাপ সামাল দিতে আশপাশের ঘাটগুলিতে স্নান সেরে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল প্রশাসন। সেই আবেদনে কাজ হয়নি।

বরং মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ ভিড়ের চাপে হাঁসফাঁস করতে করতে ব্যারিকেডের একাংশ ভেঙে ফেলে জনতা। তাতে ভিড়ের চাপে পুণ্যার্থীদের একাংশ মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের ওপর দিয়ে যেতে থাকে জনস্রোত। ব্যারিকেডের আগে যাঁরা স্নান সেরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তাঁরা সরে যাওয়ারও সময় পাননি। অনেকে পদপিষ্ট হন। চেষ্টা করেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি পুলিশ।

শেষে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ও সংরক্ষিত বাহিনী নামিয়ে সংগমস্থল থেকে পুণ্যার্থীদের সরিয়ে দ্রুত সারিয়ে ফেলা হয় ভাঙা ব্যারিকেড।

এরপর দশের পাতায়

পাঁচিশে ফিরল দুঃস্বপ্ন

১৯৫৪

দিনটা ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি। প্রয়াগরাজ তখন এলাহাবাদ। সেবারও মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছিল ত্রিবেণি সংগমে। হুড়োহুড়িতে প্রায় ৮০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল

১৯৮৬

হরিদ্বারে আয়োজিত কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ২০০ জনের। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর সিং মেলায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন সাংসদ, বিধায়ক। ভিভিআইপিদের সফরের কারণে ব্যারিকেড ভেঙে বিপত্তি ঘটে

২০০৩

মহারাষ্ট্রের নাসিকে গোদাবরীর পাড়ে হওয়া কুম্ভমেলায় হাজার হাজার মানুষ এসেছিলেন। ভিড়ের চাপে মৃত্যু হয় ৩৯ জনের। আহত বহু

২০১৩

১০ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় যোগ দিতে আসা পুণ্যার্থীদের চাপে ভাঙে রেলের ফুটব্রিজ। ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত ৫০-এর বেশি

আর্তনাদ। ব্যারিকেড পেরোনোর চেষ্টা মহিলার। পদপিষ্ট হওয়ার পর জখমদের উদ্ধার করছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলে। মঙ্গলবার গভীর রাতে।

মাঝরাতে দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলেন প্রণব

কোচবিহার ব্যুরো

২৯ জানুয়ারি : মেলা চত্বর থেকে মাঝরাতে বেরোনোর পরই দুর্ঘটনার খবর শুনতে পেয়েছিলেন প্রণব রায়। কথাগুলো বলতে গিয়ে তখনও কাঁপছিল প্রণবের কণ্ঠস্বর। ভাবছেন ঠিক যেন কানের পাশ দিয়ে ঘুরে গেল মৃত্যু। মাথাভাঙ্গা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রণব তাঁর চার বন্ধুর সঙ্গে একটি চার চাকার গাড়ি ভাড়া করে সোমবার মহাকুম্ভে পৌঁছান। মঙ্গলবার গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সংগমস্থলে পৌঁছান। সংগমস্থলে বন্ধুরা মিলে ত্রিপল পেতে বসে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। এরপর মাইকে পূর্ণকুম্ভ শুরুর ঘোষণা শুনতে পেয়ে স্নান সেরে নেন। এরপর দিনভর মেলা চত্বরে ছিলেন। একবার সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রায় ভিড় থেকে বাঁচতে সেতুর নীচে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাঁদের। রাতে ভাণ্ডারায় খাওয়াদাওয়া করে মাঝরাতে মেলা চত্বরে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। প্রণব বলেন, 'আমরা মাঝরাতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। রাস্তায় এসে শুনতে পেলাম দুর্ঘটনার কথা। সঠিক সময় মেলা থেকে না বেরোতে পারলে আমাদের কী পরিণতি হত সেটা ভেবেই শরীর কেঁপে উঠছে।'

১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভে পুণ্যতিথিতে স্নান সারতে কোটি কোটি মানুষের ভিড়। সেখানে শামিল হয়েছেন কোচবিহারের কয়েকশো বাসিন্দা। কেউ ট্রেনে চেপে কেউ গাড়ি ভাড়া করে আবার কেউ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়েই পৌঁছেছেন প্রয়াগরাজে। এর মধ্যে হাড়হিম ঘটনার কথা শুনে আঁতকে উঠছেন অনেকে। অবশ্য প্রায় প্রত্যেকেই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সংগমস্থলে স্নান সেরেছেন। পুণ্যার্জনের জন্য দূরত্ব যে কখনও বাধা হতে পারে না তা দেখালেন কোচবিহারের বহু মানুষ।

এরপর দশের পাতায়

রাজধানী হলে বাড়বে নিরাপত্তা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : স্বাধীনতার পর থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে রাজ্য ভাগের আন্দোলন। কখনও পৃথক কোচবিহার বা কামতাপুর, কখনও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে রক্তাক্ত হয়েছে উত্তরের মাটি। গোটা দেশ কাঁপিয়ে দেওয়া নকশাল আন্দোলনের আঁতুড় উত্তরবঙ্গই। ভারী শিল্পহীন উত্তরবঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাবে বেড়েই চলছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। দারিদ্র্যের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা দেশবিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। জন্ম হয়েছে কেএলও'র। ছ'শো কিলোমিটার দূরে কলকাতায় বসে উত্তরের এইসব সমস্যা ঠিকভাবে বুঝে সমাধান করা যে সহজ কাজ নয় তা স্বীকার করে নিয়েছেন পোড়খাওয়া আমলারাও। তাই শক্তপোক্ত হচ্ছে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবি।

শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে চাইছেন পাহাড়ের নেতারাও। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি এবং জিটিএ'র মুখ্যসচিব অনীত থাপার কথা, 'শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে খুবই ভালো হয়। নানা সমস্যা নিয়ে বারবার কলকাতা ছুটতে হবে না।' গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং অবশ্য মনে করছেন, অনেক আগেই শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করা উচিত ছিল। তাঁর ব্যাখ্যা, 'উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। এই এলাকায় নানা জনজাতির বসবাস। তাদের হরেক সমস্যা। পাহাড়ের সমস্যা একরকম, সমতলের অন্যরকম। চা বাগানের সমস্যার সঙ্গে অন্য কৃষিকাজের সমস্যা মেলে না। বাস্তবে সবটা না বুঝেই বারেবারে কলকাতা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। তাই শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া উচিত।'

জাতীয় স্বার্থে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বরাবর উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান-তিন দেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত শিলিগুড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই নিরাপত্তার প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তরের আট জেলাই আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত। দেশবিরোধী শক্তিগুলি তাই নিরাপদ ঘাঁটি হিসাবে উত্তরবঙ্গকে বেছে নিয়েছে। জামায়াতে, এবিটি, আল-কায়দার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো জেলায় জেলায় তাদের স্লিপার সেলের সদস্যদের ছড়িয়ে দিয়েছে। শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে চিকেন নেকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ট্যাব কাণ্ডের চাঁই মমতাজুল পুলিশের জালে

অরুণ ঝা ও মনজুর আলম

চোপড়া, ২৯ জানুয়ারি : ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে অন্যতম 'ওয়ান্টেড' মাঝিয়ালি হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ মমতাজুল ইসলাম ওরফে জুয়েলকে বুধবার চোপড়ার ঘিরনিগাঁও অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এতদিন 'ফেরার' মমতাজুল পুলিশের জালে ধরা পড়তেই চোপড়ার বিভিন্ন মহলে তীব্র আলোড়ন উঠেছে। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেছেন, 'ট্যাব সংক্রান্ত মামলায় ওয়ান্টেড মমতাজুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।'

গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে মমতাজুলের অধরা থাকা নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। স্কুল পরিচালন কমিটিও মমতাজুল 'ফেরার' বলে দাবি করেছিল। এদিন স্কুলের টিচার ইনচার্জকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতেই পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ ঘোষের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'আইন নিজের পথেই চলবে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।' এখনও পর্যন্ত ট্যাব কাণ্ডে চোপড়ার ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

ট্যাব কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে মমতাজুলের নাম উঠতেই গত ১৮ নভেম্বর থেকে তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। গত ১৩ জানুয়ারি ডাকযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে মমতাজুল মেডিকেল লিভ বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। এমনকি মাঝিয়ালি এলাকায় তাঁর ভাড়াবাড়ি ও দোকানে হানা দেয় লালবাজার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

অবশেষে

- ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে এসেছিল মমতাজুলের কথা
- দুর্নীতি নিয়ে হইচই শুরু হতেই স্কুলে আসেননি ওই টিআইসি
- পুলিশ কেন তাঁকে ধরতে পারেনি, সেই প্রশ্ন তুলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় গত সপ্তাহে
- বুধবার ঘিরনিগাঁও দলুয়ায় গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে ধরে পুলিশ

এরপর দশের পাতায়

৪০ শতাংশ বুথে কমিটি গঠনে ব্যর্থ বিজেপি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : ঘাসফুল শিবিরে চরম কোন্দল চললেও তার ফায়দা তোলা তো দূরের কথা, বরং সাংগঠনিকভাবে পদ্ম শিবির আরও পিছিয়ে পড়ছে কোচবিহারে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টেনেটুনে কোনওভাবে তারা ৬০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন করতে পেরেছে। জেলায় ৪০ শতাংশ বুথে এখন কমিটিই গঠন করতে পারেনি বিজেপি। এখানেই শেষ নয়, দলীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছু মণ্ডলে ৬০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন করতে না পারায় ফেব্রুয়ারির মধ্যে মণ্ডল কমিটিও গঠন করতে পারছে না গেরুয়া শিবির। জেলায় বিজেপির এমন করুণ দশার কথা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, 'সময় অল্পের কারণে বুথ কমিটি কিছুটা কম গঠন হয়েছে। তবে, আগামী দিনে আবার বুথ কমিটি গঠন হবে। আশা করছি তখন বাকি বুথগুলির অধিকাংশেই কমিটি গঠন হয়ে যাবে।'

পদ্ম শিবির সূত্রে খবর, জেলায় সাংগঠনিকভাবে বিজেপির ২২৯৮টি বুথ রয়েছে। এছাড়া ৪৩টি মণ্ডল রয়েছে। একেকটি মণ্ডলের অধীনে ৫০-৬০টি করে বুথ রয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের নিয়মানুযায়ী ৬ বছর পরপর এই বুথ কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এর আগে ২০১৯ সালে এই কমিটি গঠন হয়েছিল। বুথের প্রাথমিক সদস্যরা বুথে বসে ওই কমিটি গঠন করেন। এবারও সেই অনুযায়ী গত ১৮ জানুয়ারি থেকে বুথ কমিটিগুলি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত কমিটিগুলি গঠন করে তা জেলা নেতৃত্বের কাছে জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা ছিল। তাতে দেখা গিয়েছে, জেলায় বিজেপির সাংগঠনিকভাবে ২২৯৮টি বুথের মধ্যে ৬০ শতাংশের মতো কমিটি গঠন হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ২৩০০ বুথের মধ্যে ১৪০০ বুথে কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। নবগঠিত বুথ কমিটি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলার মণ্ডল কমিটিগুলি নির্বাচন করবে। দলের নিয়ম, মণ্ডলে ৬০ শতাংশ বা তার বেশি বুথ কমিটি গঠন না হলে সেই সমস্ত মণ্ডল কমিটি নির্বাচন বা গঠন করা যাবে না।

দলীয় সূত্রে খবর, কোচবিহারে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, জেলার দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচির বেশ কিছু মণ্ডলে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বুথ কমিটি গঠন করতে পারেনি বিজেপি। ফলে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিজেপির যে মণ্ডল কমিটি গঠন হওয়ার কথা এই মণ্ডলগুলির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

তবে বুথ কমিটি গঠন নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি যাই বলুন না কেন, দলের প্রথম সারির এক নেতার কথায়, 'দলের জেলা নেতৃত্বের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কোচবিহারে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। যা অবস্থা তাতে আগামী দিনে ফের বুথ কমিটি গঠন করার চেষ্টা করা হলেও জেলায় সবমিলিয়ে খুব বেশি হলে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ বুথে কমিটি গঠন হতে পারে। এর বেশি কোনওভাবেই হবে না।'

কার্যত ফাঁকা বিজেপির জেলা কার্যালয়। তাহলে কি সংগঠনের ভিত নড়বড়ে, প্রশ্ন কোচবিহারে।

নয়া মরশুমের দিনক্ষণ জানাল টি বোর্ড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ জানুয়ারি : প্রতীক্ষার অবসান। টি বোর্ড উত্তরবঙ্গে চায়ের নয়া মরশুম শুরুর দিনক্ষণ জানিয়ে দিল। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ডুয়ার্স-তরাইয়ে ও ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পাহাড়ের বাগানে কাঁচা পাতা তোলার কাজ শুরু হবে। ভালো মানের পাতা না মেলার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে টি বোর্ড শীতের শুখা মরশুমে উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছে। এবারের শীতে উৎপাদন বন্ধের সময় অনেকটা এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করা হয়। ফলে কাঁচা পাতা থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর মাসের উৎপাদন মার খাওয়ায় বাগানগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অবশেষে বুধবার চলতি বছরের উৎপাদন শুরুর দিনক্ষণের কথা জানিয়ে নির্দেশিকা জারির পর বাগানগুলি ফার্স্ট ফ্লাশের কাজকর্মের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল

চক্রবর্তী বলেন, 'এবার টি বোর্ডের উচিত মরশুমের প্রথমভাগের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফার্স্ট ফ্লাশের চায়ের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা। পাশাপাশি রিপ্রসেসিংয়ের মাধ্যমে তৈরি চা যাতে বাজারে না আসে সেব্যাপারে কঠোর নজরদারি চালানো প্রয়োজন।'

এদিনের নির্দেশিকায় টি বোর্ডের তরফে দু'একটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। যেমন, যে সমস্ত বাগান প্রুনিং (চা গাছ ছাঁটাই) করেছে তাঁরা যদি মনে করে বেঁধে দেওয়া দিনের আগে উৎপাদন মিলবে তবে ধার্য দিনের আগে পাতা তোলার আবেদন করতে পারে। পাশাপাশি অর্থোডক্স, গ্রিন টি ও স্পেশাল টি (সাদা, গোলাপি, পার্পলের মতো বিশেষ ধরনের) তৈরি করতে ইচ্ছুক বাগানগুলিও এজন্য আবেদন করতে পারবে। ওই অনুমতি টি বোর্ডে কর্মরত সহনির্দেশক পদমর্যাদার আধিকারিকের কাছ থেকে নিতে হবে। সহনির্দেশক অনুমতি দেওয়ার আগে বাগান ঘুরে প্রুনিং, সেচ ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কেমন তা খতিয়ে দেখবেন। নতুন কুঁড়ির ঝাঁক (ফ্লাশিং) এসেছে কী না সেটা ভালোমতো দেখতে হবে। ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আরও আগে চালু করা উচিত ছিল। শ্রমিক সংগঠনগুলি সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের কাছে আবেদন, বাগানগুলির কর্মদিবস যাতে এবার কোনওভাবে নষ্ট না হয় সেবিষয়ে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক।'

শুখা মরশুম। জলপাইগুড়ির একটি চা বাগানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ। বুধবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

সীমান্তে বসবে ৬ পিলার

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়িতে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা চলছে। এরই মধ্যে বুধবার বিএসএফের স্থানীয় হেমন্ত আউটপোস্ট এলাকার অধীনে থাকা তিস্তাপাড়ের সীমান্ত রেখা নির্ধারণে এল আইবিবিডি (ইন্দো-বাংলাদেশ বর্ডার ডিমার্কেশন)-এর সার্ভে দল। দলের নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস। সীমান্ত নির্ধারণে ছয়টি পিলার নির্মাণের কথা জানানো হয়েছে।

দিন দশেক আগেও ক্ষুদিরামের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সার্ভে দল এখানে এসেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও প্রতিনিধি না আসায় খালি হাতে ফিরে যায় তারা। এরপর দিল্লি-ঢাকা আলোচনা হয়। তারপর এদিন সিপিডব্লিউডি (সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট)-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আইবিবিডি টিম হেমন্ত সীমা চৌকিতে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের নিরাপত্তা দিয়ে সীমান্তের জিরো পয়েন্টে নিয়ে যান। অন্যদিকে, সাত সদস্যের 'সার্ভে টিম অফ বাংলাদেশ'-এর প্রতিনিধিদলও পৌঁছায় সেখানে।

হেমন্ত সীমান্তের অনেকটা এলাকা তিস্তা নদীর পাড় ও চর। এই পাড়ের কোথাও বেশ কয়েক বছর ধরে ভাঙন, আবার কোথাও পলি জমে সীমান্ত পিলার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এদিন মূলত সেখানকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়। দুই দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকে প্রাথমিকভাবে ছয়টি পিলার নির্মাণের জায়গা চিহ্নিত হয়। আগামীকাল থেকেই পিলার নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে।

যদিও এ নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করেননি। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক বলেন, 'হেমন্ত সীমা চৌকির অন্তর্গত অনেকাংশে তিস্তা নদী। সেই নদীতে আগে তৈরি সীমান্ত পিলার নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সীমান্তে উন্নতমানের পিলার নির্মাণ করা হবে। নতুন করে ছয়টি পিলার করার কথা রয়েছে। যা নিয়ে আজ বৈঠক হয়েছে। আগামীকাল থেকে সেই পিলার তৈরি শুরু হওয়ারও কথা রয়েছে।'

তবে, এই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। সীমান্ত পিলারের পাশাপাশি তিনবিঘা চুক্তি অনুযায়ী জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া এবং বাংলাদেশে তিস্তায় যৌথভাবে বাঁধ নির্মাণের দাবি উঠছে। এপারের গ্রামবাসীর বক্তব্য, একেই নদীর প্রতিকূল সীমানা, তার ওপর বাংলাদেশের চাষিরা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ভুট্টা চাষ করে। সেই সুবাদে পাচার ও অনুপ্রবেশ ঘটে। তাই কাঁটাতারের বেড়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, ভারতের সম্পূর্ণ এলাকায় তিস্তার বাঁধ রয়েছে। তবে মাঝখানে বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা ছিটমহল রয়েছে সেখানে বাঁধ নেই। বাংলাদেশ নিজ উদ্যোগে অস্থায়ী বাঁধ দিলেও তিস্তা সেই বাঁধ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিস্তার জল বাড়লে বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা হয়ে ভারতের কুচলিবাড়ি গ্রামে জল ঢুকে বন্যা হয়। সে কারণে দুই দেশ মিলে বাঁধ তৈরি করুক। এমনটাই চান কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক উৎপল রায়।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের অভিযানে ফের মাদক সহ গ্রেপ্তার এক তরুণ। বুধবার এসএসবির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালায় পানিট্যাঙ্কি কোয়ার্টার মোড়ে। সে সময়ই সন্দেহ হওয়ায় রামধনজোতের বাসিন্দা মুকেশ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরার সঙ্গে তল্লাশি চালাতেই তার কাছ থেকে মেলে ১৯৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত এলাকায় মাদক বিক্রি ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত বলে এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন রাতে অভিযুক্ত তরুণকে বাজেয়াপ্ত মাদক সহ খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। গত কয়েকদিনে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কয়েকজন ধরা পড়ল মাদক পাচারের অভিযোগে।

আজ টিভিতে

দৃষ্টি হারিয়ে ফুলকি বক্সিং রিং-এ শালিনীর মুখোমুখি।
ফুলকি রুদ্ধশ্বাস ২ দিন **সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রতিকার, ১০.০০ মানসম্মান, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ মান মর্যাদা, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ গ্যাংস্টার, ১.০০ ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৪.৫০ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.৪৫ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.৩৫ লাভেরিয়া

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পরিণাম, দুপুর ২.৩০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ৯.৩০ দোলন চাঁপা, ১২.০০ অটো নম্বর ৯৬৯৬

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ছোট বউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শিল্পী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রাজা বাদশা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৯ কালী কা করিশ্মা, দুপুর ২.৩৪ খিলাড়ি, বিকেল ৫.১৮ খুঁখার, সন্ধে ৭.৫৫ খাকি, রাত ৯.৫৬ ক্র্যাক

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ২.৪৫ ডর @ দ্য মল, বিকেল ৫.৪৫ পুলিশওয়ালা, রাত ৯.০০ ম্যায় হুঁ লাকি-দ্য রেসার

এমএক্সএন : দুপুর ২.৪০ ওয়াইল্ড কার্ড, বিকেল ৪.০৫ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ-টু, ৫.৩০ বেয়ারলি লিথাল, সন্ধে ৭.০৫ ঘোস্ট বাস্টার্স, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ, ১০.৫৫ সিনিস্টার-টু

তেল ছাড়া চিকেন মাশরুম কারি তৈরি শেখাবেন **মধুছন্দা ভট্টাচার্য।**
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

লায়ন্স অন দ্য মুভ বিকেল ৫.৩৪ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

ক্র্যাক রাত ৯.৫৬ জি সিনেমা

রমেডি নাউ : দুপুর ২.২৫ ফার্স্ট ডটার, বিকেল ৪.০৫ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, ৫.৫৫ দ্য ওয়ে ওয়ে ব্যাক, সন্ধে ৭.৩০ ড্যাডি ডে ক্যাম্প, রাত ১০.৩০ দ্য থমাস ক্রাউন অ্যাফেয়ার

জোরাম রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

PMSHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS BAGDOGRA
PO. Bagdogra Air Port, Dt. Darjeeling, West Bengal, Pin--734421
E-Mail: kvafsbagdogra2020@gmail.com Website:https://bagdogra.kvs.ac.in

Walk-in-interview

Walk-in-interview for the session 2025-26 for part time contractual teachers for various posts for PMShri Kendriya Vidyalaya AFS Bagdogra is going to be conducted on 12th & 13th Feb 2025 in the Vidyalaya premises. The details related to various posts, eligibility criteria, date of interview/time & format for application are available in the announcement column of the school website: https://bagdogra.kvs.ac.in
The application must be filled separately for Balvatika Tr, PRTs, TGTs, PGTs & Misc. Posts. (Candidates must bring with them their valid indentity card on the day of interview for entering Air Force Station, Bagdogra in which the Vidyalaya is situated).

Principal

ARMY PUBLIC SCHOOL BAGRAKOTE
SELECTION OF TEACHERS & STAFF THROUGH LSB(Local Screening Board) 2025

1. Vacancies :
(a) TGT – Science, Math, Sanskrit, Computer
(b) PRT, Pre Primary
(c) Activity Teacher- Music, Physical Education.
(d) Librarian, Counselor, Accountant, Lab Assistant (Comp & Science).
(e) Group D- Peon, Ayah, Sweeper, Mali, Watchman, Bus Driver.
2. **Qualification & Experience: TGTs: Graduate with 50% marks or Post Graduate with minimum 55 % and B Ed** (with the subject in which employment is sought. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). Preferably CSB , CTET/TET qualified. **PRT: Graduate** with 50%, 2 years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/B El Ed. Other qualifications as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX). B Ed qualified can also apply. Preferably CSB , CTET/TET qualified.
Pre-Primary: Graduate in any discipline through any recognized Board/University with minimum 50% marks, Graduate Diploma in Nursery Teacher Edn/Pre School-Education Early Childhood education pgme (D.E.C Ed) of two yrs duration or B Ed (Nursery) from NCTE recog institution, with Computer Knowledge.
Computer- B.Tech in Computer Science/B.Sc in Computer Science/ M.Sc in Computer Science /B.Sc with one year post graduate Diploma in Computer Science/ BCA/ MCA with B Ed.(Experienced candidates and having knowledge in AI & Robotics shall be preferred).
Librarian, Music, PET: as per CBSE Affiliation Bye Laws (Chapter IX).
Counselor: Graduate with Psychology Cert or Diploma in Counseling with min experience of 03 years as Wellness Teacher/Counselor. **Accountant**: Commerce graduate or 15 years service as a clerk in the Defence Services. Basic computer application course of Army/Diploma in Computer Application of not less than one year duration. Knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software. Minimum 5 years experience as a Accounts clerk in the defence services / reputed organization.
Lab Assistant: (a) **Computer**-Knowledge in Computer Hardware & Software networking and maintenance of Website (b) **Science**- maintenance of science Lab.
Application form for interview is available on School Website (https://apsbagrakote.org & AWES Website (www.awesindia.com) The application form along with a DD in favour of Army Public School Bagrakote for Rs 250/- Payable at Oodlabari, with attested copies of qualification and experience certificate and recent colour PP photograph to be submitted on or before **15 Feb 2025** to APS Bagrakote. Incomplete Application forms will not be accepted. The date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates. **(For detailed requisite qualifications, candidates must visit School Website)**
Address: Army Public School Bagrakote, PO -Bagrakote Dist –Jalpaiguri, Pin-734501 Mob-8116150600/9475250682 Email: apsbagrakote@awesindia.edu.in
Web : https://apsbagrakote.org

Principal, APS Bagrakote

স্তম্ভ ইত্যাদিতে ফাটলের মেরামতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৭৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** বিজি-। সেকশনের ব্রিজগুলির জন্য ইপোক্সি ইত্যাদি দ্বারা জলের নীচে থাকা স্তম্ভ ইত্যাদিতে ফাটলের মেরামতি করা (ব্রিজ নং. ৪৪৮, ৪৫২, ৫১৩, ৫০২, ৪৭৭, ৪৯২, ৫২১, ৪৮৬, ৪৭৬, ৪৫৬, ৪৫২ আপ, ৪৪৮ আপ, ৪৯২ আপ, ৪৮৬ আপ, ৪৫৬ আপ-এর জন্য)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৩,৮০,৫৯৭.৮৫ টাকা। বায়নার অর্থঃ ২,৪৬,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৮-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহে স্মার্ট প্রিপেইড কাম পোস্ট পেইড মিটারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩০/২৪-২৫ তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/৩০/২৪-২৫ কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহে স্মার্ট প্রিপেইড কাম পোস্ট পেইড মিটারের ব্যবস্থা করা (ফেজ-II)। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,৮৫,৮৪,৪৮৪.৫৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৯২,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২১-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি/
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কমান্ডান্টের কার্যালয় : ৭২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (প.ব.)

নং. ৭২ বিএন/প্রোভ/অকশন/২০২৫/৩৩২-৩৮

নিলাম নোটিশ

এই সদর দপ্তরের চার্জে থাকা অব্যবহার্য সরকারি স্টোর্সের সর্বজনীন নিলাম **১০.০২.২০২৫'এর ১১.০০ ঘটিকায় ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার, ৭২ বিএন বিএসএফ, গ্রামঃ শান্তিনগর, পোঃ অঃ পাঞ্জিপাড়া, উত্তর দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ) পিন নং ৭৩৩২০৮**-এতে নিম্নবর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলিতে অফিসারদের বোর্ডের উপস্থিতিতে হবে:-

নিয়ম ও শর্তাবলি :-

১। সমস্ত অনুমোদিত/আগ্রহী দরদাতাগণ/পক্ষগণকে নিম্ন নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে নিলামে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।
২। **১০.০২.২০২৫** তারিখে রাজ্যে বনধ/ধর্মঘট/ছুটির দিন ঘোষিত হলে নিলাম পরের দিন পরিচালিত হবে।
৩। নিলাম শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেক দরদাতাকে কমান্ডান্ট ৭২ বিএনএফ-এতে স্টোর্সের নিলাম শুরু হওয়ার ন্যূনপক্ষে এক ঘন্টা আগে নাম রেজিস্টার করতে হবে এবং প্রত্যেক দরদাতাকে নিলাম শুরুর আগে বায়নার টাকা হিসেবে নগদ অগ্রিম টাঃ ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) মাত্র জমা করতে হবে যেটা নিলাম শেষ হওয়ার পর ফেরত/শামিল করা হবে।
৪। একবার দরদাতা অর্থাঙ্ক জমা করার পর উক্ত দরের নিয়ম কানুন সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হবে।
৫। প্রযোজ্য অনুযায়ী বিক্রির অর্থাঙ্কের উপর লেভি/চার্জ করা হবে।
৬। বিভাগীয় নিয়ম কানুন অনুযায়ী নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
৭। কোনও দরদাতার সন্দেহ/জিজ্ঞাস্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, বোর্ডের অফিসারগণ/কমান্ডান্ট, ৭২ বিএন বিএসএফ ঘটনাস্থলেই সিদ্ধান্ত নেবেন যা সংশ্লিষ্ট সকল/দরদাতা কর্তৃক মান্য করতে হবে।
৮। 'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' স্টোর্স নিলাম করা হবে।
৯। সকল দরদাতাকে পূর্ণ অর্থাঙ্ক তৎসহ ধার্য জিএসটি নিলাম শেষ হওয়ার পর জমা করতে হবে এবং নিজের ব্যবস্থাপনায় অবিলম্বে স্টোর্স নিয়ে যেতে হবে অন্যথায় সর্বোচ্চ দরদাতা/ক্রেতাকে চালু হারে জমির ভাড়া দিতে হবে। স্টোর্স স্থানান্তরণ/তুলে নেওয়ার জন্য ৭২ বিএন-বিএসএফ কোনও পরিবহণের ব্যবস্থা করবে না।
১০। সর্বোচ্চ দরদাতা যদি স্টোর্সের দাম জমা করতে ব্যর্থ হয় তার বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১। তাৎক্ষণিক ঘটনায় সমস্ত বিষয়ে কমান্ডান্ট ৭২ বিএন-বিএসএফের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।
১২। প্রত্যেক দরদাতার সঙ্গে আইডি প্রুফ, জিএসটি নম্বর আসল প্যান কার্ড, শেষে আয়কর রিটার্নের প্রমাণ, বাসস্থানের প্রমাণ দাখিল করতে হবে অন্যথায় তাদেরকে নিলামে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
১৩। কমান্ডান্ট ৭২ বিএন-বিএসএফ কোনও কারণ না দর্শিয়ে যে কোনও দর গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছেন।

ডিসি (কিউএম)

CBC 19112/11/0198/2425

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্যে সন্তুষ্ট না থাকলে সমস্যা হবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। বৃষ : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সন্তানকে বিদেশে পাঠানোর বাধা দূর হবে। মিথুন : সামান্য পেয়েই খুশি থাকুন। বেশি লাভের আশায় বিনিয়োগ করতে যাবেন না। কর্কট : কেউ আপনাকে অপমান করতে পারে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। সিংহ : প্রেমের সঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করুন। অফিসে আজ কাজের চাপ বাড়বে। কন্যা : ব্যবসায়িক কাজের জন্য বিদেশে যেতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। তুলা : বারবার যে কাজ করেও সফল হননি, আজ সেই কাজ শুরু করে দিন। সাফল্য আসবে। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। ধনু : ভাইয়ের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। নতুন কোনও অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মকর : অংশীদারি ব্যবসায় লভ্যাংশ নিয়ে সামান্য বাকবিতণ্ডা হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথা আজ ভোগাবে। কুম্ভ : কোনও দামি জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অবিশ্বাস করে সমস্যায়। মীন : কোনও সম্মান লাভ করবেন। ব্যবসায়িক কাজে বন্ধুর পরামর্শ উপকারে লাগবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ১০ মাঘ, ৩০ জানুয়ারি ২০২৫, ১৬ মাঘ, সংবৎ ১ মাঘ সুদি, ২৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।১৯। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ সন্ধ্যা ৫।৪১। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮। ৪৮। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।৩৯। ববকরণ সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।২৬ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৩৫ গতে ৫।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫১ গতে ১।২৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৮।৩৯ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ৮।৩৯ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মহাত্মা গান্ধির মৃত্যুদিবস (৩০ জানুয়ারি)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৮ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও Car লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242. (C/114395)

বিক্রয়

New 2bhk flat for sale at Deshbandhupara, Siliguri. 8759187453. (C/114398)

•

গেট বাজার S.B.I. Bank-এর পাশে 110 বঃফুট দোকান বিক্রয় হবে। (M) 8944092699. (C/113397)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Mal Municipality
P.O. Mal, Dist. Jalpaiguri
Memo No. MM/C/1994/Health/2024-25, Dated : 29/01/2025
Applications are invited from the eligible women candidates who must be a resident under Mal Municipality for filling up one vacant post of HHW (Honorary Health Worker) under Mal Municipality. Interested candidates can apply as per FORMAT within 21/02/2025. For Application Form & details visit the website of Mal Municipality (www.malmunicipality.com)/Office Notice board or Health Section.
(Utpal Bhaduri)
Vice-Chairman
Mal Municipality

E-TENDER NOTICE
Sealed online tender are invited for NIT No- 11/RIDF-XXX/APD/24-25 Dated : 30.01.2025. Construction of Additional Infrastructure of 6 no's of school under Alipurduar District. Last date & time of submission of Bid. 17.02.2025 Time 18.00 Hours. The details are available at website : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
District Education Officer, SSM, Alipurduar

পিয়ার এবং অ্যাবুটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০১/২০২৫/ এমএলজি, তারিখঃ ২৪-০১-২০২৫: নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, **টেন্ডার নং. ঃ** ডিসিবিএল০১২০২৫এমএলজি, **কাজের নাম ঃ** আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড ২৫টি লোডিং-২০০৮ স্ট্যান্ডার্ড পিএসসি স্ল্যাব -এর সাথে পিয়ার এবং অ্যাবুটমেন্টের শক্তির মূল্যায়ন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ৫,১৪,৭৩,৫১৫.৬০/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ৪,০৭,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ১৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে। টেন্ডার **খোলার** তারিখ ও সময় ১৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০৫ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাব।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M: 78639 77242. (C/114397)

•

শিলিগুড়ি হোটেল রেস্তোরাঁ ও বারে ওয়েটার চাই। ছেলে/মেয়ে। বেতন : 8500/12500, থাকা+খাওয়া ফ্রি। M : 6295506147. (B/S)

•

Ashalata Basu Vidyalaya, an English Medium High School urgently requires teacher in Physics (M.Sc., B.Ed. preferable). Walk-In-Interview will be held on 31.01.2025 (Time : 11.00 A.M. - 1.00 P.M.). Principal, Ashalata Basu Vidyalaya, Old Police Line, Jalpaiguri-735101, E-mail - ashalatabasuvidyalaya1@gmail.com (C/113695)

অ্যাফিডেভিট

I, Safikul Alam, S/o-Md Abdul Maleque residing at Vill-Baharabad, P.O.- Goalpara, P.S.- Chanchal, Dt- Malda (WB) do here by Solemnly affirm and declare at Executive magistrate, Chanchal Court that 'Md Abdul Maleque' & 'Abdul Malek' is the same and one identical person. (S/T)

•

গত 30/10/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Beuty Alom, Matima Khatun থেকে Beuty Khatun নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/114600)

NOTICE

It is hereby given that the legal heirs of GOPAL CHANDRA BISWAS namely SUCHITRA BISWAS, HARE KRISHNA BISWAS, KRISHNA BISWAS, PRAN KRISHNA BISWAS, ARUN BISWAS, BARUN BISWAS, KARUNA ROY and GITA MONDAL have contracted to sell their inherited below scheduled property to my client, any person including banks/financial institution claiming any interest on the said property by way of sale, mortgage, gift, possession, lease, lien, barghadar, jordang or otherwise, is hereby required to communicate the same to the undersigned at his office within 7 days from the date hereof, as otherwise the said sale will be completed without any reference or regard to any such purported claim or interest, which shall be deemed to have been waived to all intents and purposes.

Schedule

Land measuring 55 Decimal appertaining to L.R. Plot No. 490, L.R. Khatian No. 959, 958, 957, 964, 963, 962, 961, 960, Mouza Chakiavita, J.L. No. 17, P.S. New Jalpaiguri, District-Jalpaiguri.

Advocate Jugal Sanghai
Planet Mall, 1st Floor Room No.33, Sevoke Road, Siliguri-01
Phone: **9547171801**

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

মোগল আমলের সোনাখোদা মসজিদ

ইসলামপুর তথা জেলার প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে অন্যতম সোনাখোদা মসজিদ। স্থানীয়দের মতে, এই মসজিদ প্রায় পাঁচশো বছর আগে মোগল আমলে তৈরি করা হয়েছিল। এখন এই মসজিদের কয়েকটি ভগ্ন দেওয়ালের অংশ ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। বাম আমলে এই মসজিদটিকে হেরিটেজ হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এত প্রাচীন এই মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে সরকারিভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। মসজিদের জায়গাটি শেষ যাদের দখলে ছিল সেই দম্পতির দেহ মসজিদের পাশেই কবরস্থ করে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সোনাখোদা মসজিদের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মোগল সেনাপতি ইসলাম খাঁ অসম বিদ্রোহের সময় ইসলামপুরের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফেরার পথে তিনি এক সৈনিককে এই এলাকার দায়িত্ব দিয়ে যান। সেই সৈনিকই পরবর্তীতে ইসলামপুরের সোনাখোদা এলাকায় এই মসজিদ নির্মাণ করেন। সত্তরোর্ধ্ব বয়সি সোনাখোদার বাসিন্দা মহম্মদ সেলিমুদ্দিন জানান, গোটা গ্রামে আগে এই মসজিদটি একমাত্র মসজিদ ছিল। গ্রামে কারও কোনও মসজিদ ছিল না। তিনি বলেন, 'ছোটবেলায় এই মসজিদের ছাদ, দেওয়াল সব দেখেছি। এখন সব ভেঙে গিয়েছে। দেওয়ালের কিছু কিছু অংশ ছাড়া কিছুই নেই। অনেক মানুষ এই মসজিদ দেখতে এখানে আসেন। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও অনেকবার এসে ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই প্রাচীন মসজিদটিকে সংরক্ষণ করতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

কীভাবে বেঁচে ফিরলাম, জানি না

রামপ্রসাদ মোদক

কাল রাতের দুঃস্বপ্নের ঘোরটা এখনও কাটেনি। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। 'ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট' এই কথাটা কাগজে বহুবার পড়েছি। চোখের সামনে দেখার অভিজ্ঞতা যে এতটা ভয়ংকর, আমার এত বছরের সাংবাদিক জীবনে তা বুঝতে পারিনি।

কুম্ভমেলা আমার কাছে নতুন নয়। এর আগে পাঁচটি কুম্ভে গিয়েছে। চারটি পূর্ণকুম্ভ এবং একটি অর্ধকুম্ভ। কিন্তু এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনও হইনি। আমার গুরুদেব স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের প্রতিটি কুম্ভমেলায় শিবির হয়। এবার প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভেও সেক্টর ১৭ হর্ষবর্ধন মার্গ ও হরিশ্চন্দ্র মার্গে শিবির হয়েছে কোকিলামুখ মঠ এবং দহালিশহর মঠের পক্ষ থেকে।

সন্ধ্যায় পুজো ও আরতির পর ঘোষণা করা হয়, রাত সাড়ে দশটায় ঠাকুর মহারাজের প্রতিকৃতি সহ ত্রিবেণি সংগমে স্নান করতে যাওয়া হবে। প্রায় ৮০০ জন মহিলা-পুরুষ-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমনকি শিশুদের নিয়ে রাত পৌনে এগারোটায় শোভাযাত্রা বের হয়। ত্রিবেণি সংগমের কিছুটা আগে পুলিশ ব্যারিকেড করে আমাদের শোভাযাত্রা আটকে দেয়। পুলিশ শোভাযাত্রা বাঁ দিকে অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরিয়ে দিতেই শুরু হয় বিপত্তি। বেশ কিছু গাড়ি ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকায় প্রচণ্ড একটি ভিড় ঠেলে কোনওরকমে সংগমে পৌঁছাই রাত ১টার দিকে।

রাত ২টো নাগাদ স্নান সেরে ফিরে আসার পথে চরম বিপর্যয় ঘটে গেল। বেশকিছু মানুষ দলছুট হয়ে গিয়েছেন ভিড়ের মধ্যে। কিলোমিটারখানেক এগিয়ে এলাম ভিড়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে। প্রথম চৌরা পার হয়ে দ্বিতীয় চৌরায় ঢুকে দেখি, পুলিশ সেখানে ব্যারিকেড করে রাস্তার একটি পাশ ছোট করে দিয়েছে। অন্যদিক থেকে একটি গাড়ি ঢোকায় রাস্তা অনেকটা ছোট হয়ে গিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠল। সামনে তখন প্রায় ১৫ হাজার মানুষ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিছন থেকে হাজার হাজার লোক ধাক্কা মারছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল একদল মানুষ। সেটা সামাল দিতে না দিতেই পাশের থেকে আর্তনাদ 'বাঁচাও, বাঁচাও'। চোখের সামনে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এক বৃদ্ধা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তাঁদের ঠেলে কয়েক হাজার মানুষ চলে গেল বৃদ্ধার ওপর দিয়ে। একটু পরেই শুনি ভাইয়ের ছেলের চিৎকার, 'বাবা বাঁচাও'। কীভাবে যেন ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে দ্বিতীয় চৌরা পার হয়ে এলাম। আমার পরিবারের সবাই ঠিক আছে। অনেক রাত ঘুমোতে পারব না মহাকুম্ভের কথাটা মনে পড়লে।

কুয়াশাঢাকা সকাল।। *বুধবার বালুরঘাটের ডাঙা এলাকায় মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

বারলার ব্যাট হাতে চা বলয়ে মনোজ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৯ জানুয়ারি : এখনও অফিশিয়ালি বিজেপি ছাড়েননি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। যোগ দেননি তৃণমূলেও। তবে কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই বারলা তৃণমূলিদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'আমি তোমাদেরই লোক'। আর অফিশিয়ালি না হলেও লোকসভা ভোটের পর থেকেই বিজেপিও কার্যত ঝেড়ে ফেলেছে বারলাকে। তবে তরাই-ডুয়ার্সের রাজনীতিতে টিকতে গেলে চা শ্রমিকদের হাতে রাখতে হবে, জানে বিজেপিও। তাই চা বলয়ের নেতা বারলার শূন্যস্থান পূরণে এবার ময়দানে নামলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা। চা শ্রমিকদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে বুধবার একটি বড় মিছিল করেন তিনি।

আলিপুরদুয়ার জেলার চা বলয় পদ্মের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি। এতদিন ধরে চা বাগানে সংগঠন গড়েছেন বারলা। লোকসভা ভোটের পর তাঁকে বিটিডব্লিউইউ থেকে ছাঁটা হয়। এবার বিটিডব্লিউইউ-কে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মনোজ। এদিন একগুচ্ছ দাবিতে মিছিল করে গিয়ে বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের অফিস ঘেরাও করে বিটিডব্লিউইউ। নেতৃত্বে মনোজ ছাড়াও ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা, সহ সভাপতি কিশোর বিশ্বকর্মা, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ খোরা প্রমুখ।

মনোজ চা শ্রমিক পরিবারের সদস্য। একসময় নিজেও সিংঘানিয়া চা বাগানের কর্মী ছিলেন। দু'বার মাদারিহাটের বিধায়ক হয়েছেন। ভোটের আগে চা বলয়ে তাঁর প্রচারের সুরই ছিল, 'আমি তোমাদেরই লোক।' এবার বারলাবিহীন বিটিডব্লিউইউয়ের ব্যাটও হাতে তুলে নিতে হল মনোজকে। ফলে চা বাগানে কাজ বাড়ল তাঁর। সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি দলের জেলা সভাপতিও। চা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মনোজের চাপ আরও বেড়েছে, বলাই বাহুল্য।

এদিন বন্ধ বাগান খোলা, চা শ্রমিকদের মজুরির টাকা সময়মতো দেওয়া, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেওয়া সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অমিত দাসকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবি করা হয়, পাট্টা নয়, চা শ্রমিকদের জমির মালিকানা দিতে হবে। মনোজ বলেন, 'বাম সরকার চা বাগানের অবস্থা খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে। তৃণমূল সরকার কফিনে পেরেক ঠুকছে। চা শ্রমিকরা পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছেন। পাহাড় এবং সমতলে অনেক চা বাগান বন্ধ। অথচ মুখ্যমন্ত্রী কালচিনিতে বন্ধ বাগান নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না দেওয়ায় প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার বেশ কয়েকজন চা বাগান মালিকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেছেন। অথচ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে না। এসব দেখা শ্রম দপ্তরের কর্তব্য। কিন্তু শ্রম দপ্তর মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করছে।'

বুধবার বীরপাড়ায় চা শ্রমিকদের মিছিলে নেতৃত্বে মনোজ টিগ্গা।

এদিন হান্টাপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া, তুলসীপাড়া, বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, ডিমডিমা, বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা বিক্ষোভ-ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন। সংগঠনের ব্লক কমিটির আহ্বায়ক নারায়ণ খোরা বলেন, 'মেরিকো টি কোম্পানির বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের টাকা বকেয়া। চলতি সপ্তাহেই টাকা মেটানোর দাবি জানানো হয়েছে।'

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী জন বারলা ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৯ ভোটে জেতেন। সেবার ঝুলি উজাড় করে দিয়েছিলেন চা শ্রমিকরা। তারপর গত বছর লোকসভা ভোটে জিতলেও আলিপুরদুয়ারে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ ভোট কমেছে বিজেপির। তাই চিন্তায় গেরুয়া শিবির। তাই আগেভাগেই চা বলয় সরগরম করতে চাইছে বিজেপি, বোঝা গিয়েছে মনোজের বক্তব্যেই। বুধবার তিনি বলেন, 'আমাদের দাবিগুলি মানা না হলে মেচি থেকে শুরু করে কুমারগ্রাম পর্যন্ত প্রশাসন এবং শ্রম দপ্তরের প্রতিটি অফিস একদিনে ঘেরাও করে আন্দোলন শুরু করব আমরা।'

পুলিশকর্মীদের উপর হামলায় মূল চক্রীর খোঁজে তল্লাশি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : দুই পুলিশকর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার ঘটনায় ধৃত আব্দুল হোসেনকে দফায় দফায় জেরা করছে সিআইডি। বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার পর কতবার সে বিহারে গিয়েছিল, সেখানকার কোন কোন দুষ্কৃতীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত করেছে পুলিশ।

পশ্চিম বাংলার মোস্ট ওয়ান্টেড তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সোনার বিপনীতে ডাকাতির ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড চন্দন সিংহের সঙ্গে কীভাবে সাজ্জাকের ফোনে কথা হয়েছে, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। অভিযুক্ত চন্দন সিংহের বাড়ি হাজিপুর এলাকায়। শুধু ডাকাতি নয়, খুনের সুপারি সহ একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত চন্দন। সে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ থেকে শুরু করে সিআইডির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চন্দনের ফোনের সিম ভারতের হলেও কীভাবে সে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, চিনের অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত, তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি ও সাইবার ক্রাইম।

মালদার তৃণমূলের দাপুটে নেতা দুলাল সরকারের খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত চন্দন সিং ও তার সঙ্গী প্রায় দেড় কোটি টাকা নিয়ে বিহারের দুষ্কৃতীদের দিয়ে খুন করিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে যে কটি অসামাজিক কাণ্ড ঘটেছে তার মধ্যে অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিহার যোগ ও তার মূল পান্ডা চন্দন সিং। কীভাবে, কখন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পেয়েছিল গ্যাংস্টার সাজ্জাক আলম? পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশকে কীভাবে গুলি চালিয়ে, কোন পথে পালিয়েছিল সে ও তার সঙ্গীরা, এমনই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি।

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'পাঞ্জিপাড়া থেকে বন্দি পালানো ও সাজ্জাকের এনকাউন্টারে মৃত্যু - দুটি পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। পাঞ্জিপাড়ার ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামপুর জেলা পুলিশ। সাজ্জাকের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত সিআইডির হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।' গোয়েন্দা সূত্রে খবর, দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশের দাবি, এর সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত।

লোকালয়ে দেরিতে বন দপ্তর

ফালাকাটা, ২৯ জানুয়ারি : সোমবার রাতে ফালাকাটার রাইচেঙ্গা গ্রামে তিনটি বুনো হাতি ঢোকে। রাত বারোটা নাগাদ জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা সেই খবর পান। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বনকর্মীরা সময় নেন ৪৫ মিনিট। অথচ রাইচেঙ্গা থেকে রেঞ্জ অফিসের দূরত্ব ৭ কিমির বেশি নয়। ওইদিন যতক্ষণে বনকর্মীরা রাইচেঙ্গায় পৌঁছান ততক্ষণে এলাকায় বস্তাভর্তি ধান, আলুখেত তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এখন বন্যপ্রাণী গ্রামে ঢোকার খবর পাওয়ার পর বনকর্মীরা দেরিতে আসছেন। অথচ আগে খবর দেওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাঁরা চলে আসতেন।

বন দপ্তর এই অভিযোগ স্বীকার করেছে। জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'লোকালয়ে বন্যপ্রাণী ঢোকার খবর পেলেই আমাদের কর্মীরা ছুটে যান। কিন্তু এখন মহাসড়কের কারণে যাতায়াতে অনেক বেশি সময় লাগছে। বেহাল রাস্তা দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এলাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়।'

রায়গঞ্জের স্কুলে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

জখম শিক্ষিকা, গ্রেপ্তার ১

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : স্কুলের মধ্যে দুষ্কৃতীদের নিয়ে ঢুকে শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। গত ২৪ জানুয়ারির ওই ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। আর ওই কাণ্ডের জেরে খুনের চেষ্টার ঘটনায় বুধবার একজনকে রায়গঞ্জ শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার বসিয়ান জুনিয়ার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা শোভনা হেমব্রমের কাছে কর্ণজোড়ার বোগ্রামের বাসিন্দা, পিঙ্কি দেবনাথ দাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। পেশায় ইমিটেশন ও কসমেটিক্সের ব্যবসায়ী পিঙ্কির থেকে ওই শিক্ষিকার সম্প্রতি টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বচসা হয়। যার জেরে চারজন দুষ্কৃতী নিয়ে পিঙ্কি স্কুলের ভেতরে ঢুকে ওই সহকারী শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। স্কুলের চেয়ার দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। আচমকা হামলায় গুরুতর জখম হন শিক্ষিকা শোভনা হেমব্রম।

স্কুলের অন্য সহকর্মীরা আহত আদিবাসী ওই শিক্ষিকাকে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পিঙ্কি দেবনাথ সহ চারজন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে ভাটোল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অমিত বিশ্বাস নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। জখম শিক্ষিকা শোভনা হেমব্রমের বক্তব্য, 'পিঙ্কি দেবনাথ আমার পূর্বপরিচিত, তিনি কসমেটিক্স ও ইমিটেশনের অলংকারের ব্যবসা করেন। ব্যবসার জন্য পিঙ্কিকে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলাম। পাওনা টাকা চাইতে গেলে সে আমাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। চলতি মাসের ২০ তারিখে বিষয়টি এলাকার প্রতিবেশীদের জানাই। আদিবাসী সংগঠনকেও জানানো হয়। এরপরেই আমার স্কুলে একদল দুষ্কৃতী নিয়ে গিয়ে মারধর করে।'

পুলিশসূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃতের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কানকি সংলগ্ন মতি হাড়িগ্রামে। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ।' রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

যা ঘটেছে

- শোভনা হেমব্রমের কাছে পিঙ্কি দেবনাথ দাস এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন
- পিঙ্কির থেকে ওই শিক্ষিকার টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বচসা হয়
- চারজন দুষ্কৃতী নিয়ে পিংকি স্কুলের ভেতরে ঢুকে ওই সহকারী শিক্ষিকাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ

মাকে বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা নাবালকের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাত তখন বারোটা বেজে গিয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গাড়ি থেকে নেমেই ইমার্জেন্সিতে ছুটে এল এগারো বছরের এক নাবালক। চিকিৎসকদের কাছে কান্নাজড়ানো গলায় কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, 'মাকে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও।' পিছনে তখন প্রতিবেশীরা তার মাকে নিয়ে আসছেন। মায়ের মাথা দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে। কী হয়েছে মায়ের? প্রশ্নটা করে তরুণীর গায়ে হাত দিতেই চিকিৎসক বুঝতে পারলেন, তার মা আর নেই। আনতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে নাবালক।

তবে মাকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা কম করেনি সে। কান্নার ফাঁকে সে যখন সেই দেড় ঘণ্টার লড়াইয়ের কথা চিকিৎসক আর স্বাস্থ্যকর্মীদের বলছিল, তখন চোখ ছলছল সবারই।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীর নাম রিংকু দে (৪৭)। সন্তানকে নিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকার শ্রীরাম কলোনির একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। স্বামী কাজের সূত্রে জামশেদপুরে থাকায় মা-ই ছিল ওই নাবালকের সব আবদার পূরণের জায়গা। তবে মা যে এমন করবে, তা সে মঙ্গলবার রাতে পড়ার সময় কল্পনাও করতে পারেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ঘরে বই খুলে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিল বছর এগারোর নাবালক। পিছনে বসে পরিবারের লোকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন রিংকু। হঠাৎই কেউ পড়ে যাওয়ার একটা আওয়াজ শুনতে পায় ছেলে। পিছনে ঘুরে সে দেখে, ফ্যান থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। মা মাটিতে পড়ে রয়েছে। কোনওমতে গলায় লাগানো দড়ির বাকি অংশটা খোলার চেষ্টা করে সে। ড্রয়ার থেকে কাঁচি বের করে সেটা কেটে দেয়। তার নজরে আসে, মায়ের মাথার পেছন দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। মাকে ডাকলে কোনও সাড়া দিচ্ছে না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আশপাশের দরজায় কলিংবেল বাজাতে থাকে। প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসে তার কথা শুনে ঘরে ঢুকতেই দেখেন রক্তে ভেসে যাচ্ছেন রিংকু। মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ফ্ল্যাটেরই একজনের গাড়িতে করে হাসপাতালে আসে সে। মা নেই, সেটা শোনার পরেও, ভালো করে চিকিৎসা করলে যদি বেঁচে যায়, সেটা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করেছিল সে। হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী বলছিলেন, 'সত্যি বাচ্চাটা মাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করেছে। তাও দেরি হয়ে গিয়েছিল।'

বুধবার সকালেই গুয়াহাটি থেকে রিংকুর পরিবারের সদস্যরা হাজির হন। রিংকুর জামাইবাবু অভিজিৎ দে বলেন, 'মাঝেমধ্যে রিংকুর সঙ্গে ওঁর স্বামী সুদীপের ঝামেলা হত। মঙ্গলবার রাতেও আমরা পরিবারের সকলে মিলে ভিডিও কলে রিংকুকে বোঝাচ্ছিলাম। কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য ফোন আসে, রিংকু আর নেই। ও এমন সিদ্ধান্ত নেবে, ভাবতে পারিনি।'

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। আসলে কী কারণে রিংকুর মৃত্যু হল, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

তিন হোম-কন্যার জন্য সাহায্যের আর্তি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : হোমে থাকার বয়স পেরিয়ে গিয়েছেন অনেক আগে। পরিবার বা বাড়ি কি তা জানেন না তাঁরা। আমরা বলছি জলপাইগুড়ি অনুভব চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনের তিন হোম-কন্যার কথা। বর্তমানে তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে সকলের কাছে বিনামূল্যে জমি বা জমি কেনার অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করার হচ্ছে হোম কর্তৃপক্ষের তরফে। জলপাইগুড়ি অনুভব চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন এবং জলপাইগুড়ি মহিলা কল্যাণ সংঘের তরফে এমন একটি বার্তা পাওয়া গেল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

হোম কর্তৃপক্ষের তরফে খবর, হোমের এই তিন কন্যার মধ্যে একজন বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় রয়েছেন। বাকি দুজন হোমের ওপরের একটি ঘর ভাড়া করে থাকছেন। ছুটি কাটাতে কলকাতা থেকে শহরে এলে ওই কন্যাও বাকি দুজনের সঙ্গে থাকবেন। এখন বাকি জীবন কীভাবে কাটাবেন এই তিন কন্যা সেই চিন্তায় হোম কর্তৃপক্ষ। সরকারি ঘর পেতে জমির প্রয়োজন। সেই জমি তাঁরা কোথায় পাবেন তা বুঝতে না পারায় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শুভাকাঙ্ক্ষীদের এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছে হোম কর্তৃপক্ষ।

অনুভব হোমের কোঅর্ডিনেটর দীপশ্রী রায় বলেন, 'আমরা কোনও চাঁদা তুলছি না। সাহায্য চাইছি। এই মেয়েরা ৩ থেকে ৪ বছর বয়সে হোমের চার দেওয়ালের জীবনে পা রেখেছিল। ধীরে ধীরে ১৮-র গণ্ডি পেরিয়ে তারা কেউ ২৩, আবার কেউ ২৪। তিন মেয়ের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই খুব প্রয়োজন।' হোম সূত্রে খবর, এই তিনজন হোম-কন্যার মধ্যে দুজন বোন। তাঁদের মা বর্তমানে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে। এই তিনজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হোম কর্তৃপক্ষ।

Sahitya Akademi
Ministry of Culture
Government of India

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ২০২৫

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ২০২৫-এর মনোনয়নের জন্য সাহিত্য অকাদেমি স্বীকৃত ২৪টি ভারতীয় ভাষার লেখক, প্রকাশক এবং তাঁদের শুভাকাঙ্খীদের বই জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যেসব বইয়ের প্রথম প্রকাশনার সাল ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ (১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি) শুধুমাত্র সেগুলিই বিবেচিত হবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১,০০,০০০ টাকা এবং এর সাথে থাকে একটি ফলক। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এর আগেই প্রতিটি বইয়ের ১টি করে কপির সঙ্গে আবেদনপত্র জমা পড়া আবশ্যক। পুরস্কার সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সাহিত্য অকাদেমির ওয়েবসাইট www.sahitya-akademi.gov.in-এ দেওয়া পুরস্কারের নিয়মাবলী।

স্বাক্ষর
(সচিব)
সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী

সিকিমে তুষারপাত, ঘনঘটা ডুয়ার্স-তরাইয়ে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : বদলে যাওয়া আবহাওয়ায় নতুন করে বরফ চাদরে মুড়েছে সিকিমের শেরাথাং। এতটাই ভারী তুষারপাত হয়েছে যে, মন খারাপ করে নাথু লা'র পরিবর্তে গ্যাংটকের ফিরতি পথ ধরতে হয়েছে পর্যটকদের। রাস্তা পরিষ্কার না হলে বৃহস্পতিবার নাথু লা'য় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না, স্পষ্ট করে দিয়েছে সিকিম প্রশাসন।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পড়েছে দার্জিলিংয়েও। বুধবার বিকেল হতেই পাহাড়ের আকাশে কালো ঘনঘটা। কিছুটা আঁচ পড়েছে ডুয়ার্সে। মালবাজার, ডামডিম সহ একাধিক জায়গার আকাশে মেঘের আস্তরণ। রোদ-মেঘের লুকোচুরি দেখা গিয়েছে তরাইয়েও।

এদিকে, সরস্বতীপুজোর আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। পলাশে লেগেছে আগুনে রং। কুয়াশায় মোড়া সকালে কনকনে ঠান্ডায় স্নান করে অঞ্জলি দেওয়ার স্মৃতি আজও টাটকা, বলছিলেন শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা শ্যামাপদ দাস। অন্যদিকে, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা দেখে কিছুটা উদ্বিগ্ন জেন জি'রা।

তাদের সঙ্গে কথা বলতেই প্রথম প্রশ্ন ধেয়ে এল, 'এবার সরস্বতীপুজোয় কি বৃষ্টি হবে?' সকলকে স্বস্তি দিয়ে পূর্বাভাস বলছে, এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং পুজোর দিন মনোরম আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে সকাল এবং রাতে ঠান্ডার প্রকোপ থাকবে যথারীতি।

হাওয়া অফিসের রিপোর্ট মোতাবেক, পুজোর দু'দিন- রবি এবং সোমবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার তেমন প্রভাব থাকবে না। বর্তমান ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে গেলেই আকাশ ঝলমলে হয়ে উঠবে। এছাড়া আবহবিদরা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে নতুন করে কুয়াশার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই দু'তিনদিন কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

বৃহস্পতিবার মেঘমুক্ত আকাশ থাকবে। উত্তুরে হাওয়া প্রবেশের পথে কোনও বাধা না থাকায়, সকাল ও রাতে শীত অনুভূত হবে ভালোই। যেমনটা টের পাওয়া যাচ্ছে বুধের রাত থেকেই। সরস্বতীপুজো পরবর্তী সময়ে নতুন করে কোনও ঝঞ্ঝার আগমন না ঘটলে শীতের ছুটির ঘণ্টা বাজারও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আবহবিদদের বক্তব্য, অন্তত হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ থেকে শীত বিদায় নিতে নিতে ফেব্রুয়ারির শেষ।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'ঝঞ্ঝার প্রভাবে সিকিমের বেশ কিছু এলাকায় তুষারপাত ও বৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবারও পার্বত্য কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সমতল এলাকাগুলিতে থাকবে কুয়াশার দাপট।'

সরস্বতীপুজোয় মনোরম আবহাওয়া

বুধবার সিকিমের শেরথাংয়ে তুষারপাত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা বসন্ত নারায়ণ পুজারি - কে 31.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72L 33759 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যেহেতু সবাই কোটিপতি হয় না, তাই এটা এমন কিছু যা আমি আমার জীবনে কখনও কল্পনাও করিনি। তবে, ডিয়ার লটারি আমাকে এবং অনেক সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করেছে এবং দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা কীভাবে আমাদের জীবনকে আরও উন্নত করবো। আমি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

টুকরো খবর

শিবির

দেওয়ানহাট, ২৯ জানুয়ারি : একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে বুধবার কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলগুড়িতে দুশোরও বেশি কৃষককে নিয়ে সচেতনতা শিবির হল। সেখানে কোচবিহার-১ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা জাহাঙ্গির আলম, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রশিক্ষক অশোককুমার বর্মন, কোচবিহার জেলা ফার্মার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সভাপতি অমল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তা সংস্থার তরফে প্রতিপদ দেব জানান, এদিনের শিবিরে চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি ও কৃষিক্ষেত্রের সরকারি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গ্রেপ্তার তিন

নিশিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার নিশিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায় জুয়ার আসর থেকে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৯২০ টাকা বোর্ডমানি। বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে জুয়ার আসর বসছিল বলে অভিযোগ। ভিড় জমাতেন বহু তরুণ। পুলিশ অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে এদিন ৩ জনকে ধরলেও বাকিরা পালিয়ে যায়।

চোখ পরীক্ষা

হলদিবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ারহাট বিদ্যাসাগর ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ও শিলিগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের পরিচালনায় চক্ষু পরীক্ষার শিবির আয়োজন করা হয়েছিল বুধবার। ক্লাবের সম্পাদক মলয় রায় জানিয়েছেন, এই শিবিরে ১০০ জনের চোখ পরীক্ষা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০ জনের বিনামূল্যে ছানি অপারেশন হবে। তাছাড়া যাঁদের চশমা প্রয়োজন ছিল, স্বল্প মূল্যে সেটা দেওয়া হয়েছে এদিন।

মদ উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার ঘোকসাডাঙ্গা থানার ভোগমারা মোড় সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০৬ বোতল দেশি-বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করল ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ। যদিও অভিযান চালানোর আগেই চম্পট দেয় বাড়ির মালিক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকা থেকে পুরোনো মামলায় অভিযুক্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পপিখেত নষ্ট

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় শিমুলগুড়ি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে পপিখেত নষ্ট করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। প্রায় ১৫ বিঘা জমির পপি গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আগামীদিনেও এধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।

অভিযান

পারডুবি, ২৯ জানুয়ারি : বালি, মাটি চুরি ঠেকাতে তৎপর পুলিশ-প্রশাসন। বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মানসাই নদীর চর সংলগ্ন সন্ন্যাসীরধামে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালাল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এখান থেকে বালি, মাটি চুরি যাচ্ছে বলে অভিযোগ গিয়েছিল প্রশাসনের কাছে। তবে এদিন খালি হাতে ফিরতে হয় আধিকারিকদের। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ।

তুফানগঞ্জে চালককে মারধর, টাকা ছিনতাই

চাঁদার নামে লুটপাট

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : ভলিবল খেলার চাঁদা আদায়ের নামে মঙ্গলবার গভীর রাতে পোলট্রির গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধাদিয়াল এলাকার ঘটনা। পিকআপ ভ্যানচালক ও তাঁর দুই সঙ্গীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের পর নগদ ৩০ হাজার টাকা, ১২৬টি পোলট্রি (মুরগি) ছিনতাই করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা গুরুতর জখম পিকআপ ভ্যানচালককে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। পিকআপ ভ্যানচালক রফিকুল হক বুধবার তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পিকআপ ভ্যানের মালিক মইফুল হক বলেন, 'পোলট্রির গাড়ি থেকে জোর করে চাঁদা আদায় চলছে। পুলিশের নজরদারি থাকলে এধরনের ঘটনা ঘটত না।'

চাঁদার জুলুমবাজি রুখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে পুলিশ-প্রশাসনকে কঠোর বার্তা দিচ্ছেন সেখানে তুফানগঞ্জের ঘটনায় পুলিশের নজরদারিতেই প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পিকআপ ভ্যানচালক।

পাশাপাশি, চাঁদার জুলুমবাজি রুখতে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ তুফানগঞ্জের বালাভূতের চালক ও তাঁর দুই সঙ্গী পিকআপ ভ্যানে করে নাটাবাড়ি থেকে পোলট্রি বোঝাই করে বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। ভলিবল খেলার জন্য চাঁদার দাবিতে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধাদিয়াল বাজার লাগোয়া রাস্তায় গাড়িটিকে দাঁড় করান কয়েকজন তরুণ। এরপর পোলট্রির গাড়িচালকের কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। চালক বেশি টাকা দিতে রাজি হননি। এনিয়ে তুমুল বচসা শুরু হয়। একসময় হামলা চালানো হয় পিকআপ ভ্যানে। প্রতিবাদ করায় চালকের কাছে থাকা নগদ ত্রিশ হাজার টাকা সহ গাড়ি থেকে ১২৬টি পোলট্রি (মুরগি) ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

চালক রফিকুল হক ও তাঁর দুই সঙ্গী আনোয়ার হোসেন ও নুরজামাল শেখকে এলোপাতাড়ি লাথি, কিল, ঘুসি মারা হয়। রফিকুল বাধা দিতে গেলে তাঁকে বাঁশ দিয়ে বেধড়কভাবে মারা হয় বলে অভিযোগ। এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও ততক্ষণে পালিয়ে যায় চাঁদা আদায়কারীরা। এরপর পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় চালককে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। গোটা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চলছে পুলিশি টহলদারি।

পিকআপ ভ্যানচালক রফিকুলের বক্তব্য, 'গভীর রাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। প্রতিবাদ করলে বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা ও ২৬ হাজার টাকার মুরগি। পরে পুলিশ আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে।'

জুলুমবাজি

- পোলট্রির গাড়িচালকের কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়
- পিকআপ ভ্যানচালক ও তাঁর দুই সঙ্গীকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ
- মারধরের পর চালকের থেকে নগদ ৩০ হাজার টাকা, ১২৬টি মুরগি ছিনতাই করা হয়
- তুফানগঞ্জের এই ঘটনায় পুলিশের নজরদারিতেই উঠছে প্রশ্ন

বাগদেবীর চক্ষুদান।। *কোচবিহার শহরের কুমোরটুলিতে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।*

দুই স্বাক্ষর মেলাতে চাইছেন তদন্তকারীরা

আদালতে আবেদনের ভাবনা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ জানুয়ারি : দিনহাটা পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে নয়া মোড়! এবার এই ঘটনায় নতুন করে দুজনের স্বাক্ষরের নমুনা নিতে আদালতে আবেদন করতে চলেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। এঁদের মধ্যে পুরসভার কর্মচারী উত্তম চক্রবর্তী সহ দুই ইঞ্জিনিয়ার অর্কপ্রভ দাশগুপ্ত ও হরি বর্মন রয়েছেন। ধৃতদের স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতা পাঠানো হয়েছে। যদিও তার রিপোর্ট এখনও তদন্তকারীদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

তদন্তকারীদের আতশকাচের নীচে আরও দুজন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। যাঁদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও আরেকজন কে রয়েছেন তা এখনই তদন্তের স্বার্থে স্পষ্ট করতে চাইছেন না তদন্তকারীরা।

গত ২৪ ডিসেম্বর প্রথমবার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডের একটি অভিযোগ দিনহাটা থানায় আসে। এরপরেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে তদন্ত নতুন মাত্রা লাভ করে। এই ঘটনায় প্রথম গ্রেপ্তার হন পুরসভার এক কর্মচারী সহ দুজন ইঞ্জিনিয়ার। এরপরে একাধিক পুর কর্মচারীর পাশাপাশি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীকেও পরপর দু'দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

সেসময় তদন্তকারীরা জানান, তাঁদের কাছে এই ঘটনায় যে সমস্ত তথ্য এসেছিল, তাতে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সহ বেশ কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষর মেলে। তা যাচাই করতেই এই জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানানো হয়, সেই স্বাক্ষরগুলো তাঁদের নয়, নকল করা হয়েছিল।

দুর্নীতিতে নয়া মোড়

- এতদিন ধরে পাওয়া নথিতে থাকা স্বাক্ষর ফের মিলিয়ে নিতে চাইছেন তদন্তকারীরা
- নতুন করে এক ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি আরেকজনের স্বাক্ষর মেলানোর খবর রয়েছে
- দ্বিতীয়জন কি দিনহাটা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাকি কোষাধ্যক্ষ, প্রশ্ন উঠছে

সেই অনুযায়ী এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনা নেন তদন্তকারীরা। এরপর নতুন করে তদন্তকারীরা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ না করলেও তদন্ত থমকে নেই।

ক্রমে এই জালিয়াতির সঙ্গে তুফানগঞ্জেরও নাম জড়ায়। তদন্তকারীদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ধৃত ইঞ্জিনিয়ার অর্কপ্রভ দাশগুপ্ত জেলাজুড়ে তাঁর নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রেখেছেন। তুফানগঞ্জের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারের নামও উঠে এসেছিল তদন্তে।

এবার তাই এই ঘটনায় পাওয়া নথিতে থাকা স্বাক্ষরগুলো ফের মিলিয়ে নিতে চাইছেন তদন্তকারীরা। সে কারণে নতুন করে আরেক ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি নতুন করে আরেকজনের স্বাক্ষরও মেলাতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তবে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কথা উঠে এলেও দ্বিতীয়জন কে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাহলে কি সেই তালিকায় প্রাক্তন চেয়ারম্যান রয়েছেন, নাকি কোষাধ্যক্ষ? যদিও এবিষয়ে এখনই খোলসা করে কিছু বলতে নারাজ তদন্তকারীরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি ঘটনার তদন্ত প্রায় এক মাস ধরে চলছে। এবার এই তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে চাইছি আমরা। সেক্ষেত্রে তদন্তের স্বার্থে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের পাশাপাশি নতুন করে দুজনের স্বাক্ষর সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে।' তবে তদন্তের স্বার্থে তাঁদের নাম এখনই বলতে চাইছেন না ওই আধিকারিক। বৃহস্পতিবার অবশ্য তাঁরা কোর্টে এ নিয়ে আবেদন করতে চলেছেন বলেই খবর।

উপরমহলে জানিয়ে দায় শেষ

অনেক আশা নিয়ে ভোটে জিতিয়ে জনপ্রতিনিধি করেছেন নাগরিকরা। এলাকার সমস্যা সমাধানে কতটা উদ্যোগী, উত্তর খুঁজতে প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা আখতার বানুর সঙ্গে কথা বলেছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি জাকির হোসেন।

জনতার চার্জশিট

প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত

সেরিনা আখতার বানু
প্রধান, প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : জমি থাকলেও প্রেমেরডাঙ্গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি অধরা। দূরে ছুটতে হয় নাগরিকদের। এদিকে, জবরদখল হচ্ছে হাসপাতালের মাঠ। কী বলবেন?

প্রধান : প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি প্রাসঙ্গিক। বর্তমান মাঠে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর দাবি স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। জমি নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। স্থানীয় স্তরে কথা বলে সমস্যা মেটানো হবে।

জনতা : প্রেমেরডাঙ্গার সর্বত্র এখনও পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছায়নি। কল থাকলেও জল মেলে না বলে অভিযোগ। কবে জল মিলবে?

প্রধান : কয়েকটি জায়গায় সমস্যা রয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আশা করছি, কয়েকদিনের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা মিটবে।

জনতা : এলাকার একাধিক পাকা এবং গ্রাভেল রাস্তার বেহাল দশা। দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। কবে সেগুলি সংস্কার হবে?

প্রধান : কয়েকটি পাকা রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে সংস্কারের জন্য আবদার করেছি। পথশ্রী প্রকল্পে কয়েকটি কাঁচা রাস্তা পাকা করার প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হয়েছে।

জনতা : প্রেমেরডাঙ্গার ওপর দিয়ে শালটিয়ার মতো ছোট নদী বয়ে গিয়েছে। ফেশ্যাবাড়িতে শালটিয়ার গ্রাসে পাকা রাস্তার অস্তিত্ব সংকটে। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নদীভাঙনের সমস্যা রয়েছে। ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণ জরুরি। কবে বাঁধ হবে?

প্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েতের সামান্য অর্থে বাঁধ নির্মাণ অসম্ভব। ফেশ্যাবাড়িতে বাঁধ নির্মাণে জেলা পরিষদ ও সেচ দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। আরও কিছু জায়গায় বাঁধের প্রস্তাব প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।

জনতা : গ্রামীণ কৃষি নির্ভরশীল এলাকায় ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প গড়ে ওঠেনি। প্রান্তিক চাষিরা কবে এই সুবিধা পাবেন?

প্রধান : চাষিদের জমিতে সৌর সেচপ্রকল্প গড়তে কিছু নাম আমরা সেচ দপ্তরের কাছে জমা দিয়েছি। সেগুলো হলে চাষিরা সেচের সুবিধা পাবেন।

জনতা : অনেক যোগ্যর নাম আবাসের তালিকায় নেই। সমীক্ষায় যোগ্যদের অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়েছে। আদৌ কি তাঁরা আবাসের সুবিধা পাবেন?

প্রধান : পুরোটাই প্রশাসনিক ব্যাপার। সমীক্ষায় বাদ পড়া উপভোক্তাদের তালিকা ব্লক প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেগুলো পুনরায় সমীক্ষা করার আবেদন জানানো হয়েছে।

জনতা : পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন থমকে রয়েছে। কবে শুরু হবে?

প্রধান : রাস্তার কাজ শুরু করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

জনতা : সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে থাকে। জনবহুল এলাকায় পথবাতি সমস্যা রয়েছে। কবে সমস্যা মেটানো হবে?

প্রধান : অধিকাংশ এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত বাতি বসানো হয়েছে। আরও কয়েকটি জায়গায় পথবাতি বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে চ্যাংরাবান্ধায় পদাতিক

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র চ্যাংরাবান্ধা। চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিদিন ভিসাধারীদের যাতায়াত লেগেই থাকে। কিন্তু এতদিন চ্যাংরাবান্ধায় দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ ছিল না। পদাতিক এক্সপ্রেস যদিও চ্যাংরাবান্ধার ওপর দিয়েই যেত। চ্যাংরাবান্ধায় স্টপের দাবিতে বহুবার আন্দোলন করেছেন এলাকাবাসী। আগামী ফেব্রুয়ারিতে পদাতিক এক্সপ্রেস থামবে নিউ চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশনে। এ নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কেকে শর্মা বলেন, 'ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই পদাতিক নিউ চ্যাংরাবান্ধায় থামছে।'

বুধবার বিকেলে এই নিয়ে চ্যাংরাবান্ধার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সম্পাদক দধিরাম রায়। তিনি বলেন, 'এলাকাবাসীর আন্দোলন এবং আমাদের সাংসদ জয়ন্ত রায়ের প্রচেষ্টায় ফেব্রুয়ারির দুই তারিখ থেকে পদাতিক এক্সপ্রেস থামবে নিউ চ্যাংরাবান্ধায়। এতদিন প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের জন্য স্টপ হয়নি। সেদিন সাংসদ সহ রেল আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নয়ারহাট, ২৯ জানুয়ারি : ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। বুধবার রাত পৌনে আটটা নাগাদ মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের অশোকবাড়িতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দীপু বর্মন (৩৫)। তাঁর বাড়ি মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

মেলা শেষ

হলদিবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : শেষ হল উত্তর বড় হলদিবাড়ি আম বাগানের ৪০তম জাতীয় সংহতিমেলা। ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল মেলাটি। সূচিতে ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিজের ভাইপোর সঙ্গে মণিবালা রায়।

বাড়ি ফিরলেন বৃদ্ধা

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ পুলিশ ও হাসপাতালের যৌথ প্রচেষ্টায় বাড়ি ফিরলেন ধূপগুড়ির এক মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা বুধবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এসে তাঁকে নিয়ে যান। বৃদ্ধার নাম মণিবালা রায় (৭১)। দিনদশেক আগে মেখলিগঞ্জের সিংহপাড়া মোড়ে পিকনিক খাচ্ছিলেন এলাকার কয়েকজন তরুণ। তখন তাঁদের নজর পড়ে ওই অসহায় বৃদ্ধার ওপর। তরুণদের মধ্যে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের বাগানকর্মী শুভঙ্কর মণ্ডল এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি মণিবালাকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। বৃদ্ধা নিজের নামও বলতে না পারলেও ধূপগুড়িতে বাড়ি বলে জানান। শুভঙ্কর বলেন, 'আমরা পিকনিক করছিলাম। হঠাৎ ওই বৃদ্ধাকে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ভোলাপ্রসাদ সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দেন।'

এরপর মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের তরফে মেখলিগঞ্জ থানায় যোগাযোগ করা হয়। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ মণিবালার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বুধবার তাঁর পরিবারের সদস্যরা মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আসেন। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার এদিন হাসপাতালে গিয়ে মণিবালার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেন।

বৃদ্ধার ভাইপো বাবুল রায় বলেন, 'পিসি তিন সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। সোমবার রাতে পুলিশ জানায়, পিসি মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে রয়েছে। বুধবার গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি।' মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস দাস জানান, ওই বৃদ্ধাকে যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল, তখন পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন, ডানহাতে ফ্র্যাকচার ছিল। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন।

> আমরা পিকনিক করছিলাম। হঠাৎ ওই বৃদ্ধাকে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ভোলাপ্রসাদ সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দেন।
>
> **- শুভঙ্কর মণ্ডল**
> *স্থানীয় তরুণ*

ছোট্ট তারা

জয়দেব বর্মন
ধলডাবরি-২ নম্বর চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোতেও খুব ভালো এই খুদে।

গোরু উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

বক্সিরহাট, ২৯ জানুয়ারি : পাচারের পথে তল্লাশি চালিয়ে বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ দুটি ট্রাক থেকে ৩২টি গোরু উদ্ধার করল। অবৈধভাবে গোরু পাচারের অভিযোগে দুজন চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া ভাঙ্গাপাকরি নাকা চেকিং পয়েন্টের ঘটনা।

ধৃতদের মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, রুটিন তল্লাশির সময় অসমে প্রবেশের পথে পুলিশকর্মীরা একটি ট্রাককে দাঁড় করান। প্রথম ট্রাক থেকে ১১টি গোরু ও পাঁচটি বাছুর উদ্ধার হয়। আরেকটি ট্রাক থেকে ১০টি গোরু ও ছয়টি বাছুর উদ্ধার হয়। গোরু পরিবহণের বৈধ নথি দেখাতে না পারায় চেতন রাম ও রাম ফল নামে হরিয়ানার দুই চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গোরুগুলিকে স্থানীয় একটি খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে।

জল শুষে পুষ্ট রহস্যময়ী শালটিয়া

আমাদের ছোট নদী

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : নামে কিছুটা মিল রয়েছে হিমাচলপ্রদেশের শালভি নদীর সঙ্গে কোচবিহারের শালটিয়া নদীর। শালভি সবুজ উপত্যকায় আশীর্বাদ প্রদান করে কিন্তু শালটিয়ার তীরে কৃষিকর্ম যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড়ভাঙ্গা থেকে দিনহাটার মাতালহাট পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিমি বিস্তৃত এই শালটিয়া নদী। পাহাড় থেকে সৃষ্টি না হয়েও জমির জল শুষেই এই নদী সারা বছর জলপূর্ণ থাকে। ফলে চিলকিরহাট, বালাগ্রাম, ঝাউগুড়ি, ছেরামারি, ফেশ্যাবাড়ি, বামনমারা, কাটামারি, কোদালখেতি, পাটছড়া, মধ্য নাচিনা ইত্যাদি গ্রামের কাছে শালটিয়া রহস্যময়ী ছোট নদী।

স্থানীয় গ্রামবাসী ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে উঠে আসে, রহস্যময়ী শালটিয়া নদীর একমাত্র সমস্যা এই নদীর পাশের কৃষকরা কৃষিকাজ করতে পারছেন না। ওই নদী সংলগ্ন জমি জল ধরে রাখতে পারছে না। বৃষ্টিতে বা অন্য কারণে নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষিজমিতে জল জমলেই তৎক্ষণাৎ চুইয়ে বা গড়িয়ে নদীর জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ফসল ফলাবার মতো জমির অবস্থা থাকছে না। জলসেচ করলেও তিনদিনের মধ্যেই জমি শুকনো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নদীতে ঠিকই জল থাকছে। পাহাড় থেকে নয়, সমতলে হঠাৎ সৃষ্টি হওয়া শালটিয়া তাই জমির জল শুষেই পুষ্ট।

কৃষকদের কথা অনুযায়ী, এই সমস্যা নদীর উভয় পাশে দেড় কিলোমিটার বরাবর হবে। আগে বৃষ্টির সময় অনেকটা অঞ্চল ধরে বৃষ্টির জল স্বাভাবিকভাবেই জমি ধরে রাখতে পারত। ফসল ফলত স্বাভাবিক। তারপর একটি গভীর নালা প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হল যা উভয় পাশের জমিতে বালি স্তরে ঢেকে দেয়। স্থানীয়রা জানান, যখন বিভিন্ন নদী রুগ্ন হচ্ছে, তখন শালটিয়া নদী ক্রমশ তেজি হচ্ছে। ফলে নদীর পার্শ্ববর্তী জমিতে ফলন কমছে। কোনও কোনও জায়গায় দেখা যায়, জমি থেকে জল চুইয়ে বের হচ্ছে এবং তা নদীতে গিয়ে মিশে যাচ্ছে।

শালটিয়া নদীতে জল থাকে সারা বছরই।

কেন্দ্রীয় নদী বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রকৃতিকে আপন খেয়ালে চলতে দিতে হবে। তাই শালটিয়ার চরিত্র বদলানো সম্ভব নয়। কৃষকদের ফসল ফলানোর ধরন পালটাতে হবে। পালটাতে হবে প্রথাগত চাষ। বিকল্প চাষে জোর দিতে হবে। এই অঞ্চলে কৃষিকাজে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে।

২০০৬ সালে নদী বিশেষজ্ঞরা যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন সরকারের কাছে তা এখনও ঠান্ডা ঘরে বন্দি। শালটিয়া সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক নৃপেন কার্যীর আক্ষেপ, 'কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি যে রিপোর্ট তৈরি করেছিল তা আজও কার্যকর হল না।'

নদী কাহিনী

- মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড়ভাঙ্গা থেকে দিনহাটার মাতালহাট পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিমি বিস্তৃত এই শালটিয়া নদী
- পাহাড় থেকে সৃষ্টি না হয়েও জমির জল শুষেই এই নদী সারা বছর জলপূর্ণ থাকে
- যখন বিভিন্ন নদী রুগ্ন হচ্ছে, তখন শালটিয়া নদী ক্রমশ তেজি হচ্ছে

আগ্নেয়াস্ত্র-বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার চার

নিউজ ব্যুরো

২৯ জানুয়ারি : কোচবিহারের নানা প্রান্ত থেকে উদ্ধার হল বেশ কিছু বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। মঙ্গলবার রাতে কোচবিহার পুলিশ জেলাজুড়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালায়। তাতেই মাথাভাঙ্গা থানা এলাকায় দুটি করে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই রাতেই পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশও দক্ষিণ কালারায়েরকুঠিতে এক ধাবার সামনে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ নিউ কোচবিহারের বাইশগুড়ির বাসিন্দা লিপু দাস নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। দিনহাটা কৃষিমেলা এলাকায়ও অভিযান চালিয়ে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি ৩০৩ কার্তুজ সহ মজনু হক নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা পুলিশ।

বুধবার মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই মাথাভাঙ্গার দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, মঙ্গলবার রাতে মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেনাকাটা ইটভাটা লাগোয়া এলাকা ও পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করে তল্লাশি চালাতে দুটি দেশি পিস্তল ও দুটি কার্তুজ মেলে। ধৃতদের নাম দীপক বিশ্বাস ও ইন্দ্রজিৎ দাস। দীপকের বাড়ি পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এলংমারিতে। আর ইন্দ্রজিৎ শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটা গ্রামের বাসিন্দা। মাথাভাঙ্গা থানার নেন্দারপাড় থেকেও দুটি সুতলি বোমা এবং শীতলকুচি থানার লালবাজার থেকে চারটি সুতলি বোমা উদ্ধার হয়। ধৃতদের এদিন মাথাভাঙ্গার এসিজেএম রিঞ্জি ডোমা ভুটিয়ার এজলাসে তোলা হয়েছিল। বিচারক এই দুই ধৃতকে দু'দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

দিনহাটায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তরুণ।

সতর্কতার জের

- রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় একাধিক ঘটনায় আক্রান্ত হয় পুলিশ
- এ সময় অবাধে ব্যবহার করা হয়েছে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা
- এরপরই আগাম সতর্কতা হিসাবে জেলাজুড়ে অভিযান শুরু
- মঙ্গলবার রাতের আচমকা অভিযান সেই পরিকল্পনারই ফসল

প্রসঙ্গত, দিনহাটা থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত এক বছরে দিনহাটা থানা প্রায় ৩৫টি এমন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। সম্প্রতি রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় একাধিক ঘটনায় পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। কিছু ক্ষেত্রে অবাধে ব্যবহার করা হয়েছে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র। বহু জায়গায় পুলিশকর্মীরা আক্রান্ত হয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আগাম সতর্কতা হিসাবে জেলাজুড়ে অভিযানে নামার পরিকল্পনা করে কোচবিহার জেলা পুলিশ। সেইমতো মঙ্গলবার রাতে আচমকা একযোগে বিভিন্ন থানা ছোট ছোট টিমে ভাগ হয়ে অভিযান চালিয়েছিল বলে জেলা পুলিশ সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, মাথাভাঙ্গা মহকুমায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নতুন নয়। সীমান্তবর্তী এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির দুষ্কৃতী বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কারবারে যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানায়, দীপক ও ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রগুলি বিক্রির জন্য চেনাকাটা ইটভাটা ও পচাগড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এসব আগ্নেয়াস্ত্রের হদিস জানার চেষ্টা করা হবে।

তথ্য আপলোড বাধ্যতামূলক, নির্দেশ কোচবিহার পুলিশের

ভাড়াটিয়াদের জন্য চালু পোর্টাল

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : নিরাপত্তা সুনিশ্চিতে মরিয়া পুলিশ। হালে বেশকিছু ঘটনার তদন্তে নেমে হোটেল বা ভাড়াবাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা দুষ্কৃতীদের হদিস মিলেছিল। এরপরই হোটেলের বোর্ডার ও নানা বাড়ির ভাড়াটিয়াদের তথ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে আপলোড বাধ্যতামূলক করল কোচবিহার পুলিশ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই তথ্য আপলোড না করা হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে জেলা পুলিশ হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এতদিন নিয়মিত হোটেল ও ভাড়াবাড়িগুলিতে কারা থাকছেন সেই তথ্য নিয়মিত পুলিশের কাছে জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে সেভাবে কেউই এসব করত না। পুলিশও নিয়মিত নজরদারি চালাত না বলে অভিযোগ। বেশকিছু ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ পরিচয় গোপন করে হোটেল বা ভাড়াবাড়িতে থেকে অসামাজিক কাজ চালানোর প্রমাণ পায়। সেজন্যই এবার কঠোর পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা বলেন, 'বাইরে থেকে এসে ভাড়াবাড়ি বা হোটেলে থেকে দুষ্কর্ম করে পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। সরকারি নিয়মে, ভাড়াবাড়ি বা হোটেল কর্তৃপক্ষ যাঁরা থাকছেন তাঁদের সম্পর্কে পুলিশকে তথ্য দেবে। কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেসব তথ্য দেন না। সেজন্য একটি পোর্টাল চালু করা হল। এরফলে জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ আঁটোসাঁটো হবে।' জানা গিয়েছে, জেলা পুলিশের ওয়েবসাইট coochbeharpolice.wb.gov.in –র 'ইউসফুল লিংক' অপশনে গিয়ে মিলবে 'হোটেল ম্যানেজমেন্ট' ও 'টেনেন্ট ম্যানেজমেন্ট' অপশন। সেখানে গিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ ও ভাড়াবাড়ির মালিকরা নির্দিষ্ট অপশানে ক্লিক করে তথ্য আপলোড করবেন। হোটেলগুলিকে দৈনিক তথ্য দিতে হবে। যাঁরা হোটেলে আসছেন তাঁদের ছবি সহ তথ্য দিতে হবে। ইতিমধ্যে জেলা পুলিশ থেকে হোটেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, বহু এলাকায় প্রবীণরা বাড়িভাড়া দেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তথ্য আপলোড করা কতটা সহজ হবে? যদিও এ প্রসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন থানার কর্মী ও ভিলেজ পুলিশরা এলাকায় গিয়ে শিবির করে ভাড়াবাড়ির মালিকদের হাতেকলমে কীভাবে মোবাইলে ভাড়াটিয়ার তথ্য আপলোড করতে হবে তা শেখাবেন।

পোর্টাল চালুর পর পুলিশের বৈঠক। বুধবার। ছবি : জয়দেব দাস

এ প্রসঙ্গে কোচবিহার হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভূষণ সিং বলেন, 'যে উদ্দেশ্যে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে সেটি অবশ্যই ভালো। নিরাপত্তার স্বার্থে এমন নিয়ম চালু করা উচিত। তবে এটাও দেখা উচিত, দৈনিক সব হোটেলের পক্ষে বোর্ডারদের ছবি তুলে তথ্য আপলোড করা সম্ভব নাও হতে পারে। এনিয়ে শীঘ্রই বৈঠকে বসব।' এ ব্যাপারে পুলিশের সুবিধা সম্পর্কে এক আধিকারিক জানান, এর মাধ্যমে বাইরে থেকে কারা এসে কোন এলাকায় থাকছেন তা সহজেই জানা যাবে। কেউ যদি অসামাজিক কাজ করে এখানে আত্মগোপন করে থাকে তাহলে এমন তথ্য পেলে সহজেই সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাকে খুঁজে বের করা যাবে। এমনকি, কোথায় রয়েছে তাও জানা যাবে। নিয়মিত তথ্য আপলোড হলে হোটেল বা ভাড়াবাড়িতে দুষ্কৃতীদের থাকার প্রবণতাও কমবে বলে পুলিশের দাবি।

বজ্র আঁটুনি

- বাইরে থেকে এসে ভাড়াবাড়ি বা হোটেলে থেকে দুষ্কর্ম অহরহ ঘটছে
- সরকারি নিয়মে, ভাড়াবাড়ি বা হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে তথ্য দেবে
- নিয়মিত এমন তথ্য পেতে অবশেষে কোচবিহার পুলিশের পোর্টাল চালু
- এর ফলে জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো হবে বলে পুলিশের দাবি

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ডাকছে আকাশ।। বীরপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন গয়েরকাটার শুভজিৎ দাম।

কৈফিয়ত চান হিপ্পির অনুগামীরা

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)-কে কেন তোলাবাজ বলেছেন তা নিয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমলের কাছে কৈফিয়ত চাইতে এলেন হিপ্পির অনুগামী তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা। বুধবার কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন দেশবন্ধু মার্কেট লাগোয়া শ্রমিক ভবনে তাঁরা ওই জমায়েত করেন। যদিও শ্রমিক ভবনে পরিমল ছিলেন না। হিপ্পির অনুগামীরা দীর্ঘক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে পরে চলে যান। এই পরিস্থিতিতে জেলায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল যে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে তা পরিষ্কার।

শ্রমিক ভবনে আসা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা রাজেশ চৌধুরী বলেন, 'এদিন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতারা মিলে সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মনের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে জানতে চাইছি, ২৬ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ডিপোতে ভাষণে তিনি যেসব বাজে কথা বলেছেন, সেগুলি কীসের ভিত্তিতে বলেছেন? সেগুলির কী প্রমাণ রয়েছে তাঁর কাছে?' রাজেশ আরও বলেন, 'আগের দিন তিনি মিটিংয়ে বলেছিলেন শ্রমিকদের থেকে কোনও চাঁদা তোলা যাবে না। অথচ তিনি নিজেই এনবিএসটিসি'র যে নেতাদের নিয়ে রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা এনবিএসটিসিতে রাতদিন তোলাবাজি করছেন।'

তবে অভিযোগ মানতে চাননি পরিমল বর্মন। তিনি বলেন, 'জেলা সম্মেলন যেখানে হচ্ছে সেখানে চাঁদা তোলার কোনও ব্যাপারই নেই। জেলা সম্মেলনের জন্য কেউ চাঁদা তুলছে এমন কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে কেউ করেনি। এটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন অভিযোগ।' তাঁর সংযোজন, 'কেউ যদি গায়ে পড়ে ঝগড়া করার জন্য আসে তাহলে আমি আর কী করতে পারি।'

দইভাঙ্গি বনাঞ্চলে পিকনিকের মেজাজে স্থানীয়রা। - ফাইলচিত্র

দইভাঙ্গি বনাঞ্চলে পিকনিক স্পট তৈরির দাবি

রাজেশ দাস

গোপালপুর, ২৯ জানুয়ারি : পুরোনো বছরের শেষদিন থেকে নতুন বছরের প্রথম মাসজুড়ে বাংলায় চলে বনভোজন। ছুটির দিনগুলিতে মানুষ দলে দলে পিকনিক করতে ছোটেন। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দইভাঙ্গি বনাঞ্চল তেমনই এক পিকনিক স্পট হিসাবে হালে পরিচিতি পেয়েছে। এই বনের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে মানসাই নদী। বছরের নানা সময় মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। তবে শীত পড়তেই পিকনিক পার্টির আনাগোনা বেড়ে যায়। তাই, স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে এই বনাঞ্চলের সৌন্দর্যায়ন ও পিকনিক স্পট হিসাবে গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছেন। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। ইতিমধ্যে তারা এখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হচ্ছে।

দইভাঙ্গি বনাঞ্চলে মাথাভাঙ্গা সহ লাগোয়া এলাকার বহু মানুষ শনি, রবিবার সহ ছুটির দিনগুলিতে পিকনিক করতে ভিড় জমান। পিকনিকের ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। মেলে না পানীয় জল। তবুও এলাকার টানে মানুষ সেখানে হাজির হন। এজন্য পিকনিক স্পট হিসাবে তৈরি ও সৌন্দর্যায়নের দাবি তুলেছেন মানুষজন।

গ্রামবাসীরা জানান, এই বনের পাশেই মানসাই নদী। বনকে সাজিয়ে তুলে সুন্দর পর্যটনকেন্দ্র তৈরি করা যায়। ফলে, দূরদূরান্ত থেকে সাধারণ মানুষ এখানে এসে আনন্দ পাবেন।

গত রবিবার এখানে পিকনিক করতে আসা হাজরাহাটের মনোরঞ্জন বর্মনের কথায়, 'বেশি দূরে পিকনিক করতে গেলে টাকা ও সময় দুই-ই বেশি লাগে। এই বনাঞ্চলে অবশ্য পিকনিক করতে এলে জল কিনতে হয়। প্রশাসন যদি এখানে পিকনিক স্পট তৈরির উদ্যোগ নেয় তাহলে সবারই উপকার হবে। পাশাপাশি লাগোয়া এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানও হবে।'

এ প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রূপন শীলশর্মা বলেন, 'বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানানো হবে। তাঁদের কথা ভেবে পানীয় জলের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হবে।' ওই পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ঝন্টু বর্মনের কথায়, বিষয়টি নজরে রয়েছে। মানুষের দাবি মেনে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।

পাঁচটি খড়ের গাদায় আগুন, নেভাল দমকল

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মারুগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অয়রানি চিতলিয়া আমলাগুড়ি এলাকায় একসঙ্গে পাঁচটি খড়ের গাদায় আগুন লাগে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ গাদায় আগুন দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। তাঁর চিৎকারে এলাকাবাসীরা জেগে ওঠেন। তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। দুটো ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়েও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। তারপর আরও দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। চারটি দমকল ইঞ্জিন প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনয় সরকারের বক্তব্য, 'মোট চারটি ইঞ্জিন ছাড়া একসঙ্গে পাঁচটি গাদায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল বসাকের অভিযোগ, 'গত ১২ জানুয়ারি আমার একটি খড়ের গাদায় কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবার রাতেও আরেকটি গাদায় আগুন লাগানো হয়। তা থেকেই বাকি খড়ের গাদায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে।' সুনীল তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মঞ্চের ক্ষতি

দিনহাটা, ২৯ জানুয়ারি : দিনহাটা-২ ব্লকের মহাকালহাট উচ্চবিদ্যালয়ে চলছে বার্ষিক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এজন্য মাঠে তৈরি হয়েছে মঞ্চ সহ মণ্ডপ। অভিযোগ, প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষে মঙ্গলবার গভীর রাতে ফ্লেক্স ও প্যান্ডেল কেটে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বুধবার সকালে সেটা নজরে আসে। প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব সরকারের কথায়, 'এধরনের ঘটনা দুঃখজনক। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।'

দিল্লিতে আটক সাবেক ছিটমহলের ৪ শ্রমিক

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৯ জানুয়ারি : সাবেক ছিটমহলের চার শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে আটকে রাখার ঘটনা সামনে এল। ওই শ্রমিকরা ভারতীয় পরিচয়পত্র ও ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখালেও সন্তুষ্ট হয়নি দিল্লির পুলিশ। ওই রাতেই খবর পৌঁছায় শ্রমিকদের বাড়িতে। ওই শ্রমিকদের পরিজনরা মঙ্গলবার রাতেই সাহেবগঞ্জ থানায় বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ করেন।

মঙ্গলবার সকালে দিল্লির তৈমুরনগর এলাকা থেকে বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠি এলাকার জাইদুল শেখ, সহিদুল আলি, সামাদ শেখ, হবিবর আলিকে আটক করা হয়। তাঁরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে যখন কাজের জন্য যাচ্ছিলেন সেসময় স্থানীয় পাহাড়গঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদের আটক করে।

ওই শ্রমিকদের মধ্যে একজনের আত্মীয় জহুরুল শেখ বললেন, '৭ বছর ধরে ঘর ভাড়া নিয়ে দিল্লিতে কাজ করছে ওরা। বাংলাদেশি সন্দেহে আটক হয়েছে শুনেই কাগজপত্র নিয়ে থানায় এসে ওদের মুক্তির দাবি জানিয়েছি।'

দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র জানান, বিষয়টি নজরে আসতেই পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। দ্রুত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই আটক হওয়া শ্রমিকদের ছেড়ে দিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

বাংলাদেশি সন্দেহে

- মঙ্গলবার সকালে দিল্লির তৈমুরনগর এলাকায় আটক করা হয়
- ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখেও পুলিশ তাঁদের ছাড়েনি
- ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত কাগজ দেখিয়েও কাজ হয়নি
- আটক শ্রমিকদের পরিজনরা সাহেবগঞ্জ থানায় বিষয়টি জানান
- নিজের দেশে সমস্যায় রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা

দিল্লিতে কর্মরত দিনহাটা মহকুমার একাধিক পরিযায়ী শ্রমিক ভারতীয় নাগরিক কি না তা যাচাইয়ে দিল্লি পুলিশ আগেই পদক্ষেপ করেছিল। দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল দিনহাটা-২ ব্লকের ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে এসে তথ্য সংগ্রহ করায় উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশাসনিক স্তরের এক বৈঠকে এবিষয়ে সরাসরি কোচবিহারের জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁদের কার্যত ধমক দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর উষ্মা প্রকাশের পর পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ করতে দিল্লি পুলিশের সক্রিয়তা নজরে না পড়লেও দিল্লিতে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোগান্তি কমেনি।

কৃষিকাজ ছাড়া বিকল্প আয়ের পথ না থাকায়, দিনহাটা-২ ব্লকের প্রচুর মানুষ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বহু মানুষ কাজের খোঁজে দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময় চুক্তির পর ভারতে যুক্ত হওয়া নব্য নাগরিকদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদেরও একটা বড় অংশ পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার পর নিজের দেশে সমস্যায় পড়ছেন এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা।

বেহাল এই সাতমুখা জয়েস্ট সেতুর সংস্কারের দাবি উঠেছে।

ভারী যান চলাচলে কাঁপে সেতু

বেহাল সাতমুখা জয়েস্ট

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি : লোহার খুঁটিতে মরচে ধরেছে। বিভিন্ন অংশে রয়েছে গর্ত। ভেঙে পড়েছে রেলিং। গত কয়েক বছর ধরে হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ বাজার লাগোয়া মধ্য হুদুমডাঙ্গা এলাকার সাতমুখা জয়েস্ট সেতুর ছবিটা এমনই। ভারী যান উঠলেই কাঁপতে থাকে গোটা সেতু। এখনই তা সংস্কার করা না হলে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। একবার ভাঙলে এই সেতুর অভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেতুটি সংস্কারের জন্য অনেকবার জানানো হলেও প্রশাসন গুরুত্ব দেয়নি।

বাম আমলে ১৯৯৬ সালে গিরিয়া নদীর ওপর ওই সেতুটি বানানো হয়। এরপর আর তার কোনও সংস্কার করা হয়নি। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতুটির অবস্থা শোচনীয়। রোজ সেতু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করেন দেওয়ানগঞ্জ ও হেমকুমারী পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার গ্রামবাসী। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় হুদুমডাঙ্গা, লীলাহাটি সহ আশপাশের গ্রামের মানুষেরও ভরসা এই সেতুই। এক বাসিন্দা মহাদেব কর্মকার বলেন, 'লীলাহাটি ও দেওয়ানগঞ্জ বাজারের সংযোগকারী গিরিয়া নদীর ওপরে এই সেতুটি রীতিমতো বিপজ্জনক।'

পঞ্চানন রায় নামে আর এক বাসিন্দা বলেন, 'সংস্কারের অভাবে সেতুর অধিকাংশ লোহার খুঁটিতে মরচে ধরেছে। খুঁটিগুলির জলের নীচে থাকা অংশে ফুটোও হয়ে গিয়েছে। রেলিংগুলি ভেঙে গিয়েছে। সেতুটি দ্রুত সংস্কার করা উচিত।'

সংস্কারে অনীহা

- ১৯৯৬ সালে তৈরি সেতুটি
- নির্মাণের পর থেকে আর কোনও সংস্কার হয়নি
- সেতুর লোহার খুঁটিগুলিতে মরচে ধরেছে
- সেতুটি ভাঙলে বিচ্ছিন্ন হবে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা
- সেতু সংস্কারে স্থানীয় প্রশাসনের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ

৬ মাস অন্ধকারে কাঁটাতারের ওপারের বাসিন্দারা

সঞ্জয় সরকার ও নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ২৯ জানুয়ারি : হঠাৎ করেই কেটে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুতের সংযোগ। গত ছয় মাস ধরে আলো নেই। মঙ্গলবার দুপুরে দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ বিডিও দপ্তর চত্বরে দাঁড়িয়ে আক্ষেপের সুরে এমনই অভিযোগ করলেন করলা এলাকার বাসিন্দা আমিনুর খন্দকার। তাঁর দাবি, 'আমাদের কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়েছে বিএসএফ ও বিদ্যুৎ দপ্তর।' তাই অবিলম্বে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করুক প্রশাসন, চাইছেন দিনহাটা-২ ব্লকের কাঁটাতারের ওই পারে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারী এদেশের বাসিন্দারা। আরেক বাসিন্দা রফিক ইসলাম বলেন, 'বাড়ির দৈনন্দিন কাজ, ছোটদের পড়াশোনা ও চাষবাসেও বিদ্যুতের সংকট প্রকট। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। আমরা এবিষয়ে দিশাহীন।'

অভিযোগ, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত-সুরক্ষার স্বার্থে করলা, করলা-২ ও কিশামত করলা এলাকার মোট ৩২টি পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় ২০২৪ সালের ৩ অগাস্ট। এরপর প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার কড়া নেড়েছেন এলাকাবাসী। তবে কোনও সমাধান মেলেনি। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ ফের দিনহাটা-২'এর বিডিওর শরণাপন্ন হন তাঁরা। স্থানীয় গোবরাছড়া নয়ারহাট ও শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়েছে। যদিও কোনও মীমাংসা হয়নি। এবিষয়ে বিডিও নীতিশ তামাং বলেন, 'মঙ্গলবার বৈঠক হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ওই এলাকায় বিদ্যুতের কাজ হবে।'

কাঁটাতারের ওপারে বিদ্যুতের অপেক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দারা।

> বাড়ির দৈনন্দিন কাজ, ছোটদের পড়াশোনা ও চাষবাসেও বিদ্যুতের সংকট প্রকট। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। আমরা এবিষয়ে দিশাহীন।
>
> **রফিক ইসলাম**
> *বাসিন্দা*

বিএসএফ সমস্যা সমাধানে পাঁচদিন সময় চেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মমতাজ বেগম। তিনি বলেন, 'কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকলেই আমাদের অস্থির লাগে। সেখানে প্রায় ছয় মাস সেখানে বিদ্যুৎ নেই। বাসিন্দাদের সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলোই এদিনের বৈঠকে আমি তুলে ধরেছি।'

ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের ওই পাড়েও ভারতীয়দের কৃষিজমি রয়েছে। এমনকি বহু পরিবার ওই এলাকায় বাস করে। এমনই অনেক পরিবার রয়েছে করলা, করলা-২ ও কিশামত করলা এলাকায়। কয়েক বছর আগে এই বাড়িগুলিতেও বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এতে তাঁদের জীবনযাত্রার মানেও বেশ পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাস ছয়েক আগে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর আক্ষরিক অর্থেই যাঁদের জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ মাঘ ১৪৩১

মর্মান্তিক মহাকুম্ভ

কলঙ্ক এড়াতে পারল না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলা। মৌনী অমাবস্যায় অমৃতস্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জন পুণ্যার্থীর। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। যেমন ভিড় সেখানে ছিল, তাতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ত্রিবেণি সংগমে মৌনী অমাবস্যায় শাহি স্নানে বিপুল সংখ্যায় তীর্থযাত্রী আসা স্বাভাবিক। যা মেলার আয়োজক এবং প্রশাসনের অজানা ছিল না। তারপরও ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার দায় যোগী সরকার এড়াতে পারে না।

দুর্ঘটনার নেপথ্যে প্রশাসন ও মেলার আয়োজকদের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং কর্তব্যে অবহেলা স্পষ্ট। কিছুদিন আগে মেলা প্রাঙ্গণে আগুন লেগে গিয়েছিল। সে যাত্রায় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল। তারপরও যে সেই ভুল থেকে প্রশাসন এবং মেলার আয়োজকরা শিক্ষা নেয়নি, সেটা এতগুলি মানুষের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর দায় তাঁর প্রশাসনেরই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন। যোগী দাবি করেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু যাঁরা এই দুর্ঘটনার বলি হলেন, তাঁদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে এই দাবি নিতান্তই ঠুনকো।

যোগী জানিয়েছেন, মহাকুম্ভে বর্তমানে ৮ থেকে ৯ কোটি পুণ্যার্থী রয়েছেন। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে প্রায় ৬ কোটি তীর্থযাত্রী এসেছেন। এমন বিপুল জনসমাগমে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় মহাকুম্ভের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় দাবি বেআব্রু হয়ে গেল। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, মহাকুম্ভে ভিভিআইপিদের অতিরিক্ত খাতিরযত্ন করতে গিয়ে সাধারণ পুণ্যার্থীদের সুরক্ষাকে শিকেয় তুলে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি মহাকুম্ভে স্নান করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। যোগী ও তাঁর রাজ্যের অন্য মন্ত্রীদের মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু প্রচার যত, তত সুরক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না বলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের দিকে ব্যর্থতার আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। রাহুল গান্ধি বলেছেন, ভিআইপি সংস্কৃতিতে লাগাম টেনে সরকারের উচিত, সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য আরও উন্নত বন্দোবস্ত করা।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ধরনের বিপুল জনসমাগমে যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়, সেটা রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগরমেলায় দেখিয়েছে বলে দাবি করেন। যোগী সরকার যে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়নি, সেই কথাটি তিনি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব আরও চাঁছাছোলা ভাষায় বলেছেন, যাঁরা মহাকুম্ভে বিশ্বমানের আয়োজন করেছেন বলে প্রচার করছিলেন, তাঁদের উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যোগী আদিত্যনাথ, সকলেই ইতিহাসে নিজেদের নাম খোদাই করে মরিয়া বলে প্রচারের অলিখিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। কখনও করোনা টিকাকরণের সার্টিফিকেটে প্রধানমন্ত্রীর ছবি বসানো হয়, কখনও মহাকুম্ভমেলার আয়োজন ঘিরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ঢাক পেটানো হয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রচারের গুঁতোয় সাধারণ মানুষের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত, সেটা আবার প্রমাণ হল।

এখন আবার মহাকুম্ভের দুর্ঘটনা নিতান্ত মামুলি ব্যাপার বলে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। মৃত্যুর সংখ্যা ও ভয়াবহতা নিয়ে অদ্ভুতরকম ধোঁয়াশা রাখা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, বিরোধী শাসিত কোনও রাজ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটত, তাহলে কি নীরবতা একইরকম থাকত? না পদ্ম ব্রিগেডের আইটি সেল গল্পের গোরু গাছে তুলত?

মহাকুম্ভের মতো পবিত্র স্থানে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় সামলানোর মতো পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে যোগী সরকারের নেই, সেটা কিছু প্রাণের বিনিময়ে মানুষ টের পেল। এরপরও যোগী সরকার শিক্ষা না নিলে ধরে নিতে হবে মানুষের জীবনের দাম তাদের কাছে নেই।

অমৃতধারা

তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না। সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না।

–শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

'মহান আমেরিকা'ই সমস্যা ট্রাম্পের

ডোনাল্ড ট্রাম্প 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি নিয়ে চললে কি দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব? তা কতটা মানবে বাকি বিশ্ব?

অতনু বিশ্বাস

এই অক্টোবরে আমেরিকার প্রধানতম ডিকশনারি মেরিয়ম-ওয়েবস্টার একটি নতুন শব্দ ঢুকিয়েছে তাদের অভিধানে। MAGA, 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর শব্দগুলির আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষেপিত রূপ। আমেরিকাকে পুনরায় মহান করবার এই ঘোষিত নীতি নিয়ে নির্বাচনে প্রচার করেছেন ট্রাম্প, আপাতদৃষ্টিতে প্রেসিডেন্ট হয়েও এই লক্ষ্যেই ছুটছেন তিনি। এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পই আমেরিকার মাগা-স্টার, এবং মেগাস্টার। অবশ্যই তাঁর নিজস্ব স্টাইলে। তাই ট্রাম্পের অভিধানে 'গ্রেটনেস' বা 'মহত্ব' বস্তুটা ঠিক কীরকম সেটা একটা আকর্ষণীয় চর্চার বিষয় নিশ্চয়ই।

বাস্তবে কোনও দেশ দুনিয়ার নেতৃত্ব অর্জন করতে পারে যদি তার অর্থনীতি হয় দুনিয়ার মধ্যে বৃহত্তম বা তার কাছাকাছি, মিলিটারি হয় সবচাইতে শক্তিশালী বা যথেষ্ট শক্তিশালী, আর আধুনিকতম প্রযুক্তিতে সে দেশ অনেকখানি এগিয়ে থাকে অন্যদের পিছনে ফেলে। কিন্তু তাতে শ্রেষ্ঠ হওয়া গেলেও সেটাই সবটুকু নয়। নেতা হতে সঙ্গে অন্য কিছু লাগে। এসবের বাইরে বিশ্বনেতাকে নিজেদের তাৎক্ষণিক স্বার্থ পাশে সরিয়ে রেখে দুনিয়ার দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের কথাও ভাবতে হয় বৈকি। ১৯৪৫-এর পর থেকে আমেরিকার কাজকর্ম কিন্তু অনেকটাই এই নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী ছাঁচে পড়েছে। ন্যাটো-কে সমর্থন জোগানো, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্থাপনা, অন্যদের অর্থসাহায্য ইত্যাদি। উদাহরণ অনেক। এসবই কিন্তু একটু একটু করে আমেরিকাকে করে তুলেছে দুনিয়ার এক অপরিহার্য দেশ।

ঐতিহাসিকভাবেই আমেরিকার বিভিন্ন রিপাবলিকান প্রশাসন কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার জন্য বরাদ্দ টাকা ছাঁটার চেষ্টা করেছে। যেমন, শান্তি-রক্ষক বাহিনী, মানবাধিকার বা উদ্বাস্তু-সংক্রান্ত সংস্থার অনুদান। এসবের ওপরে ট্রাম্প তো আবার দুঁদে ব্যবসায়ী। এবং বোধকরি তাঁর প্রথম ও প্রধানতম পরিচয় তিনি ব্যবসায়ী। তাই অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি তিনি কিঞ্চিৎ ভালোই বোঝেন। এই যে 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি, সেনিয়ে তাঁর প্রথম দফার শাসনকালেও বিস্তর তোড়জোড় দেখিয়েছেন ট্রাম্প। আর সে পথেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সহযোগিতার স্পিরিট ধাক্কা খেয়েছে বারবার। ওভাল অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাম্পের পূর্বসূরিরা দীর্ঘদিন ধরে যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি আর প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেছেন, প্রথম দফার শাসনকালে তার অনেক কিছুতে হয় টাকার জোগান বন্ধ করেছেন বা সরে গিয়েছেন ট্রাম্প। দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্সিতে সেই তোড়জোড়টা যেন আরও বেশি। তাঁর কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, আত্মবিশ্বাস যেন অনেক বেশি। তাঁর পদক্ষেপগুলি যেন দ্রুত, স্পষ্ট, চাঁচাছোলা। এতটাই যে, আমেরিকার সহযোগী দেশগুলিও বোধকরি ভরসা করতে পারছে না ট্রাম্পকে। তারা বোধহয় নতুন সহযোগী খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

যেমন, কানাডাকে আমেরিকার অংশ করতে চাইছেন ট্রাম্প। ডেনমার্কের মতো সহযোগী দেশ যারা ন্যাটো-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তাদেরও হুমকি দিচ্ছেন গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য। এমনিতে ন্যাটোর বিস্তর ক্ষতি করছেন ট্রাম্প, বারবার প্রশ্ন তুলছেন সদস্য দেশরা যদি তাদের টাকাপয়সা না মেটায় তাহলে আমেরিকার পক্ষে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কি না সে নিয়ে।

বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপাচ্ছেন ট্রাম্প। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুল্ক-সংক্রান্ত চুক্তিটুক্তির বড় একটা ধার ধারছেন না তিনি। অবশ্য এইসব চুক্তিকে কবেই বা দাম দিয়েছেন তিনি! এসবের ফলে অবশ্য আমেরিকার সরকারি কোষাগারে আয়ের পরিমাণ বাড়বে, সঙ্গে বিস্তৃত হবে 'মেক ইন আমেরিকা' গোছের একটা বিষয়। কিন্তু সেইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের রপ্তানিতে টান পড়বে, তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রবলভাবে। আসলে অর্থনীতিই ট্রাম্পের মূল চালিকাশক্তি, নিঃসন্দেহে। সেটাই তাঁর অস্ত্র। আত্মরক্ষার অস্ত্র, আক্রমণের অস্ত্র। তিনি স্লোগান তুলেছেন, 'ড্রিল, বেবি, ড্রিল'। আমেরিকার মাটির নীচে সঞ্চিত প্রচুর পরিমাণে তেল তুলে এনে নিজেদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে মরিয়া তিনি। তাতে পরিবেশের কী হবে সে চিন্তা তাঁর নেই। পরিবেশ রক্ষার জন্য জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহারে লাগাম পরানোর যে প্রচেষ্টা চলেছে দুনিয়াজুড়ে এ একেবারে তার বিপরীত পথ, যা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী দেশের পক্ষে বোধকরি ঠিক মানানসই নয়।

এবারে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে প্রথম দিনই একগুচ্ছ সাংঘাতিক সাংঘাতিক 'এগজিকিউটিভ অর্ডার'-এ সই করেছেন ট্রাম্প। তার মধ্যে একটায় আমেরিকার বিদেশি সাহায্য সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখা হয়েছে ৯০ দিনের জন্য। এই সময়কালে ট্রাম্প প্রশাসন পর্যালোচনা করে দেখবে যে, এগুলো ট্রাম্পের নীতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই কি না। এই সহায়তার টাকা খরচ করা হয় পৃথিবীর ২০৪টি দেশ এবং অঞ্চলে গণতন্ত্র রক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় এবং দুর্যোগ প্রতিরোধে। আসলে ট্রাম্প ক্যাবিনেটের সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও যেমন বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন যেসব নীতি নেবে, যে সমস্ত প্রোগ্রামে টাকা খরচ করবে, দেখা হবে তার প্রতিটা ডলার আমেরিকাকে আরও নিরাপদ, আরও শক্তিশালী, আরও সম্পদশালী করে তুলছে কি না।

কিন্তু 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি নিয়ে চললে কি দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব? সেই নেতৃত্ব কতটা মানবে বাকি দুনিয়া। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন' স্লোগানের মধ্যে স্পষ্টতই সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার সুর নেই। রয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম হয়ে ওঠার অভীপ্সা। বাণিজ্যিক অভিব্যক্তিতে ভরা। এর জাতীয়তাবাদী সুর ধরে ফেলে বাকি দুনিয়া।

ট্রাম্পের শাসনের প্রথম দফায় প্যারিস পরিবেশ চুক্তি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আমেরিকা। জো বাইডেন আমেরিকাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বৈশ্বিক এই পরিবেশ রক্ষা-সংক্রান্ত চুক্তিতে। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথম দিনই ট্রাম্প আবার বেরিয়ে গেলেন প্যারিস চুক্তি থেকে। দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার পক্ষে আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হতে পারে বৈকি, কিন্তু দুনিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী কাজ নয়। এবং শূন্যস্থান তো শূন্য থাকে না, তা ভরাট হয়ে যায় কোনও না কোনওভাবে। চিন যেমন এগিয়ে এসেছে পরিবেশ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা 'হু' থেকেও নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে আমেরিকা। এক অতিমারির পরে, এবং বিভিন্ন ধরনের মহামারির হাতছানির মধ্যেও। ট্রাম্পের অভিষেকের দিনকয়েক আগে 'সায়েন্স' ম্যাগাজিনের এক আর্টিকলে পর্যালোচনা করা হয়েছে, ট্রাম্প আমেরিকাকে 'হু' থেকে সরিয়ে নিলে দুনিয়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমেরিকার স্থান ঠিক কোথায় দাঁড়াবে। আর্টিকলটি লিখছে যে, পৃথিবীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়, ভ্যাকসিন নিয়ন্ত্রণে, তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে আমেরিকার প্রভাব কমবে। 'হু'-র ক্ষেত্রে ট্রাম্পের অভিযোগ, চিন তার দখল নিচ্ছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন, সেক্ষেত্রে আমেরিকার এই সরে যাওয়াটা 'হু'-তে চিনের দখলদারিকে সিলমোহর দেবে মাত্র।

আসলে নেতৃত্ব অর্জন করাটা সহজ নয় একেবারেই। আমেরিকার ক্ষেত্রে দুনিয়ার নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে ওঠার বিষয়টা এসেছিল বহুদিন ধরে তাদের নেতাদের কঠিন প্রচেষ্টার ফলে। নেতৃত্ব হারানোটা কিন্তু অতটা কঠিন বিষয় নয়। সেটা হতে পারে দ্রুত। সহযোগিতার পরিবর্তে অন্যান্য দেশকে খাটো করার মানসিকতা, তাদের সমস্যায় ফেলার কার্যকলাপ, এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের দিকে- বিশেষ করে অর্থনৈতিক বিষয়ে নজর দেওয়ার ফলশ্রুতিতে অতি দ্রুত হতে পারে বৈশ্বিক নেতৃত্ব থেকে পতন। সাত দশকেরও বেশি ধরে আমেরিকা নিঃসন্দেহে সমর্থন করেছে নিয়মভিত্তিক অনুশাসনকে, কিছুটা হলেও তারা কাজ করেছে দুনিয়ার পুলিশবাহিনী এবং নৈতিক সুরক্ষাবাহিনী হিসাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরিস্থিতি পালটাচ্ছে মাগা-স্টার ট্রাম্পের আমলে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'প্রথমে আমেরিকা' নীতি এবং তাঁর বেনিয়া প্রকাশভঙ্গির ফলে, আমেরিকা হারাবে নেতা হিসেবে অন্য দেশগুলির কাছ থেকে পাওনা শ্রদ্ধাটুকুও। ট্রাম্পের আমেরিকা যে মহত্বর দিকে ছুটে চলেছে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল একটাই। আমেরিকার কাছে ট্রাম্পের এটাই অন্যতম লেগ্যাসি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে।

(লেখক কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯৪৮

মহাত্মা গান্ধির জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৩০

ফুটবলার বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

সৌন্দর্যের জন্য নেটপাড়ার আকর্ষণ কুম্ভমেলার শ্যামলা মোনালিসা। একসময়ে অনু আগরওয়াল, কাজল, বিপাশা বসু, রানি মুখোপাধ্যায় এমনকি দীপিকা পাড়ুকোনকে মানুষ যেমন ভালোবেসেছে, তেমন কি এই প্রজন্ম হচ্ছে? মোনালিসাকে বড্ড হেনস্তা করা হচ্ছে।

- কঙ্গনা রানাউত

ভাইরাল/১

এক চিনা সংস্থা কর্মীদের বোনাস বাবদ ৭০ কোটি টাকা টেবিলে ছড়িয়ে রাখে। প্রস্তাব দেয় ১৫ মিনিটের মধ্যে যে যত টাকা গুনতে পারবেন সেটা তাঁর। তড়িঘড়ি টাকা গোনার ভিডিও ভাইরাল। একজন ১২ লক্ষ টাকা গুনতে পেরেছেন।

ভাইরাল/২

মহাকুম্ভে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ৯২ বছরের মায়ের। সেই ইচ্ছে পূরণ করতে মাকে হাতে টানা গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছেলে। উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের ভিডিওটি দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

চালকদের হেনস্তা করার সুযোগ ছাড়ে না পুলিশ

২২ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'পুলিশ তোমার নথি কই' শীর্ষক খবর পড়ে অবাক হলাম। যদিও এই ধরনের খবর আগেও দেখেছি। বারবার এমনটা কেন হবে এবং ভুলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা কেন নেওয়া হবে না?

এমনিতে আজকাল এক নতুন কায়দা হয়েছে। তথাকথিত দোষী চালককে কিছু না বলে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত ফাইনের নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে পনেরো দিনের মধ্যে অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মোবাইলে তেমন সড়োগড়ো নয়, তাদের পক্ষে অনলাইনে টাকা জমা দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে যায়। আবার এমনও হয়েছে, নো পার্কিং বোর্ড না লাগানো সত্ত্বেও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে ফাইনের নোটিশ পাঠিয়ে দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে গাড়িচালকের হয়তো ভুল থাকে এবং সেক্ষেত্রে ফাইন অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তাই বলে সামান্য ভুলে কোনও বোধ বিবেচনা থাকবে না? পার্কিং জোন না লেখা থাকলে ফাইন কেন হবে?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, দয়া করে একটু নজরদারি বাড়ান যাতে পুলিশের হাতে গাড়িচালকদের অযথা হয়রান হতে না হয়। সেইসঙ্গে পুলিশের কোনও গাড়ির কাগজপত্র না থাকলে সেই বিষয়টিও যেন দেখা হয় এবং যে দায়ী তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

ফালাকাটার বিপদ

ফালাকাটা আজ ডুয়ার্সের অন্যতম একটি ব্যস্ত জনপদ। শহরের বুক চিরে তৈরি হওয়া পিচের রাস্তাটি দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও নিত্যযাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। এহেন রাস্তাটি পাশের শহর ধূপগুড়ির মতো চওড়া হলেও, ওয়ানওয়ে করে তৈরি না হওয়াতে যানবাহনের তীব্র গতিবেগের দরুণ রাস্তা পার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় রাস্তার দু'পাশের সার্ভিস রোডে টোটোর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা না থাকায় পথচারীদের নিরাপদে হাঁটার সুযোগ নেই। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস এবং এলআইসি অফিসের সামনের রাস্তায় পারাপার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি শহরের একটি নামী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রাস্তা পার হতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হন। এছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে। অবিলম্বে উপযুক্ত সংখ্যক ট্রাফিক লাইট, ট্রাফিক গার্ড, ট্রাফিক মোড়ে জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবস্থা করে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সুখের সন্ধানে হারিয়ে যাওয়ার অসুখ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক। ইদানীং অনেকে অচেনা কারও সঙ্গে পালিয়ে যায় পরিবার ছেড়ে।

প্রাণগোপাল সাহা

প্রতিটি শহরে দু'চারজন ভবঘুরে দেখা যায়। এঁরা কোথা থেকে আসেন? কোথায় থাকেন? আবার কিছুদিন পর কোথায় চলে যান, এই নিয়ে ভাবার অবকাশ ব্যস্ততার শহরবাসীর থাকে না। অধিকাংশ ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আপন মনে ঘুরে বেড়ান। মাঝেমধ্যে কিছু সহৃদয় ব্যক্তির উদ্যোগে কেউ কেউ আপন ঘর ফিরে পেলেও অধিকাংশ ভবঘুরে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ান দিনের পর দিন।

না, এঁরা কোনও সুখের সন্ধানে ঘর ছাড়েননি। দু'একজনের ভিন্ন কারণ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা সুখের আশায় কিংবা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ঘর ছাড়েন বা পরিবারের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ঘর ছাড়েন, আদৌ কি তাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনায় সফল হন, কিংবা দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে সুখের সন্ধান পান? মাঝেমধ্যেই দেখা যায়, কম বয়সি ছেলেমেয়ে কোনও অলীক কল্পনায় ঘর ছেড়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে শেষে নিজের ঘরেই ফিরতে বাধ্য হয়। আবার পরকীয়ায় জড়িয়ে নিজের ছেলেমেয়ে ফেলে রেখে মা বা বাবা সদ্য চেনা লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক। কয়েক বছরের মধ্যে আমার দেখা এমন বেশ কয়েকজন অন্য সুখের সন্ধানে ঘর ছেড়েছেন। এঁদের অধিকাংশই সামাজিকভাবে বিবাহ করেননি। অনেকের সন্তান রয়েছে। তাদের ফেলেই চলে যান বাবা-মা।

উইলিয়াম হেডস বলেছিলেন, 'পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে কুঁড়ে ঘরে থাকাও ভালো, অতৃপ্তি নিয়ে অট্টালিকায় থাকায় কোনও সার্থকতা নেই।' সমরেশ বসু বলেছেন, 'মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু সংশয়, অবিশ্বাস, আর সন্দেহ।'

দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস যদি একবার ভেঙে যায়, সন্দেহ নামক রোগ একবার মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, চাওয়া-পাওয়া যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, সুখের সংসার নিমেষে ধ্বংস হয়ে যায়।

ক'দিন আগে এক সাহিত্য আসরে প্রেমের ভিন্ন রূপের বর্ণনা করছিলেন একজন সাহিত্যিক। এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় চেলা কাঠ দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে মারছিলেন। পরক্ষণেই তিনি দেখেন, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে হাসিমুখে বাজারে যাচ্ছেন। সাহিত্যিক পরে একদিন মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার স্বামী অমন করে মারার পরেও দেখলাম, দুজনে হাসিমুখে বাজারে গেলেন। আপনার অভিমান হয় না? উত্তর এসেছিল, 'হয় বাবু, রাগ হয়, অভিমান হয়। কিন্তু কী করব বলেন? কোথায় যাব? নেশা করলে একটু-আধটু মারধর করে, নেশা কেটে গেলে ওর মতো ভালোমানুষ আর হয় না। গরিবের সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে, এভাবেই আমরা বেঁচে আছি।'

আমরা তো দেখি, গ্রামবাংলার মানুষ কতটা অভাব অনটনের মধ্যেও সংসারকে ভালোবেসে, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে হাজার কষ্টের মধ্যেও ঘর ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন না। পরকীয়া কী, তাঁরা হয়তো সেটা জানেনেই না।

তার মধ্যেও কিছু মানুষ ঘর ছাড়েন। কেউ আধ্যাত্মিক সাধনা করতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কেউ উচ্চ লালসায় মত্ত হয়ে, কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ঘর ছাড়েন। শেষ পরিণতি কখনও সুখের হয়, কখনও হয় না, তা ঘর ছাড়া কিছু মানুষকে দেখে বোঝা যায়।

(লেখক সাহিত্যিক। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫২

পাশাপাশি : ১। লজ্জা, ব্রীড়া ৩। জন্মগত, স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত, পরিবর্তন অথবা সংশোধন ৪। ঘণ্টার ভেতরের ঝোলা অংশ, ঘুণ্টি, আলজিভ ৫। মেঘে আচ্ছন্ন ও সেই কারণে অন্ধকার ৭। তাঁতবোনার যন্ত্র, মাকু ১০। কখনও, কোনও সময়ে, কদাপি ১২। বেশি পরিমাণে ক্ষরিত হওয়ার ভাবসূচক ১৪। বলিহার, শাবাশ, চমৎকার ১৫। বিষ্ণু ও শিব, একই মূর্তির একদিকে হরি অন্যদিকে হর ১৬। কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ।

উপর-নীচ : ১। শত যজ্ঞ করেছেন যিনি, ইন্দ্র ২। মনুর সন্তান-সন্ততি ৩। লাশ রাখার ঘর ৬। ঘোড়া ৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পদ ৯। রাজসভা,বিচারসভা ১১। বাজে বা অসার জিনিস ১৩। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

সমাধান ■ ৪০৫১

পাশাপাশি : ২। বাড়াবাড়ি ৫। জিরাত ৬। বালগোপাল ৮। গদা ৯। দম ১১। মানিকজোড় ১৩। সড়ক ১৪। সড়গড়।

উপর-নীচ : ১। বাজিকর ২। বাত ৩। বাতুল ৪। সজল ৬। বাদা ৭। গোলাম ৮। গমক ৯। দড় ১০। শশিকর ১১। মাধব ১২। জোগাড় ১৩। সড়। ১৪। সড়গড়।

বিন্দুবিসর্গ

অধিগ্রহণ নয়

মুড়িগঙ্গায় প্রস্তাবিত গঙ্গাসাগর সেতুর জন্য কোনও জমি অধিগ্রহণ করবে না রাজ্য সরকার। সেতুর জন্য প্রয়োজনীয় ১৩ একর জমি কিনে নেওয়া হবে।

গাড়িতে পিষ্ট

তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে গিয়ে হুগলির চন্দননগরে গাড়িতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ।

হুমকি

বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ব্যারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম এলাকার প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি দোকানের মালিক অনির্বাণ দাসকে গ্রেপ্তার করল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

ধৃত ৭

অ্যান্টিক জিনিসপত্র কেনাকাটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা চলছিল বাঁকুড়ায়। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। কলকাতা থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বাজেটে ডিএ বৃদ্ধির জল্পনা

জনহিতকর প্রকল্পে বেশি নজর মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : আসন্ন রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা হচ্ছেই। এই নিয়ে নবান্নে অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা অঙ্ক কষাও শুরু করে দিয়েছেন। কত শতাংশ ভাতা বৃদ্ধি করা হবে, তা অবশ্য চূড়ান্ত করবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, ডিএ বাড়ানোর কথা অনেকদিন ধরেই ভাবছেন মুখ্যমন্ত্রী। কর্মচারীদের দিক থেকে ক্রমাগত চাপ বাড়ছে, সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টেও এই ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে একটা মামলা চলছে। সুতরাং এবার আর ডিএ কমপক্ষে কয়েক শতাংশ না বাড়িয়ে উপায় নেই রাজ্য সরকারের। তাছাড়া সামনেই ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। রাজ্যের ওই ভোটে সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় ভূমিকা থাকেই। এসব বিবেচনা করেই সরকারি কর্মচারীদের মন পেতে মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে তাঁদের ডিএ বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে বুধবার নিশ্চিত খবর নবান্ন প্রশাসনের শীর্ষ মহলের। জানা গিয়েছে, দুই থেকে চার শতাংশ বা পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি হতে পারে ভেবেই নানা অঙ্কের ছক কষা শুরু হয়েছে নবান্নের অর্থ দপ্তরে।

এমনিতেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ফারাক উল্লেখজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। সেটাকে হাতিয়ার করেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলি লাগাতারভাবে ডিএ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছে। আন্দোলনও চলছে বহুদিন যাবৎ। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫৩ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। সেই জায়গায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা হাতে

পাচ্ছেন মাত্র ১৪ শতাংশ। এনিয়ে প্রবল ক্ষোভও রয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের। উদ্ভূত এই পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিতেও ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পদক্ষেপ করতেই হবে এবারের বাজেটে। নবান্নে অর্থ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের অধিকাংশেরই এই ধারণা বলে জানা গিয়েছে।

২০২৬-এ বিধানসভা ভোট। সেটা মাথায় রেখেই ২০২৫ অর্থাৎ চলতি বছরকে ভোট প্রস্তুতির বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দল তৃণমূল ও প্রশাসনকে সেভাবেই ঢেলে সাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিক কারণেই ভোটের আগে সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী কল্পতরু হবেনই, এটা নিশ্চিত। জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি ও টাকার পরিমাণও বাড়াবেন তিনি। একইভাবে বাজেটে 'কন্যাশ্রী', 'স্বাস্থ্যশ্রী', 'কৃষকভাতা' সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির কথাও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো বাড়বে। ১০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ করবেন। বাজেটে জনপ্রিয় পদক্ষেপ ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্য কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির বিষয়টিও বিশেষভাবে ভেবে রেখেছেন তিনি।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সূত্রের খবর, কেন্দ্রের বাজেট দেখে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে রাজ্য বাজেটে সামান্য কিছু হলেও পরিবর্তন করবেন। ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট সংসদে পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। কেন্দ্রের বাজেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে খতিয়ে দেখে রাজ্য বাজেটে হঠাৎ কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগ্রহীদের একাধিক ছাড়ের সুযোগ

পরিবেশবান্ধব শিল্পে জোর দিতে দুই নীতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : পরিবেশবান্ধব শিল্প গঠনে এবার বিশেষ নজর দিচ্ছে নবান্ন। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিজিবিএস বসবে। সেখানেই পরিবেশবান্ধব শিল্প গঠনে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে সরকার দুটি নীতি ঘোষণা করতে চলেছে। এই নীতি গ্রহণ করলে বিনিয়োগকারীদের জন্য একাধিক ছাড়ের ঘোষণাও করা হতে পারে। মূলত অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন এবং কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যেই এই নীতি দুটি নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েক প্রস্থ আলোচনা করেছেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সরকার এই নতুন দুটি নীতির ঘোষণা বাণিজ্য সম্মেলন থেকে করবে।

সরকার যে দুটি নীতি নিতে চলেছে, তা হল, 'গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসি'। এই নীতি অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহায়তা করবে। দ্বিতীয় নীতিটি হল, 'নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোমোশন পলিসি।' এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। এই দুটি নীতিতে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হলে তাঁদের একগুচ্ছ ছাড় দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে রাজ্য সরকারের। নবান্ন সূত্রে খবর, এই দুটি নীতিতে আগ্রহীদের পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমির চরিত্র বদলের ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি ও বিদ্যুৎ খরচের ওপর ছাড় দেবে রাজ্য সরকার। কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করবে এমন শিল্পকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে রাজ্য সরকার।

পরিকল্পনা

- একটি নীতি গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসি
- এই নীতি অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে
- আরেকটি নীতি, নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোমোশন পলিসি
- এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে

ইতিমধ্যেই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকেও এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের যাতে কোনও অভাব না হয়, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। একইসঙ্গে এবারের সম্মেলনে ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক। গত বছর ডিসেম্বরেই নিউটাউনে ইনফোসিসের প্রথম ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন হয়েছে। এবারের সম্মেলনে ইনফোসিস তাদের দ্বিতীয় ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ঘোষণা করতে পারে। এছাড়াও আইটিসি দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সহ রাজ্যের ৬ জায়গায় তাদের হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারে। আইটিসি ইনফোটেক এই রাজ্যে প্রথম আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই হাব তৈরির কথা ঘোষণা করতে পারে। তাজপুর সমুদ্রবন্দর নিয়ে গত বছর সম্মেলনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আদানি গোষ্ঠী। কিন্তু এখনও সেই প্রকল্প এগোয়নি। নতুন করে তাজপুর সমুদ্রবন্দর তৈরির জন্য গ্লোবাল টেন্ডার করার কথাও ঘোষণা হতে পারে। এবারের সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে আম্বানি গোষ্ঠীর প্রধান মুকেশ আম্বানির। ফলে রিলায়েন্স যে এরাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগের ঘোষণা করতে পারে, তা আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

গিল্ডকে সমর্থন তসলিমার

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : দূর থেকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন। কাকে দেখছি? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াচ্ছেন বইমেলা চত্বরে!

৪৮তম কলকাতা বইমেলা উদ্বোধনের পর থেকেই ঢল নেমেছে বইপ্রেমীদের। বড় থেকে ছোট বিভিন্ন প্রকাশনী বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির প্রতিবারের মতো। সেইসব স্টল ঘুরে বেড়ানোর সময়ই দেখা মিলল তাঁর।

সেই কালো রঙের জেব্বা। একমুখ দাড়ি। শান্ত, উদাসী চোখে মেলায় ধীরে পদচারণা করছেন। তাঁকে দেখে আমার মতো অবাক অন্য বইপ্রেমীরাও। বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর কাছে এসে অনেককেই দেখা গেল করমর্দন করতে, সেলফি তুলতে। হুবহু কবিঠাকুরের মতো দেখতে এই ভদ্রলোকের আসল নাম সোমনাথ ভদ্র।

কলকাতার হেদুয়ায় থাকেন প্রাক্তন এই বিএসএনএল কর্মী। মৃদুভাষী সোমনাথবাবু ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন। সময় পেলেই ছবি আঁকেন। আর শখের অভিনয় করেন। সেই সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চেহারায় সাযুজ্য থাকায় বহু ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাঁকে। এক্ষেত্রে তাঁর স্পষ্ট কথা, গুরুদেবের মতো খানিকটা দেখতে হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনও হাত নেই। তবে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজ তাঁকে দাড়ি কাটতে বারণ করায় তিনি দাড়ি কাটেন না। তাঁকে দেখতে ক্রমেই ভিড় বাড়তে থাকে বইমেলা চত্বরে।

এই বিস্ময় কাটতে না কাটতে ফের চোখ কচলাতে হল। সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভাই। একজন অপরজনের যেন কার্বন কপি। এ যেন উত্তমকুমারের 'ভ্রান্তিবিলাস' ছায়াছবির দৃশ্য। একজনের নাম ভিকি কৌর, অপরজনের নাম রিক কৌর। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র দু'জনেই। তবে তাঁদের বড় পরিচয়, দু'জনেই জাতীয়স্তরের শুটার। একমুখ হাসি নিয়ে ভিকি বলেন, রিকের থেকে তিনি ২ মিনিটের বড়। তাঁদের

৪৮তম কলকাতা বইমেলার দুই মুহূর্ত। বুধবার পিটিআই ও আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

দেখেও ভিড় জমান উৎসাহীরা। অনেকেই সেলফি তোলেন তাঁদের সঙ্গে। বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী। বইমেলার পরিকাঠামো নির্মাণের দায়িত্বে আছেন তাঁরা। তবে তাঁদের আক্ষেপ, বইমেলায় শুটিংয়ের ওপর ভালো কোনও বই পাওয়া যায় না। বইমেলায় রোজই আসবেন তাঁরা।

এদিকে, এবারে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন না থাকা প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন বললেন, 'আমি উদারতায় বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ তার মেলায় এতকাল ঢুকতে না দিলেও পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশকে ঢুকতে তো দিয়েছেই, রীতিমতো জামাই আদরে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের নিঃস্বার্থ ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু এত উদারতা দেখেও উদারতা শেখেনি বাংলাদেশ। কিছু লোক আছে, অন্যের বাড়িতে বছরের পর বছর নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ায়, কিন্তু অন্যকে কখনও নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে না। এমন বন্ধু কিন্তু থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। আগে উদারতা শিখুক, সমতা শিখুক, তারপর না হয় হাতে হাত রাখা যাবে।'

ওএমআর শিট সংরক্ষণের ভাবনা

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় চরম বিপাকে রয়েছে রাজ্য সরকার। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় প্রায় তিন বছর জেলবন্দি। এই পরিস্থিতিতে দুর্নীতি এড়াতে নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট অন্তত ১০ বছর সংরক্ষণ করার বিধি প্রস্তুত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। নিয়োগ দুর্নীতির নয়া বিধিতে ওএমআর শিট সংরক্ষণের নিয়ম হিসেবে দু-বছর করার প্রস্তাব দেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে মানতে চায়নি রাজ্য সরকার। দুই বছরের বদলে ১০ বছর সংরক্ষিত রাখার পক্ষপাতী রাজ্য সরকার। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিধি নিয়েও একই মত রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের। একইসঙ্গে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চাইছে রাজ্য সরকার। নিয়োগ বিতর্কে ওএমআর শিট সংরক্ষণের সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর এই নিয়ম করতে চায়। স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া গেলেই তা ঘোষণা করবে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এর আগে শিক্ষক নিয়োগ মামলায় ওএমআর শিটে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তার জন্য রাজ্য সরকারকে আদালতে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে। আগামীদিনে নিয়োগ দুর্নীতিতে যাতে কোনও অভিযোগ না ওঠে, সেদিকে সতর্ক রাজ্য।

জামিন

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত বলাইচরণ মাইতি ও মানবকুমার পড়ুয়ার শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ের ৫০ হাজার টাকা করে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে বেশ কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, রাজারহাট-নিউটাউন থানা এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না তাঁরা। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। সপ্তাহে দু'দিন নিম্ন আদালতের বেঞ্চ ক্লার্কের কাছে হাজিরা দিতে হবে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

জ্যোতিপ্রিয়র জামিনের খবরে ভেঙে পড়েন পার্থ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : জেল হেপাজতে থাকাকালীন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের বিষয়টি শুনেছিলেন তিনি। তারপরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেই থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর অসুস্থতা বাড়তে থাকে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও সংকটমুক্ত নয়। মঙ্গলবার রাতেই তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বাইপাস সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এদিকে বুধবারও অসুস্থতার কারণে ব্যাংকশাল আদালতে হাজিরা দেননি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাই এদিনও সিবিআই তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারেনি।

একসময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তৃণমূলের প্রথম সারির নেতার তালিকায় ছিলেন। জানা গিয়েছে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের কথা শুনেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে যান পার্থ। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। পার্থকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন জ্যোতিপ্রিয়। কিন্তু তবুও থামানো যায়নি পার্থকে। শেষে জেল আধিকারিকরা এগিয়ে এসে পার্থর কান্না থামান। তারপর থেকেই খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শারীরিক পরিস্থিতি জটিল হতে দেখেই তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বুধবার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আদালতে হাজিরা দেননি সুজয়কৃষ্ণ। এদিন তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের কথা ছিল সিবিআইয়ের। কিন্তু তিনি সশরীরে হাজিরা না দেওয়ায় সেই প্রক্রিয়া পিছিয়ে যায়। ভার্চুয়ালি হাজিরা দিলেও তাতে লাভ হত না। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের তরফে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে আদালতে। রিপোর্টে জানানো হয়, সুজয়কৃষ্ণ জেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হাজিরা দিতে পারবেন না। ফলে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া পিছিয়ে গেল।

কুম্ভে যাচ্ছেন সুকান্ত

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : প্রয়াগরাজের কুম্ভমেলায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে মোদি, যোগীকে দায়ী করেছে তৃণমূল। শাসকদলের সমালোচনার জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কোথায় রবীন্দ্রনাথ আর কোথায় রামছাগল! কুম্ভে প্রতিদিন এক কোটি মানুষ স্নান করেছেন। আর গোটা সাগরমেলায় সাকুল্যে এক কোটি মানুষও আসেননি। এবার সাগরমেলা তো পুলিশের মেলা হয়েছে।' বুধবার বইমেলায় দলের পাক্ষিক মুখপত্র ভারতীয় জনবার্তার উদ্বোধনে গিয়ে একথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'সব ব্যবস্থা যথোপযুক্তই ছিল। কিন্তু সব ব্যবস্থার তো একটা সীমা থাকে। এবার সেটাও অতিক্রম করে গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর যোগী নিজে ঘটনার তদারকি করছেন। দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে।' তবে ৮ ফেব্রুয়ারি সুকান্ত কুম্ভে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বিশেষ বিশেষ যোগের দিনে ভিভিআইপিদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমি ওই বিশেষ দিন এড়িয়ে ৮ তারিখে কুম্ভে যাব।' অন্যদিকে, দিল্লি গিয়ে অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে শা'র সঙ্গে বৈঠকের ছবি পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শা'কে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি।

পদক্ষেপ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার ভোরে মহাকুম্ভে ত্রিবেণি সংগমে শাহি স্নানের সময় ব্যারিকেড ভেঙে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে বাংলার কেউ আটকে পড়েছেন কি না, খোঁজ নিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে নবান্ন। নবান্নের পক্ষ থেকে দিল্লির অফিস অফ রেসিডেন্ট কমিশনারকে এই ব্যাপারে যোগাযোগ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বাংলার কেউ আটকে পড়লে তাঁকে দ্রুত রাজ্যে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে চায় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

দোষারোপ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : মঙ্গলবার মহাকুম্ভে শাহি স্নানের সময় পদপিষ্ট হয়ে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকারকে দায়ী করলেন পঞ্চায়েতি মহানির্মাণ আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দজি। তাঁর অভিযোগ, কুম্ভ নিয়ে ঢালাও প্রচার করলেও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে যোগী সরকার যে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

সন্দেশখালি গণধর্ষণে সিট গঠনের নির্দেশ

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : সন্দেশখালি গণধর্ষণ কাণ্ডে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতা। বুধবার এই মামলায় বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। আইপিএস রাহুল মিশ্র, বসিরহাট পুলিশ জেলার বাদুরিয়ার এসডিপিও এই তদন্তকারী দলে থাকবেন। এই দুই পুলিশ আধিকারিক তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ইনস্পেকটর ও সাব ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিকদের সিটের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করবেন। এক মাস অন্তর বসিরহাট এসিজেএম আদালতে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেবে সিট। বিচারপতি জানান, এই ঘটনায় তদন্তে ত্রুটি রয়েছে। তাই যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে, তার জন্য ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে যাবেন।

মেডিকেলে হুমকি সংস্কৃতি

কর্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট বিচারপতি

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের তাঁদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কি না, তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি না, অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তাই হাসপাতালে কোনও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে আদালতে এসে কলেজ কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ সম্পর্কে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত সাসপেনশনের নোটিশে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশও বজায় থাকবে।

এদিন কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত আদালতে জানান এমসিআই বা মেডিকেল কাউন্সিলের গাইডলাইন অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে অভিযুক্ত ডাক্তারদের বক্তব্য শোনা হয়েছিল কি না বা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাঁর কাছে নেই। রেসিডেন্ট ডক্টরস ফোরামের তরফে আইনজীবী কল্লোল বসু আদালতে দাবি করেন, তাঁদের তরফে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এই মামলায় তাঁদের পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়নি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই সংগঠনের তরফে যেহেতু সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে, তাই তাদের মামলায় সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তাদের তরফে পেশ করা রিপোর্ট দেখে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অসম্পূর্ণ তথ্য সংবলিত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।

এখনই নয় রেজাল্ট

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : রাজ্য ফার্মাসি কাউন্সিলের নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই পরিস্থিতিতে এখনই ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না বলে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন হয়।

এখন ব্যালট পেপার স্ক্রুটিনির কাজ চলছে। ৪ ফেব্রুয়ারি ফলাফল প্রকাশের দিন। আবেদনকারীর অভিযোগ, মোট ২৮ জন প্রার্থী রয়েছেন। শাসকদলের ৬ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁদের হয়ে কাউন্সিলের সদস্য, রিটার্নিং অফিসার পক্ষপাতিত্ব করছেন। ফলে এই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় নেই।

তারপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়ে দেন, আবেদনকারীর অভিযোগ নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণা যাবে না। আবেদনকারীর অভিযোগ অস্বীকার করেন কাউন্সিল ও রেজিস্ট্রারের তরফের আইনজীবী। কাউন্সিল ও রেজিস্ট্রারের পক্ষের আইনজীবীর দাবি, রেজিস্ট্রারের একমাত্র অধিকার রয়েছে নির্বাচন করার। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা।

কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার ইএম বাইপাসে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খুদেকে আশীর্বাদ পোপ ফ্রান্সিসের। বুধবার ভ্যাটিকান সিটিতে।

অসাংবিধানিক বলে তোপ বিরোধীদের

জেপিসিতে গৃহীত ওয়াকফ খসড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : বিরোধীদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ওয়াকফ সংশোধনী বিল এবং তার খসড়া রিপোর্ট গ্রহণ করল যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি। সংশোধিত বিলটি ১৫-১১ ভোটে অনুমোদিত হয় এবং কমিটির সভাপতি জগদম্বিকা পাল তা গ্রহণ করেন। খসড়াটিতে সরকারের তরফে ১৪টি সংশোধনী প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে।

বিরোধীরা অবশ্য বিলটিকে 'অসাংবিধানিক' বলে তোপ দেগেছেন। বিলটির তীব্র সমালোচনা করে তাঁরা বলেছেন, 'এটি সংবিধানবিরোধী এবং সরকারের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে দুর্বল করে দেবে।' জগদম্বিকা পাল অবশ্য দাবি করেছেন, কমিটির অনুমোদিত একাধিক সংশোধনী বিরোধীদের প্রশ্নের সমাধান করেছে। এই বিল কার্যকর হলে ওয়াকফ বোর্ডের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেছেন, 'আজ আমরা রিপোর্ট এবং সংশোধিত বিল গ্রহণ করেছি। এতে একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ওয়াকফের সুবিধা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দরিদ্র, নারী ও অনাথদের জন্য ব্যবহার করা উচিত। ৩০ জানুয়ারি আমরা এই রিপোর্ট স্পিকারের কাছে পেশ করব। তারপর লোকসভার স্পিকার এবং সংসদ নিম্নকক্ষ ঠিক করবে যে ওই রিপোর্ট নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া হবে।' সেক্ষেত্রে সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে

> সংসদীয় রীতিনীতি পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন জেপিসি চেয়ারম্যান। বিরোধীদের অধিকার পুরোপুরি লঙ্ঘিত হয়েছে। বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সংবিধানের ১৪ ধারাকে।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পেশ করার সম্ভাবনা ষোলো আনা। ঘটনা হল, জেপিসির বিরোধী সদস্যরা মোট ৪৪টি সংশোধনী এনেছিলেন। প্রত্যেকটিই খারিজ হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর বলে তোপ দেগেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'সংসদীয় রীতিনীতি পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছেন জেপিসি চেয়ারম্যান। বিরোধীদের অধিকার পুরোপুরি লঙ্ঘিত হয়েছে। বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে সংবিধানের ১৪ ধারাকে।' অপরদিকে এআইমিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি ওয়াকফে সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এদিন ডিসেন্ট নোট জমা দেওয়ার জন্য সাংসদদের বিকাল চারটে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি ডিসেন্ট নোট জমা দিয়েছেন।

জেপিসির অন্যতম সদস্য তথা শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ান্ত জানান, 'আমি আমার ডিসেন্ট নোট জমা দিয়েছি। কারণ একটি ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হচ্ছে। ন্যায়বিচার নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিলটি তৈরি করা হয়েছে। সংবিধানকেও বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে।' অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পসমন্দা মুসলিম, নারী ও অনাথদের নতুনভাবে ওয়াকফের সুবিধাভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাজেট অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে বৃহস্পতিবার সর্বদল বৈঠক ডাকল সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। গত শীতকালীন এবং বাদল অধিবেশনে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেয়নি তৃণমূল। তবে এবার লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

বাজেট অধিবেশনে তৃণমূল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কথা তুলে ধরবে বলে দলীয় সূত্রের দাবি। পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে পশ্চিমবঙ্গের বকেয়া অর্থের বিষয়টি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং মণিপুরের অশান্তি নিয়েও সরব হবেন তৃণমূল সাংসদরা।

তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট করেছে সংসদে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও কক্ষ সমন্বয় করবে না। শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেস একতরফা ভাবে আদানি ও জেপিসি ইস্যুতে অবস্থান নিয়েছিল। পরে তৃণমূলকে বৈঠকে ডাকলেও সিদ্ধান্তে তাদের মতামত নেওয়া হয়নি। এই কথা মাথায় রেখেই এবার কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে থাকছে না তৃণমূল। তবে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে তারা। কুম্ভ মেলার দুর্ঘটনা নিয়ে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে নিশানা করতে চলেছে সমাজবাদী পার্টি। তৃণমূল তাদের পাশে দাঁড়াবে। এছাড়া আম আদমি পার্টির (আপ) সঙ্গেও সম্পর্ক দৃঢ় করেছে তৃণমূল।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে আপ ও কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথচ তৃণমূল আপের হয়ে প্রচার চালাচ্ছে। এই বাস্তবতায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বৈঠকে যাওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে তৃণমূল।

দলীয় সূত্রের অভিযোগ, ২০২৩ সালের জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে আসনরফার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস গুরুত্ব দেয়নি। পাটনা বৈঠকে প্রথমবার তৃণমূল এই দাবি তুললেও পরে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে কংগ্রেস বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। আসন্ন বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলগুলি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে বলে সূত্রের খবর। সেই সঙ্গে, আগের অধিবেশনের বকেয়া ইস্যুগুলি আবারও উত্থাপন করা হতে পারে।

তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আমাদের নিজস্ব ইস্যু রয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি সংসদে তুলে ধরতে চাই।'

যমুনায় বিষ মোদির রোষে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : যমুনার জল নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কার্যত সনাতন বিরোধী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপ সুপ্রিমো অভিযোগ করেছিলেন, হরিয়ানার বিজেপি সরকার যমুনায় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। বুধবার তার জবাবে কর্তারনগরের এক জনসভা থেকে মোদি বলেন, 'দিল্লিতে আমরা যারা বাস করি, তারা সকলেই হরিয়ানা থেকে পাঠানো যমুনার জল পান করি। মোদিকে মারার জন্য হরিয়ানা যমুনার জলে বিষ মেশাবে এমনটা কেউ কীভাবে ভাবতে পারেন? এটা শুধু হরিয়ানার নয়, ভারতীয়দের অপমান। আমাদের মূল্যবোধের অপমান। আমাদের চরিত্রের অপমান।'

> মোদিকে মারার জন্য হরিয়ানা যমুনার জলে বিষ মেশাবে, এমনটা কেউ কীভাবে ভাবতে পারেন? এটা শুধু হরিয়ানার নয়, ভারতীয়দের অপমান। আমাদের মূল্যবোধের অপমান। আমাদের চরিত্রের অপমান।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মোদি বলেন, 'দিল্লির একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিয়ানার মানুষের বিরুদ্ধে আজেবাজে অভিযোগ করেছেন। হারের ভয়ে আপদা ভীত। হরিয়ানার মানুষজন কি দিল্লির থেকে আলাদা? হরিয়ানাবাসীদের আত্মীয়স্বজন কি দিল্লিতে থাকেন না? নিজেদের পরিবারের মানুষজন যে জল পান করেন, সেই জলে কি হরিয়ানার মানুষ বিষ মেশাতে পারেন? আমি নিশ্চিত যাঁরা এমন জঘন্য মানসিকতা নিয়ে চলছেন, তাঁদের দিল্লির মানুষ উচিত শিক্ষা দেবেন।' যমুনার দূষণ নিয়ে এর আগে আপকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও।

যদিও লাগাতার আক্রমণের মুখে যমুনা নিয়ে নিজেদের অবস্থানে অনড় রয়েছেন কেজরিওয়াল। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দিল্লিতে যমুনার জলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ৭ আরপিএম, যা বিষের সমতুল্য। হরিয়ানার বিজেপি সরকার যমুনার জলকে দূষিত করছে। দিল্লির বাসিন্দাদের জীবন বিপন্ন করে তুলছে।' অমিত শা, রাহুল গান্ধিদের সংবাদমাধ্যমের সামনে যমুনার দূষিত জল খেয়ে দেখানোর চ্যালেঞ্জও ছুড়েছেন কেজরি। কুখ্যাত প্রতারক চার্লস শোভরাজের সঙ্গে কেজরিওয়ালের তুলনা করেন মোদি বলেন, 'আপনারা চার্লস শোভরাজের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সে মানুষকে এমনভাবে বোকা বানাত যে মানুষ বুঝতে পারত না। এই ধরনের লোকজনের থেকে সাবধানে থাকুন।' আপ ও কংগ্রেসের মধ্যে অলিখিত জোট রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মোদি।

এদিকে বুধবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হরিয়ানার সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটানোর অভিযোগ তুলে সোনেপতের একটি আদালতে মামলা রুজু করেছে হরিয়ানা সরকার। অন্যদিকে কেজরি যে ভুল তা প্রমাণ করতে বুধবার দিল্লি-হরিয়ানা সীমানায় যমুনার জল হাতে নিয়ে পান করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। তাঁর খোঁচা, 'আপদার মিথ্যাচার ধরা পড়ে গিয়েছে।' যমুনার দূষণ নিয়ে এর আগে আপকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও।

রাজ্যভিত্তিক কোটা বাতিল, ভর্তি শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : রাজ্যভিত্তিক আবাসিক (ডোমিসাইল) কোটার ভিত্তিতে স্নাতকোত্তর ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে (পিজি) ভর্তির নিয়মকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি হৃষীকেশ রায়, বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চ বলেছে, 'স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে প্রাদেশিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্পষ্টতই সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।'

সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, স্নাতকোত্তর ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাই একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত। আদালতের কথায়, 'পিজি ডাক্তারি কোর্সে রাজ্যভিত্তিক আবাসিক কোটা সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে। আমরা সবাই ভারতের নাগরিক। এখানে প্রাদেশিক বা রাজ্যভিত্তিক নাগরিকত্বের ধারণা নেই।' তবে আদালত আরও বলেছে, 'ভারতের যে কোনও নাগরিক তাঁর পছন্দের স্থানে বসবাস ও পেশা গ্রহণের অধিকার রাখেন। একইভাবে দেশের যে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অধিকারও সংবিধান স্বীকৃত।'

প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী আবাসিক কোটার জন্য সাধারণত প্রার্থীদের সেই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণ দিতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কিছু ক্ষেত্রে স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম (এমবিবিএস কোর্স)-এ রাজ্যভিত্তিক কোটার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এটি করলে তা সংবিধান লঙ্ঘনের সমান হবে।

নির্যাতিতার মা-বাবার দাবি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবারকে সিবিআই তদন্ত নিয়ে দায়ের করা আবেদনটি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সেখানে নির্যাতিতার মা-বাবার হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী করুণা নন্দী। তাঁর দাবি, আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় ছাড়াও একাধিক ব্যক্তি জড়িত। তাঁদের মধ্যে প্রভাবশালীরাও রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তদন্ত ঠিক পথে চলছে না বলেও অভিযোগ করেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী।

তিনি জানান, একই আবেদনপত্র তাঁরা শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার আগেই কলকাতা হাইকোর্টে দাখিল করেছেন। এরপরেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, নির্যাতিতার মা-বাবা যেসব বিষয় আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন সেগুলি বিতর্কিত। তাঁদের দাবির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি থাকবে। এর ফলে সুবিধা পেতে পারেন সঞ্জয় রায়। তাই নির্যাতিতার পরিবারকে নতুন করে আবেদন জানাতে হবে।

অভিযুক্ত পক্ষের সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতাও। তিনি জানান, নির্যাতিতার মা-বাবার জমা করা আবেদনপত্রে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে তার সবকটির উত্তর তদন্তকারী সংস্থার কাছে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা প্রকাশ্যে চলে এলে সঞ্জয় রায়ের সুবিধা হবে। দু-পক্ষের সওয়াল-জবাবের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কলকাতা হাইকোর্টে যে আবেদন দায়ের হয়েছে সেই একই আবেদনের ভিত্তিতেই কেন সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে? হাইকোর্ট নাকি সুপ্রিম কোর্ট, কোথায় তাঁরা শুনানি চাইছেন নির্যাতিতার মা-বাবার কাছে সে বিষয়ে জানতে চান প্রধান বিচারপতি। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের সময় দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, নির্যাতিতার পরিবারের উচিত এই আবেদনপত্রটি প্রত্যাহার করে নতুন করে আবেদন জমা দেওয়া।

বৃদ্ধির হার কমবে, পূর্বাভাস মুডিজের

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি : ২০২৫ ক্যালেন্ডার বছরে বৃদ্ধির হার কমে ৬.৪ শতাংশ হতে পারে। এমনই পূর্বাভাস দিল বহুজাতিক রেটিং সংস্থা মুডিজ।

বৃদ্ধির হার কমার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুডিজের রিপোর্টে বলা হয়েছে, চড়া মূল্যবৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস, কর্পোরেট সংস্থা এবং সরকারের ওপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি এবং ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতন ইত্যাদি কারণেই বৃদ্ধির হার শ্লথ হবে। মুডিজের এক অর্থনীতিবিদ অদিতি রহমান জানিয়েছেন, এবারের বাজেটে দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা বৃদ্ধি বিশেষত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। একইসঙ্গে বাজেট ঘাটতি ৪.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪.৫ শতাংশ করারও লক্ষ্যমাত্রা নিতে হবে। সবমিলিয়ে ভারতের অর্থনীতি চলতি বছরে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলেই মনে করছেন তিনি। সম্প্রতি চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৬.৬ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। আগে তাদের পূর্বাভাস ছিল ৭.২ শতাংশের।

সৌদিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৯ ভারতীয়

রিয়াধ, ২৯ জানুয়ারি : সৌদি আরবের জিজানে বুধবার বাস-ট্রেলারের ধাক্কায় দুর্ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯ জন ভারতীয়। একজন ভারতীয়কে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তাঁর নাম কপেলি রমেশ। ৩২ বছরের ওই তরুণ তেলেঙ্গানার জগতিয়াল জেলার মেটপল্লিতে। আহত ১১ জনের মধ্যে দু'জন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, জেদ্দার ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পূর্ণ সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন। দুর্ঘটনা নিয়ে খবর জানার জন্য কনসুলেটের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। ভারতীয় কনসুলেট জানিয়েছে, মৃতদের পরিবারকে সবরকমের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খালিদের মুক্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : ১৬০০ দিন হতে চলল দিল্লির তিহার জেলে বিনা বিচারে বন্দি রয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক উমর খালিদ। ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা মামলায় খালিদ সহ মোট ১৮ জনকে ইউএপিএ আইনের বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর নিম্ন আদালত থেকে শীর্ষ আদালতে বহুবার জামিনের আবেদন জানানো হলেও মুক্তি মেলেনি খালিদ ও অন্য অন্তত ১২ জনের। জেলবন্দি খালিদ ও অন্যান্যদের মুক্তির দাবিতে এবার সরব হলেন সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ, ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার, রামচন্দ্র গুহ, ইরফান হাবিব, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহ, অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, জন হ্যারিস সহ দেশ-বিদেশের বিশিষ্টজনেরা। দাবি সনদে স্বাক্ষর করেছেন ১৬০ জন বিশিষ্ট মানুষ।

৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ৭৭তম হত্যাদিবস উপলক্ষ্যে খালিদদের মুক্তি চেয়ে এই দাবি সনদটি বিবৃতির আকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। বিবৃতিতে যা লেখা হয়েছে, তার সারমর্ম, 'যে বক্তৃতার জন্য খালিদকে ইউএপিএ আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাতে তিনি গান্ধির অহিংসা নীতির জয়গান গেয়েছিলেন। তারপরও তাঁকে এবং নাগরিকপঞ্জি আইনের বিরোধীদের বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলে বন্দি রাখা মানবতার অমর্যাদা ছাড়া কিছু নয়।'

৩০ জানুয়ারি খালিদ ও অন্যান্যদের জামিন মামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালতের মতে, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ, শরজিল ইমাম ও অন্যান্যদের জামিনের শুনানি 'অনন্তকাল ধরে' চলতে পারে না।

উত্তরপ্রদেশে রিলে মগ্ন ডাক্তার, মৃত্যু রোগীর

লখনউ, ২৯ জানুয়ারি : ডাক্তার হাসপাতালে মোবাইলে মগ্ন। তিনি মজেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার রিলে। তাঁর থেকে কয়েক হাত দূরে ছটফট করছেন এক মহিলা। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। চিকিৎসকের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এর জেরেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হল বছর ষাটের ওই মহিলার।

মায়ের চিকিৎসার জন্য আকুল ছেলে চিকিৎসককে বলতে গিয়ে সাহায্যের পরিবর্তে চড় খেলেন। উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর মহারাজা তেজ সিং জেলা হাসপাতালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। পুরো ঘটনার ছবি রয়েছে সিসিটিভির সাত মিনিটের ফুটেজে। চিকিৎসকের গাফিলতিকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

মৃতার নাম প্রবেশ কুমারী। হঠাৎ বুকে ব্যথা নিয়ে ছেলে গুরশরণকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন চিকিৎসক আদর্শ সেঙ্গার। তিনি গুরশরণের অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা না করে মোবাইলে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে রিল দেখছিলেন। তাঁকে রোগীকে দেখার জন্য বার বার বলা হয়। কিন্তু সেঙ্গার তা ধর্তব্যের মধ্যে নেননি।

শেষের দিন আরও কাছে, ৮৯ সেকেন্ড দূরে 'মহাপ্রলয়'

শিকাগো, ২৯ জানুয়ারি : টিক টিক টিক। ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা আরও কাছে চলে এল পৃথিবীর। বিনাশঘড়ি বলছে, মহাপ্রলয় থেকে আর মাত্র ৮৯ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা। এতদিন ঘড়ির কাঁটা ছিল ৯০ সেকেন্ড দূরে।

সম্প্রতি ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা আগের বছরের চেয়ে এক সেকেন্ড কমিয়ে ৮৯-এর ঘরে রেখেছেন বুলেটিন অব দ্য অ্যাটমিক সায়েন্টিস্টস-এর বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, পৃথিবীর অন্তিমদশা ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। বর্তমানে যে নানাবিধ বিপদের মধ্যে রয়েছে মানবসমাজ, সেব্যাপারে অবিলম্বে কোনও পদক্ষেপ করা না

হলে ধ্বংস হওয়া কেবল কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ডুমস ডে ঘড়ির কাঁটা ৮৯ সেকেন্ডে থাকার অর্থ, পৃথিবী একটা বড় বিপদে পড়ার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কোল্ড ওয়ারের সময় প্রথম এই ঘড়িটি পারমাণবিক বিপদের প্রতীক হিসেবে তৈরি হয়েছিল।

ডুমস ডে ক্লক

বুলেটিনের সায়েন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল হোলজ বলেছেন, 'চলতি বছরের সিদ্ধান্তের পিছনে পারমাণবিক ঝুঁকি, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববিজ্ঞানের বিকৃতি এবং কৃত্রিম মেধার মতো উদীয়মান প্রযুক্তির অপব্যবহার ইত্যাদি কাজ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি এখন যুদ্ধের ময়দানেও নজরে পড়ছে এবং বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় হল পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে এআই-এর ব্যবহার।'

ডুমস ডে ক্লক আদতে একটি প্রতীকী ঘড়ি, যা পৃথিবী ও মানবজাতির মহাধ্বংসের সম্ভাবনা কতটা কাছাকাছি তা দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে প্রথম এই ঘড়ি তৈরি করেছিলেন জে রবার্ট ওপেনহাইমার, আলবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। সারা বিশ্বে পরমাণু অস্ত্রের বাড়বাড়ন্ত, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার এবং অন্যান্য পরিবেশগত বিপদগুলির সমন্বয় পৃথিবীকে ঠিক গত গভীর খাদের কিনারায় নিয়ে ফেলছে, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতেই তাঁরা তৈরি করেছিলেন এই ঘড়ি। এই ঘড়ির সময় যত কাছে চলে আসে, ততই মানবজাতির ধ্বংসের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আগের বছর ডুমস ডে ক্লকের কাঁটা ছিল ৯০ সেকেন্ড দূরে। এখন তা আরও এক ঘর এগিয়ে ৮৯ সেকেন্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ, গত এক বছরে আরও ঘনীভূত হয়েছে বিশ্ব সংকট।

আজব দুনিয়া

ম্যারাথনে যন্ত্রমানব

মানুষ বনাম যন্ত্রমানব। এবার খেলার মাঠে। বিশ্বে প্রথমবার মানুষ ও যন্ত্রমানবদের নিয়ে হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। চিনের ডাক্সিং জেলায় আয়োজিত ২১ কিলোমিটারের এই দৌড়ে ১২ হাজার মানুষ অংশ নেবেন। তাঁদের সঙ্গে দৌড়বে ২০টি যন্ত্রমানব। কে জেতে সেটাই এখন দেখার।

অবাক শান্তিরক্ষক

৫ দিন কেটে গিয়েছে। অথচ শহরে কোনও বড় গোলমালের খবর নেই। ব্যাপারটা কী? সমাজবিরোধী, গোলমাল পাকানোর লোকজন সব কোথায় গেল? গত শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে কোনও অশান্তি না হওয়ায় শান্তি রক্ষাকারী সংস্থা এনওয়াইপিডির আধিকারিকরা তো অবাক।

মৃত্যু ও জীবন যখন হাঁটে হাত ধরাধরি করে *মহাকুম্ভে মহা বিপর্যয়ের দিন প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্না মানুষের। আত্মীয়কে হারিয়ে ফোনে খোঁজ চালাচ্ছেন তরুণ। তবু তার মাঝেই চলছে এগিয়ে যাওয়ার পালা। বুধবার প্রয়াগরাজে।*

কুম্ভে ভিআইপি সংস্কৃতিতে প্রশ্ন রাহুলের ■ মৌনী অমাবস্যায় মানুষের কান্নায় মুখর প্রয়াগরাজ

গঙ্গাসাগরের সঙ্গে তুলনা মমতার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : মহাকুম্ভে মৌনী অমাবস্যায় অমৃত স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত পক্ষে ১৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বিরোধী নিশানায় উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবরা তীব্র বিষোদ্গার করেছেন বিজেপি এবং যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে। তৃণমূলনেত্রী এই ইস্যুতে নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মহাকুম্ভের সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার তুলনা টেনেছেন। এই ধরনের ধর্মীয় সমাবেশের যে বিশাল আয়োজন এবং পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন তা আদৌ মহাকুম্ভের মেলায় ছিল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। তিনি বলেন, 'মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই ঘটনায় অন্তত ১৫টি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যে সমস্ত পুণ্যার্থী প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তবে গঙ্গাসাগর মেলা থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি সেটা হল যেখানে বিপুল জনসমাগম হয় সেই সমস্ত স্থানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।' প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন। মমতার ক্ষোভ, কুম্ভমেলার ধাঁচে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলার তকমা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। কুম্ভমেলার জন্য আর্থিক বরাদ্দ জুটলেও গঙ্গাসাগর মেলায় তা দেওয়া হয় না বলে অভিযোগও করেন তৃণমূলনেত্রী।

পদপিষ্টের ঘটনায় যোগী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভিআইপি সংস্কৃতিতে লাগাম টানার বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি একটি পোস্টে অভিযোগ করেছেন, সাধারণ পুণ্যার্থীদের বদলে ভিআইপিদের যাতায়াতের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্যই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল লিখেছেন, 'মহাকুম্ভে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি রয়েছে। বেশ কয়েকটি মহাস্নান হওয়ার কথাও রয়েছে। আজকের মতো দুঃখজনক ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থাপনা সংশোধন করা উচিত সরকারের। ভিআইপি সংস্কৃতিতে লাগাম টেনে সাধারণ পুণ্যার্থীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরও উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অর্ধসমাপ্ত ব্যবস্থাপনা, ভিআইপিদের আনাগোনা, আত্মপ্রচারে অতিরিক্ত মনোনিবেশ এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোটি কোটি টাকা ঢালার পরও এই ধরনের ঘটনা ঘটা নিন্দনীয়।' পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় যোগী আদিত্যনাথের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবও। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা বলে প্রচার চালানো হয়েছিল। কোথায় গেল সেসব? এবার সকলের সামনে প্রকৃত সত্যিটা চলে এসেছে। যাঁরা মিথ্যা দাবি করেছিলেন, মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিলেন তাঁদের সকলকেই এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে। তাঁদের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।' অখিলেশের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহাকুম্ভে আসা সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থীদের আস্থা ফেরাতে রাজ্য সরকারের উচিত, অবিলম্বে সেনার হাতে মেলাপ্রাঙ্গণের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া। সিপিএম, শিবসেনা (ইউবিটি) এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছে।

ভিড়ে ভাঙল ব্যারিকেড, পড়ে গেলেন অনেকে

প্রয়াগরাজ, ২৯ জানুয়ারি : মহাকুম্ভের ঘাটজুড়ে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া স্যান্ডেল, ছিন্নবস্ত্র ও ব্যক্তিগত সামগ্রী। পুলিশ লাউডস্পিকারে নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। পদপিষ্ট হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও অনেক পরিবার খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রিয়জনদের।

কেউ বোন, কেউ পুত্র, কেউ বাবা, কেউ মা, কেউ আবার বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছেন। হাসপাতালে হাসপাতালে পরিজনদের খুঁজছেন অনেকেই। কেউ আবার মর্গের বাইরে অসহায় অবস্থায় অপেক্ষা করছেন। বুধবার প্রয়াগরাজে এমনই দৃশ্য। মহাকুম্ভমেলার বাইরে এক পরিবার অসহায় হয়ে বসেছিল। তাদের আর্তি, ফিরে আসুক ছোট্ট ছেলেটা।

মঙ্গলবার মহাকুম্ভ মেলায় 'মৌনী অমাবস্যা' উপলক্ষ্যে 'অমৃত স্নান' করতে আসা লাখো ভক্তের ঢল নেমেছিল। কিন্তু সেই পবিত্র মুহূর্ত রূপ নেয় এক হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডিতে। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ে ব্যারিকেড। পদপিষ্ট হয়ে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। বহুজন নিখোঁজ হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কমপক্ষে ১০-১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে পদপিষ্ট হয়ে। জখম শতাধিক। যদিও সরকারিভাবে হতাহত বা নিখোঁজের কথা স্বীকার করা হয়নি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিনয়কুমার যাদবের অভিযোগ, নিরাপত্তাবাহিনীর কোনও যথাযথ ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে স্নান শেষে মানুষজন নিরাপদে বের হতে পারেননি। তাঁর কথায়, 'আমরা ঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম, অনেকেই ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ভিড় হয়ে যায়। বের হওয়ার কোনও জায়গা ছিল না। সবাই ধাক্কাধাক্কি করে পড়ে যাচ্ছিল। কোনও পুলিশ ছিল না।'

প্রত্যক্ষদর্শী পুণ্যার্থীদের বক্তব্য, মঙ্গলবার রাত ১০টা থেকেই পুণ্যার্থীরা দলে দলে এগোতে শুরু করেন সংগমের দিকে। রাত ১২টা পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু তারপর থেকে ভিড়ের ছবিটা ক্রমশ বদলাতে শুরু করে। রাত ২টোয় পরিস্থিতি পুরো বদলে যায়। প্রশাসন চেয়েছিল, পুণ্যার্থীরা আসুন, স্নান সেরে আবার ফিরে যান। কিন্তু স্নানের পরেও বহু পুণ্যার্থী সংগমস্থলের আশপাশেই ছিলেন। অনেকে আবার প্লাস্টিক পেতে শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে।

সুলতানপুরের বাসিন্দা পুণ্যার্থী বাসুদেব শর্মা বললেন, 'আমরা স্নান সেরে ফিরছিলাম, তখন হঠাৎই বিশাল ভিড়ের চাপে আমার এক আত্মীয় মাটিতে পড়ে যান। সবাই তাঁকে পিষে চলে যায়, একটা মানুষ পড়ে গিয়েছেন, সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপই ছিল না।' শাহিস্নান করতে আসা আর এক পুণ্যার্থী রামপ্রসাদ যাদব জানান, 'ভিড়ের চাপে আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যাই। আমি কোনওমতে বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু আমার ৬৫ বছরের মা গুরুতর আহত। এখন আমাদের কাছে ফোন নেই, টাকা নেই, কীভাবে বাড়ি ফিরব জানি না।'

মঙ্গলবার মেলায় এসে হারিয়ে যান জনৈক দেবিকার কাকিমা শ্রীবাই রাজপুত। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন দেবিকা। বললেন, 'আমরা ২০ জন একসঙ্গে গিয়েছিলাম স্নান করতে। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড় আর ঠেলাঠেলিতে হারিয়ে ফেলি কাকিমাকে। সারারাত ধরে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে খুঁজেছি, কিন্তু কোনও খোঁজ মেলেনি। তিনি শুধু একটা শাল সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমি জানি না তিনি এখনও বেঁচে আছেন কি না।' ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা কিশোরকুমার সাহু বলেন, 'আমি শেষবার আমার স্ত্রীকে পোশাক পরিবর্তন করতে দেখেছিলাম। তারপর ভিড়ের স্রোতে আমরা আলাদা হয়ে যাই। এখনও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু তাঁর আধার কার্ড আর কিছু টাকা আমার হাতে রয়েছে। প্রশাসন শুধু নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামলাতেই ব্যস্ত, আমাদের সাহায্য করার কেউ নেই।'

ফতেপুরের বাসিন্দা রাম সিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও ভয়ানক। ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পান তিনি। সাহায্যের জন্য চিৎকার করেও লাভ হয়নি। তাঁর কথায়, 'কোথায় পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক। কেউ এগিয়ে আসেননি সাহায্য করতে। ভিড়ের চাপে বন্ধুরাও ছিটকে যায়। কোথায় যাব, কী করব- বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনওমতে বাইরে এসে এক পুলিশকর্মীর সহায়তায় অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে যাই।'

ইউনূসের পদত্যাগ চেয়ে পথে নামবে হাসিনার দল

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি : আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। তার আগে বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নৈরাজ্য, অপশাসনের প্রতিবাদে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগ চেয়ে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ। দলের ফেসবুক পোস্টে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগ চেয়ে রাস্তায় নামবে আওয়ামি লিগ। বনধ এবং অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে দলের তরফে।

শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। আওয়ামি লিগের বেশিরভাগ শীর্ষ নেতা হয় আত্মগোপন করে রয়েছেন, নয়তো জেলে বন্দি। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামি লিগের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণায় রাতের ঘুম ছুটেছে ইউনূস সরকারের। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আওয়ামি লিগকে কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ হাসিনার দলের ওপর যে বলপ্রয়োগ করা হবে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের সাফ কথা, 'ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামি লিগ যতদিন পর্যন্ত না ক্ষমা চাইছে, তাদের নেতৃত্বের বিচার হচ্ছে এবং জবাবদিহি করছে ততদিন তাদের কোনও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না।' তিনি বলেন, 'সরকারের অবস্থান খুব স্পষ্ট। আওয়ামি লিগ শীর্ষ নেতৃত্ব জুলাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের আগে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।'

তবে সরকার যতই কঠোর অবস্থান নিক আওয়ামি লিগ আপাতত রাস্তায় নামার ব্যাপারে অনড়। তাদের যে কর্মসূচির কথা

ঘোষণা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ৬ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ করা হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখানো হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করা হবে। এর আগে গতবছর ১০ নভেম্বর রাস্তায় নামার পরিকল্পনা করেছিল আওয়ামি লিগ। কিন্তু তা শেষপর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় দৈনিককে আওয়ামি লিগের কিছু শীর্ষ নেতা জানিয়েছিলেন তাঁরা ২৬ মার্চ বাংলাদেশে ফেরার চিন্তাভাবনা করছেন। সেই সূত্র ধরেই এবার আওয়ামি লিগ রাস্তায় নামার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কি না সে বিষয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিকে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বার্তা দিলেও ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এবার থেকে কথার 'টোন' আলাদা করতে চলেছে বাংলাদেশ। বুধবার এমনই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সামনের মাসে বিএসএফের সঙ্গে বিজিবির শীর্ষস্তরের বৈঠক বসতে চলেছে নয়াদিল্লিতে। তার আগে বাংলাদেশের ভোলবদলের কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি এদিন বলেছেন, 'এবারের বৈঠকে নতুনত্ব হল আগে যেভাবে কথা বলা হত এবার কথার টোন আলাদা হবে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে বিএসএফকে উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে ফেনসিডিলিসহ অন্য মাদক পাচার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয় নিয়েও বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে কথা হবে।' আগামী ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী এবং বিজিবি প্রধান মুহাম্মদ আশরাফউজ্জামান মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন। তার আগে বুধবার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় বসেছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের নিয়ে বাংলাদেশের সচিবালয়ে আলোচনা হয় এদিন।

নেতানিয়াহুকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ ট্রাম্পের

জেরুজালেম, ২৯ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর প্রথম বৈঠক করবেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে। বৈঠক বসবে আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে। মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, গাজায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন বৈঠক হবে আমেরিকায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়, প্যালেস্তাইনের সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘর্ষবিরতি চলতে থাকুক। এতে যেন দাঁড়ি না পড়ে।

নেতানিয়াহুর কার্যালয় ট্রাম্পের আমন্ত্রণমূলক চিঠি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে। চিঠিটির বয়ান হল, 'ইজরায়েল ও তার পড়শিদের মধ্যে কীভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায়, আমি সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি। এব্যাপারে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় প্রস্তুত।' ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে গত বছর বৈঠক হয়েছিল মার-এ-লাগো এস্টেটে। এবার হবে একেবারে হোয়াইট হাউসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুদেশ ইজরায়েল। আমেরিকার আশীর্বাদধন্য ইজরায়েলের নেতানিয়াহুকে খুবই পছন্দ করেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

মার্কিন মসনদে বসার আগে থেকেই ইজরায়েল ও হামাসকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চাপ দিয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি হামাসকে হুমকি পর্যন্ত দেন। বলেছিলেন, যুদ্ধবিরতিতে হামাস রাজি না হলে তাকে তার ফল ভুগতে হবে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর

হয়েছে ২০ জানুয়ারি থেকে। এই পরিস্থিতিতে পৌঁছোতে পূর্বতন বাইডেন প্রশাসনও কম চাপ দেয়নি হামাসকে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই ট্রাম্প তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর আলোচনায় পাঠিয়েছিলেন।

নেতানিয়াহু কিন্তু জানিয়েছেন, হামাস চুক্তিতে উল্লিখিত সমস্ত দাবি পূরণ না করলে দু'পক্ষের মধ্যে শান্তি বেশিদিন টিকবে না।

মহাকাশে 'নটি বয়', ৪৬-এ সেঞ্চুরি ইসরোর

শ্রীহরিকোটা, ২৯ জানুয়ারি : নতুন বছরের গোড়াতেই সেঞ্চুরি হাঁকাল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। তাদের মুকুটে যোগ হল নতুন পালক। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্র থেকে শততম উৎক্ষেপণের নজির গড়ল তারা।

বুধবার সকাল ৬টা ২৩ মিনিটে মহাকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ এনভিএস-২-কে নিয়ে জিএসএলভি-এফ১৫ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করে ইসরো। উৎক্ষেপণের ১৯ মিনিট পর নির্দিষ্ট ভূস্থির স্থানান্তর কক্ষপথ (জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট)-এ সফলভাবে উপগ্রহটি স্থাপিত হয়।

জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (জিএসএলভি-এফ১৫) হল দেশীয় ক্রায়োজেনিক্স প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ত্রিস্তরীয় রকেট। এর মাধ্যমেই পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে এনভিএস-০২-কে। ইসরোর অন্দরে মজার ছলে জিএসএলভি গোত্রের রকেটকে 'নটি বয়' বলে ডাকা হয়। তার কারণ, এই রকেট উৎক্ষেপণে অতীতে বহুবার ব্যর্থ হয়েছে ইসরো। তবে সাম্প্রতিককালে জিএসএলভি উৎক্ষেপণের সাফল্য থেকে স্পষ্ট, দুষ্টু ছেলে এখন যথেষ্ট স্মার্ট হয়ে উঠেছে।

সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন বলেন, 'ইসরোর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বছরের প্রথম উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি আমাদের ১০০তম উৎক্ষেপণ, যা ভারতের মহাকাশ গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকও বটে। ইসরো এখনও পর্যন্ত ৫৪৮টি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এর মধ্যে ৪৩৩টি বিদেশি।' তিনি বলেন, এনভিএস-০২ হল নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন (ন্যাভআইসি) প্রকল্পের দ্বিতীয় উপগ্রহ। এই উপগ্রহ এখন ভারতের নিজস্ব নেভিগেশন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। এটি সামরিক, পরিবহণ, শিপিং, ট্রেন ট্র্যাকিং এবং জরুরি সতর্কতা প্রচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নারায়ণন জানিয়েছেন, রকেট উৎক্ষেপণে প্রথম সেঞ্চুরি করতে ৪৬ বছর লেগেছে ইসরোর। পরবর্তী পাঁচ বছরে ডাবল সেঞ্চুরি করার লক্ষ্যে সংস্থা জোরকদমে এগোচ্ছে।

> ইসরোর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে বছরের প্রথম উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি আমাদের ১০০তম উৎক্ষেপণ, যা ভারতের মহাকাশ গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকও বটে।
>
> **ভি নারায়ণন**
> *ইসরো চেয়ারম্যান*

রাজধানী হলে

প্রথম পাতার পর

মজবুত হবে বলেই মনে করছেন গোয়েন্দা এবং প্রাক্তন সেনাকর্তারা। প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক তরুণকান্তি রায়ের কথায়, ‘শুধু রাজনৈতিক চমক না দিয়ে শিলিগুড়িকে প্রকৃত অর্থেই দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। সেটা জাতীয় নিরাপত্তা সহ উত্তরবঙ্গের জন্য মাইলস্টোন হবে।’ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বছর তিনেক আগেই কারণ উল্লেখ করে শিলিগুড়ির প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ি দ্বিতীয় রাজধানী হলে তাদের কাজে সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন ওই আধিকারিক।

বড় রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকেই কেউ ঘুরিয়ে কেউ সরাসরি শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে সওয়াল করেছেন। প্রশাসনিক গুরুত্বের বিবেচনায় শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করা উচিত বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতা এবং ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। কোনও রাখঢাক না রেখেই তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মিনি সচিবালয় তৈরি করেছেন। উত্তরবঙ্গ এখন অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে নানা কাজে এখনও আমাদের কলকাতায় ছুটতে হচ্ছে। শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার যে দাবি উঠেছে তা অন্যায্য নয়। শিলিগুড়িতে রাজধানী হলে সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব আরও বাড়বে।’

কৃষ্ণেন্দুর মতো সোজাসাপটা কথা না বললেও শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবি এবং প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কথা, ‘শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের অলিখিত রাজধানী। মিনি সচিবালয়ও শিলিগুড়িতেই আছে। দ্বিতীয় রাজধানীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত সরকারই নেবে।’ তাঁরাও যে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে, ঘুরিয়ে সেকথা মেনে নিয়েছেন বিজেপি’র বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ‘শিলিগুড়ি শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। সেকথা বারবার বলেছি। প্রাসঙ্গিক বলেই প্রায় সব মহল থেকেই সময়ের সঙ্গে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবি উঠেছে। গুরুত্ব দিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।’

কংগ্রেস নেতা শংকর মালাকার শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার পক্ষে জোর সওয়াল করে থেমে থাকেননি। ওই দাবিতে আন্দোলন করার বার্তাও দিয়েছেন। শংকরের কথা, ‘বিধায়ক থাকাকালীন বিধানসভার ভেতরে বারবার শিলিগুড়ির প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধির দাবি তুলেছিলাম। কোনও ভেদাভেদ না রেখে উত্তরবঙ্গের স্বার্থে সকলের এক হয়ে শিলিগুড়িকে দ্বিতীয় রাজধানী করার দাবিতে সোচ্চার হওয়া দরকার।’ দ্বিতীয় রাজধানীর প্রশ্নে কৌশলী উত্তর দিয়েছে সিপিএম। দলের নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এখনই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্য, ‘আমরা পরিকল্পিতভাবে মানুষের উন্নয়ন চাই। ভোটের রাজনীতির চমক নয়। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে রাজধানী হল কী হল না তাতে উন্নয়ন আটকে থাকে না।’

তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুরের এক জলাশয়ে পরিযায়ী পেন্টেড স্টর্কের ঝাঁক। বুধবার। -পিটিআই

শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন কোচবিহারের শিশু

উত্তরেও জিবিএস সংক্রমণ

নিউজ ব্যুরো

২৯ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গেও বিরল গুলেন বারি সিনড্রোমে (জিবিএস) আক্রান্তের হদিস মিলল। কোচবিহারের বাসিন্দা চার বছরের এক শিশু জিবিএসে আক্রান্ত হয়ে শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন। মেয়ের চিকিৎসার খরচ সামলাতে নাজেহাল বাবা সরকারি সহায়তা চাইছেন। চিকিৎসকরা জানান, শিশুটি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। তবে, এই ধরনের সংক্রমণে দ্রুত রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, ‘শিশুটিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক দেখে এসেছেন। কোচবিহারে রোগীর বাড়ির এলাকাতেও নজর রাখা হচ্ছে। তবে, আরও কেউ আক্রান্ত হওয়ার খবর নেই।’ এরই মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলের বাসিন্দা দেবকুমার সাউ (১০) নামে ওই বালকের মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যে জিবিএস আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের নেতৃত্বে দপ্তরের বৈঠকে সব জেলা থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়। জিবিএস উপসর্গ নিয়ে আসা রোগী ভর্তি হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গেও সমন্বয় রাখতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব জানান, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। গত কয়েকদিনে মুম্বই, পুনেতে শতাধিক এমন রোগী মিলেছে। আক্রান্তের মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। ১৪ জন ভেন্টিলেশনে রয়েছে। এরই মধ্যে কোচবিহারের শিশু আক্রান্তের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চিকিৎসকরা বলছেন, জিবিএস মূলত স্নায়ুর সমস্যা। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমলে এর সংক্রমণ ঘটে। জিবিএস আক্রান্ত হলে নার্ভ বিকল হয়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত অসাড় হয়ে ঝিমঝিম ভাব, হাঁটাচলায় ভারসাম্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এমনকি রোগীর প্যারালাইসিসও হয়।

কোচবিহারের চার বছর দু’মাস বয়সি এই শিশুটি অবশ্য সম্প্রতি অসুস্থ হয়নি বলে অভিভাবকদের দাবি। শিশুটির বাবা সুমন মণ্ডল বলেন, ‘গত ১৩ জানুয়ারি সকাল থেকে মেয়ে পা নাড়াতে, উঠে বসতে পারছিল না। কোচবিহারে এক চিকিৎসক মেয়েকে শিলিগুড়িতে আনার পরামর্শ দেন। সেদিনই অ্যাম্বুল্যান্সে মেয়েকে শিলিগুড়িতে আনি। পথে মেয়ের শরীরের অঙ্গ অসাড় হচ্ছিল। এখানে চিকিৎসক দেখে মেয়েকে বর্ধমান রোডের এক নার্সিংহোমে ভর্তি করাতে বলেন। সেখানে চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষার পর জানান যে, মেয়ের জিবিএসের সংক্রমণ হয়েছে। পুরোপুরি সুস্থ হতে দেড়-দু’মাস ফিজিওথেরাপি করাতে হবে।’ শিশুটির মা মণিকার বক্তব্য, ‘কয়েকদিন চিকিৎসার পর ১৯ জানুয়ারি মেয়েকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। পরদিনই বাড়ি ফিরি। মাঝে একদিন ভালো থেকে মেয়ের ফের বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাসের সমস্যা শুরু হয়। ফের কোচবিহারের নার্সিংহোম থেকে মেয়েকে শিলিগুড়িতে আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখন এখানে ভর্তি আছে।’

> পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।
>
> **- নারায়ণস্বরূপ নিগম**
> **রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব**

শিশুটির চিকিৎসক জিপি সাপকোটা বলেন, ‘জিবিএসের সংক্রমণে শিশুটি দুর্বল। নার্ভগুলি অকেজো হচ্ছিল। জিবিএস সংক্রমণ নিয়ে নিশ্চিত হয়েই শিশুটিকে ভেন্টিলেশনে দিয়েছিলাম। একজন শিশু নিউরোলজিস্টও দেখছেন। এখনও শিশুটি শারীরিকভাবে প্রচণ্ড দুর্বল। তবে, তাকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলার মাধ্যমে বাইরে থেকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। আশা করছি, দ্রুত সুস্থ হবে। তবে, এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে যে কোনও সময় শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে পারে।’

নার্সিংহোমে শিশুটির দৈনিক চিকিৎসা খরচ ৪৫-৫০ হাজার টাকা। ছোট্ট গ্যারাজ চালানো সুমন মেয়ের চিকিৎসার খরচ মেটাতে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ের অসুস্থতা জানানোর পরে কিছু সহযোগিতা পেয়েছিলাম। সেটা দিয়ে নার্সিংহোমে কিছু টাকা জমা করেছি। কিন্তু আর সম্ভব হচ্ছে না।

বেড়া সারাইয়ে বিজিবি’র বাধা উপেক্ষা গ্রামবাসীর

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা সংলগ্ন খোলা সীমান্তে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে উত্তাল হয়েছিল সীমান্ত। তবে বাধা উপেক্ষা করেই গ্রামবাসীরা সেবার জিরো সীমান্তে ফসল বাঁচাতে কাঁটাতারের অস্থায়ী বেড়া বানিয়ে দেন। এবার সেই বেড়া মেরামত করতে গেলেও বাধা দিল বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিজিবি)। যদিও বিজিবি’র বাধাকে পাত্তাই দেননি ভারতীয়রা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার এনিয়ে বিজিবি ও ভারতীয়দের মধ্যে একপ্রকার কথা কাটাকাটিও হয়। তখন গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ান বিএসএফ জওয়ানরা। এরকম একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে বুধবার। যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিজিবির জওয়ানরা অস্থায়ী বেড়া দিতে মানা করছেন। তাতে কর্ণপাত না করেই গ্রামবাসীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বারবার বিজিবি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে গ্রামবাসীরা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সদলবলে বিজিবি-কে জানিয়ে দেন, আপনাদের যা করার করে নিন। আমরা অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া সংস্কার করবই। তখন গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ান বিএসএফ জওয়ানরাও।

সেই ভিডিওর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য শেফালি রায়ের স্বামী অনুপ রায়। তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার যতটা বাঁশ ছিল, সব লাগানো হয়েছে। পরবর্তীতে আবার লাগানো হবে। বিএসএফ জওয়ানরা আমাদের নিরাপত্তায় সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।’ স্থানীয়দের দাবি, তিনবিঘা করিডর চুক্তি অনুযায়ী শূন্য সীমানায় বেড়া দেওয়া যাবে। আর গ্রামবাসীরা হুমকি দিয়েছেন, বেড়া সংস্কারের কাজে যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেবেন।

স্থানীয় লালবাহাদুর বর্মন নামে এক কৃষকের কথায়, ‘আমরা ফসল বাঁচাতে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছি। সেই বেড়া সুরক্ষিত করতে আমরা তার ওপরে বাঁশ বেঁধে দিচ্ছিলাম। কিন্তু বিজিবি এসে বাধা দেয়। সেই বাধা উপেক্ষা করেই আমরা কাজ করেছি।’

কয়েকদিন আগে এই এলাকাতেই বিজিবি এবং বাংলাদেশিদের বাধা উপেক্ষা করে সীমান্তের শূন্য লাইনেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন ভারতীয় গ্রামের বাসিন্দারা। তারপর থেকেই সীমান্তে বিএসএফ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। তবুও বেশ কয়েকটি জায়গায় সেই কাঁটাতারের বেড়া কেটে পাচারের ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দা মানব রায় বলেন, ‘কাঁটাতার কাটতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে যন্ত্র থাকে। তা দিয়ে ওরা কাঁটাতার কাটতে পারলেও বাঁশ সহজে কাটতে পারবে না। তাই আমরা বাঁশ লাগিয়ে দিচ্ছি।’

এ নিয়ে বিএসএফের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের সিও ক্ষণীন্দ্র চৌধুরী জানিয়েছেন, বিএসএফ সর্বদা সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে রয়েছে। সীমান্ত এলাকার মানুষদের সব ধরনের নিরাপত্তা দিতে জওয়ানরা প্রস্তুত।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের বাধা অমান্য চাষিদের। বুধবার। -সংবাদচিত্র

পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩০

প্রথম পাতার পর

বুধবার সকাল থেকে মহাকুম্ভে ভিড় সামাল দিতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি বড় সংখ্যায় আধাসেনা ও এনএসজি মোতায়েন করা হয়। এবারের মহাকুম্ভে এর আগে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শেষপর্যন্ত মৃত্যু ঠেকানো গেল না মহাকুম্ভে।

বুধবার বেলার দিকেও ঘটনাস্থলে জামাকাপড়, কম্বল, জুতো, ব্যাগ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্সকে মেলা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে সকাল থেকে বিভিন্ন ঘাটে স্নানপর্বও চলেছে যথারীতি। সারাদিনে প্রায় ১০ কোটি মানুষ অমৃতস্নান করেছেন বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

বিপর্যয়ের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের দিকে আঙুল তুলছে বিরোধীরা। অমৃতস্নানের দিনগুলিতে কোটি কোটি মানুষ ত্রিবেণিতে জড়ো হবেন আঁচ পেয়েও প্রশাসন সতর্ক ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছে। এজন্য যোগী আদিত্যনাথের সরকারকে দায়ী করেছে কংগ্রেস। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, ‘সার্বিক অব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিআইপিদের দিকে বেশি নজর দিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।’

ভিআইপিদের বদলে আমআদমির সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দিতে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘অব্যবস্থা, বিশেষ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার এবং অতিরিক্ত আত্মপ্রচারের ফলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করার পর এ ধরনের ঘটনা কোনওভাবে কাম্য নয়।’

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টেনে এনেছেন নির্বিঘ্নে গঙ্গাসাগরমেলা শেষ হওয়ার প্রসঙ্গ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘গঙ্গাসাগরমেলা থেকে আমরা শিখেছি, এ ধরনের বিপুল জনসমাগম হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা দরকার হয়।’ এক ধাপ এগিয়ে সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদবের বক্তব্য, ‘রাজ্য সরকার কুম্ভে আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থাপনা হয়েছে বলে দাবি করেছিল। এবার আসল অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে গেল। যাঁরা মিথ্যা প্রচার চালিয়েছেন, মৃত্যুর দায় তাঁদের নিতে হবে।’ দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁকে বারবার ফোন করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রাজ্যকে সব ধরনের কেন্দ্রীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

তিনবিঘা ভ্রমণ নিয়ে প্রশ্ন

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : কাজ নেই। বিধানসভার অনগ্রসর স্থায়ী কমিটির সদস্যরা শুধু ঘুরতেই এলেন মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডরে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সীমান্তে। বছরখানেক আগে একইভাবে বিধানসভার বন বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্যরাও তিনবিঘা করিডর ও জয়ী সেতু দেখতে এসেছিলেন। সেই সময় অবশ্য পর্যটনের বিষয়ে আশ্বাস মেলেছিল। তবে এবার অবশ্য অনগ্রসর স্থায়ী কমিটির সদস্যরা কোনওরকম আশ্বাস দেননি। বরং তাঁরা জানিয়েছেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের একটি অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে মাথাভাঙ্গায়। সেই কাজ দেখতে ও কোচবিহারে অন্য কাজে এসেছেন।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণের অনেক বিধায়ক সহ পদাধিকারী রয়েছেন ওই কমিটিতে। দক্ষিণবঙ্গের সদস্যরা তিনবিঘা করিডরের নাম শুনলেও চাক্ষুষ করেননি অনেকে। সেইজন্য এদিন মাথাভাঙ্গা থেকে ঘুরতে আসেন তিনবিঘা করিডরে। ওই কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, ময়নাগুড়ির বিধায়ক কৌশিক রায়, পুরুলিয়ার বিধায়ক পরেশ মুর্মু, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায় সহ অনেকে ছিলেন। তিনবিঘা করিডর যান মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল। রাজগঞ্জের বিধায়ক বলেন, ‘অনগ্রসর স্থায়ী কমিটির একটি অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে মাথাভাঙ্গায়। সেই কাজ খতিয়ে দেখতে আসা। সেখান থেকে কমিটির

অনগ্রসর স্থায়ী কমিটি

অনেক সদস্য তিনবিঘা করিডর দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেকারণে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে। তিনবিঘার বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিনবিঘা করিডরে দূরদূরান্তের মানুষ ঘুরতে এলেও এখানে পর্যটনের ভাবনার কোনও উদ্যোগ নেই। স্থানীয় প্রকাশ রায় বলেন, ‘তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন তিনবিঘা পার্কের অবস্থা বেহাল। সেটা কেউ দেখে না। প্রশাসনের আধিকারিক থেকে বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা এসে ঘুরে চলে যান আর ফিরেও তাকান না।’

৬৭টি ইভেন্ট

বীরপাড়া, ২৯ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলার হাইস্কুলগুলির পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বীরপাড়া হাইস্কুল এবং জুবিলি ক্লাবের মাঠে। ৯০টি ইভেন্টে অংশ নিচ্ছে প্রতিযোগীরা। মঙ্গলবার ছিল উদ্বোধন পর্ব। বুধবার ৬৭টি ইভেন্ট হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেনারেল) অশ্বিনীকুমার রায়, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাশিয়া প্রমুখ।

৭ দফা দাবি

কুমারগ্রাম, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার ৭ দফা দাবিতে কুমারগ্রামের সিডিপিও-কে স্মারকলিপি দিলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানে যথাযথ পদক্ষেপ করার কথা বলেন তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দাবিগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য দাবিপত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

শুনেছিলেন প্রণব

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার ট্রেনে রওনা হয়েছিলেন কোচবিহার শহরের ঘোষপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা। বুধবার সকালে কুম্ভমেলায় পৌঁছেছেন তাঁরা। স্নান সেরে রাতে সেখানকারই একটি ক্যাম্পে থাকেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তাঁদেরই একজন মানস ঘোষের কথায়, ‘এত মানুষ দেখে অবাক লাগছিল। যেদিকে তাকাই শুধু মানুষ আর মানুষ।’

কুম্ভযাত্রায় দিনহাটাও পিছিয়ে নেই। সদ্য কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নান সেরে ফিরেছেন প্রীতম সাহা। তাঁর কথায়, ‘দিনহাটা থেকে ছোট গাড়ির বদলে ট্রেনে যাওয়াই স্বাচ্ছন্দ্য ও সাশ্রয়ের।’ প্রীতম জানান, ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ধরে মোগলসরাইতে নেমেছিলেন। সেখান থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে কাশী বিশ্বনাথে গিয়ে রাত্রিযাপন করেন। সেখান থেকে ৩৫-৪০ কিলোমিটার দূরে প্রয়াগরাজে বাসে করে রওনা দেন। ভাড়া ১৫৬ টাকা। এরপর সন্ধ্যায় মেলা দর্শন করে পরেরদিন ভোরবেলায় স্নানপর্ব সেরেছেন। সেখানেই নৌকা রয়েছে। সেটিতে স্নান করাতে নিয়ে যেতে মাথাপিছু ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়। এরপর ভাণ্ডারায় খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি ফেরেন।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বোচামারি এলাকার বাসিন্দা মিঠুন সাহা সপরিবারে কুম্ভমেলা ঘুরে এসেছেন। সঙ্গে বাড়তি পাওয়া হিসেবে অযোধ্যার রাম মন্দিরও দেখে নিয়েছেন তিনি। মিঠুনবাবু বলেছেন, ‘ট্রেন থেকে অযোধ্যায় নেমে প্রথমেই রামমন্দির দর্শন করি। কুম্ভমেলায় কীরকম ভিড় হবে তা অযোধ্যা থেকেই টের পাওয়া যায়। এরপর বাসে প্রয়াগরাজে পৌঁছে যাই। সব থেকে অবাক করা বিষয়, কোটি কোটি মানুষের সমাগমের এই কুম্ভমেলা পুরোপুরি প্লাস্টিকমুক্ত। যেখানে খাবারের পাত্রও গাছের পাতা দিয়ে তৈরি।’ কোচবিহারের পুণ্যার্থীরা বলছেন, কুম্ভমেলা ঘুরে আসার জন্য তাঁদের মোটামুটি ১০-১৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। কুম্ভমেলার প্রচুর ভাণ্ডারা রয়েছে। সেখানে বিনামূল্যেই খাবার মেলে। স্থানীয় কিছু কমিটি সেখানে প্রচুর তাঁবু তৈরি করেছে। ঠান্ডায় যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য লেপ, তোষকের বন্দোবস্তও রয়েছে। মাপ অনুযায়ী তাঁবু ভাড়া নিয়ে রাতে ঘুমোনোর ব্যবস্থা রয়েছে। কোচবিহারের মানস ঘোষের কথায়, ‘আমরা নয়জন একটি তাঁবুতে ছিলাম। এক রাতে সেই তাঁবুর খরচ পড়েছে ১৮ হাজার টাকা।’

এন্ট্রি ফি মকুবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রুজিতে টান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : পর্যটকদের সামনে মাদল বাজানোর সুযোগ আর নতুন করে আসবে কি না জানেন না। তাই মাদলটিকে কাপড়ে বেঁধে ঘরের মাচায় তুলে দিয়েছেন মুনিতা ওরাওঁ। এখন থেকে দিনমজুরির কাজই করবেন বলে মনস্থির করেছেন তিনি। পম্পি সেনের দুশ্চিন্তা আরও বেশি। পর্যটকদের থেকে জঙ্গলে এন্ট্রি ফি’র টাকা নেওয়ার সময় বন্যপ্রাণ বিভাগ তাঁর তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী পুশিং সেল করত। এখন হস্তশিল্প সামগ্রী নিয়ে বাইরে বিক্রি করতে গেলে কেউ নেবেন কি না ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

বন দপ্তরের তরফে জঙ্গলে এন্ট্রি ফি তুলে দেওয়ায় দার্জিলিং ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন, জলদাপাড়া ও গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন এমনকি বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব ও পশ্চিম বিভাগের প্রায় ৫৬২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা নিজেদের রোজগার নিয়ে ঘোরতর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সংসার চালানো, ছেলের পড়াশোনার জন্য অর্থের জোগাড় কী করে করবেন সেই চিন্তা এখন তাঁদের ঘিরে ধরেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁদের তৈরি করা শিল্পসামগ্রী বন দপ্তর আগে থেকে মজুত করে রাখত। তারপর পর্যটকদের ২০০ টাকা করে এন্ট্রি ফি নেওয়ার সময় এক একটি শিল্পসামগ্রী ১০ ও ৩০ টাকায় পর্যটকদের কাছে পুশিং সেল করে দিত। এখন এন্ট্রি ফি বন্ধ হওয়ায় গোষ্ঠীগুলির সেই রোজগার কমেছে। মূর্তি এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রাম ওরাওঁ একজন লোকশিল্পী। পর্যটকরা জঙ্গল সাফারিতে এলে মাদল বাজিয়ে যে রোজগার হত তা থেকেই তিনি সংসার চালাতেন। তবে এখন এন্ট্রি ফি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কীভাবে রোজগার করবেন ভেবে পাচ্ছেন না রাম। তাই এখন থেকেই বিকল্প রোজগারের চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

ডুয়ার্সের মূর্তিতে মাদল বাজিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাচ-গান পরিবেশন।

> পর্যটকদের এন্ট্রি ফি মকুব করা হয়েছে। গ্রুপগুলির বিকল্প রোজগারের জন্য রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে।
>
> **- দ্বিজপ্রতিম সেন** ডিএফও
> **গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ**

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগে ২৫টি, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগে ১২টি, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণ বিভাগে ১৯৩টি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি পুরুষদের বাকিগুলি সবই মহিলাদের, বক্সা বাঘবনের পূর্ব বিভাগে ১০৩টির মধ্যে ৯৭টি মহিলা গোষ্ঠী এবং বক্সা বাঘবনের পশ্চিম বিভাগে মহিলাদের ২২৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি মহিলা ও পুরুষ সদস্যের উপার্জনের উপর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নির্ভরশীল।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বললেন, ‘পর্যটকদের এন্ট্রি ফি মকুব করা হয়েছে। গ্রুপগুলির বিকল্প রোজগারের জন্য রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে।’

মমতাজুল পুলিশের জালে

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, বুধবার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়ায় গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁকে প্রথমে আটক করে পুলিশ। জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মমতাজুল মূলত ইসলামপুরের বাড়িতেই থাকতেন। কখনো কখনো মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁচাকালী এলাকায় ভাড়া ঘরে থাকতেন। হঠাৎ এদিন তিনি গ্রামের বাড়িতে ঢুকতেই পুলিশ হাজির হয়। সকালে তাঁকে পুলিশ পাকড়াও করতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। গ্রামবাসীরা সকলেই জানতেন বেশ কিছুদিন ধরে মমতাজুলকে ট্যাব কাণ্ডে খুঁজছে পুলিশ। ওই এলাকারই বাসিন্দা প্রাথমিক শিক্ষক দিবাকর দাসকে ইতিমধ্যে ট্যাব কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিবাকর গ্রেপ্তার হওয়ার পরই এলাকা ছেড়ে উধাও হয়েছিলেন মমতাজুল। ১৮ নভেম্বর থেকে মেডিকেল লিভ নিয়েছিলেন তিনি।

ট্যাব কেলেঙ্কারির অন্যতম হটস্পট বলে চোপড়ার ঘিরনিগাঁওকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, মমতাজুল চোপড়ায় শাসকদলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার স্নেহভাজন ছিলেন। দলের শিক্ষক সংগঠনেও তিনিই ছিলেন শেষ কথা। ফলে মমতাজুল ইস্যুতে অস্বস্তি বাড়ছে ঘাসফুল শিবিরে। তৃণমূলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের (নাথু) প্রতিক্রিয়া, ‘একজন শিক্ষকের এই ধরনের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া দুর্ভাগ্যজনক। এমনটা কাম্য ছিল না। দলীয় স্তরেও বিষয়টি আমরা দেখছি।’

ফের আশায় নজর কেন্দ্রীয় বাজেটে

এখনও পূরণ হয়নি পুরোনো প্রতিশ্রুতি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ জানুয়ারি : আরও একবার প্রত্যাশা নিয়ে শনিবারের জন্য অপেক্ষায় শিল্প-বাণিজ্য মহলের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেটের ঝুলি থেকে কী ‘উপহার’ বের করেন, সেদিকে এখন নজর সকলের। ‘এটা চাই’, ‘ওটা চাই’ বলে দাবিও জোরালো হচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু বাস্তবে কী সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় প্রত্যাশার বাজেট? শিল্প-বাণিজ্য থেকে পর্যটন মহল সকলেই বাজেটকে ‘আশ্বাসের বৃত্তে’ রাখছে। এর মূলে রয়েছে অনেক কিছু না পাওয়ার যন্ত্রণা। তাই বাজেটে নজর থাকলেও, তার প্রতিফলন নিয়ে সন্দেহ দূর হচ্ছে না।

’২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মুখে নির্মলা সীতারামন অন্তর্বর্তী যে বাজেট পেশ করেছিলেন, তাতে পর্যটনে দখিনা বাতাস লাগার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। তাঁর প্রস্তাবিত বাজেটে পর্যটনের ক্ষেত্রে ‘কর্পোরেট ধাঁচ’-এর স্পর্শ ছিল। শিলিগুড়ি সহ এই অঞ্চলে হওয়া জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রভাব আন্দাজ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে দু’হাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিল পর্যটন মহল। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে কর্পোরেট ধাঁচ অন্তঃসারশূন্য ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না।

> **না পাওয়ার হিসাব**
>
> - বাস্তবের মুখ দেখেনি ইন্টিগ্রেটেড ট্যুরিজম সার্কিট
> - বর্ডার ট্যুরিজমে সিকিম আর্থিক সাহায্য পেলেও ব্রাত্য বাংলা
> - কর্পোরেট ধাঁচের থেকে বাইরে উত্তরের পর্যটন
> - এমএসএমই-র জন্য এখনও গড়ে ওঠেনি বিপণনকেন্দ্র
> - ডিজিটালাইজেশন থেকে আলোকবর্ষ দূরে কৃষিক্ষেত্র

হোমস্টের ক্ষেত্রে বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট প্রশিক্ষণ এবং চালকদের ট্রেনিং ছাড়া এখনও পর্যন্ত পর্যটনমন্ত্রকের তেমন কোনও উদ্যোগ নজরে পড়েনি। তাও এমন উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নিচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি। ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম বা পর্যটনের জন্য সীমান্ত এলাকাগুলির উন্নতিসাধনের প্রস্তাব ছিল বাজেটে। কিন্তু বাস্তবে সিকিম কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেলেও উত্তরবঙ্গের খাতা শূন্য। এমনকি ইন্টিগ্রেটেড ট্যুরিজম সার্কিটও এখন হয়নি। অর্থাৎ নেচার (পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাই) হেরিটেজ (কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর) এবং কোস্টাল (পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ট্যুরিজম সংক্রান্ত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না।

কর্পোরেট ধাঁচ বলতে প্রথমেই সামনে আসে অর্গানাইজিং, প্রফেশনালিজম। কিন্তু বাস্তব বলছে, পর্যটনের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি গ্রহণ করতে পারেনি কেন্দ্র। যে কারণে ডেটা ব্যাংক নেই সব ক্ষেত্রে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বললেন, ‘গত বছরের বাজেট দেখে প্রত্যাশা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেককিছুই পাওয়া যায়নি। এমনকি নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে এখন আর ডাক আসে না।’

গতবারের বাজেটে শিল্প ঘিরেও ছিল বিস্তর প্রত্যাশা। এমএসএমই’র ক্ষেত্রে মার্কেট তৈরির প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু কোথায় সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। এখনও পণ্য বিক্রি করতে কালঘাম ছুটছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন হয়নি। ফলে চাষির ‘শিক্ষার পরিধি’ যেমন বাড়েনি, তেমনই তাঁরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাইরের মার্কেটে নিয়ে যেতে পারছেন না। বাজেট প্রস্তাবে থাকা শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়নে ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন এবং ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইবিউনালের পরিবর্তন ঘটিয়ে ই-কোর্টের কী হল, কেউ জানে না।

বিষয়টি নিয়ে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন চেয়ারম্যান (উত্তরবঙ্গ জোন) সঞ্জিত সাহার বক্তব্য, ‘অনেকাংশেই বাজেটের প্রতিফলন বাস্তবে ঘটেনি। যার জন্য এই অঞ্চলে যে শিল্প সম্ভাবনা রয়েছে, তা সঠিক দিশা পাচ্ছে না। আর্থিক সহ নানা দিক দিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে শিল্পপতিদের।’ তবে এতকিছুর পরেও শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটের ঝুলির দিকে নজর রাখবে উত্তর একথা বলাই যায়।

ছোট্ট তারা

প্রাচ্য সরকার আলোকতীর্থ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি ও কুইজে তার একাধিক পুরস্কার রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে।

তুফানগঞ্জে তরুণের হাতে আক্রান্ত প্রৌঢ়

তুফানগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় এক প্রৌঢ় শারীরিক হেনস্তার শিকার হলেন। সোমবার তুফানগঞ্জ শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিধানপল্লির তুঁত ফার্ম এলাকায়। খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ওই রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে অভিযুক্তের মায়ের দাবি।

ওই এলাকার বাসিন্দা ও মুদিখানার মালিক নিশিকান্ত সন্ন্যাসী। কয়েকমাস আগে তুঁতফার্ম এলাকায় বহিরাগতদের অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তারপর থেকে প্রতিবেশী এক তরুণের ক্ষোভের মুখে পড়েন। আর সেইদিন ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নিশিকান্তর কথায়, 'অন্যদিনের মতো সোমবার রাতে দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে ভিতরে টাকা গুনছিলাম। আচমকা শুনি বাড়ির গেটে ভাঙচুরের শব্দ। সেই সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ। আমি বেরিয়ে থামাতে গেলে আমার মাথায় ওই তরুণ আঘাত করে। বাড়ি ভাঙচুর শুরু করে। মন্দিরও বাদ যায়নি।' পরে স্থানীয় বাসিন্দারা নিশিকান্তকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও অভিযুক্তর মায়ের দাবি, 'মারধরের অভিযোগ ভুয়ো। আমার ছেলেকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

সোমবার খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন ঘটনাস্থলে যান। অভিযুক্ত তরুণের শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ থানায় নিশিকান্ত লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করছে।

কোচবিহারে আয়ুষমেলা শুরু হল

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহারে আয়ুষমেলা শুরু হল। বুধবার নরনারায়ণ রোডে ডেপুটি

কোচবিহারে পদযাত্রা। -সংবাদচিত্র

সিএমওএইচ-৩'র কার্যালয়ে ৪০টি স্টল বিশিষ্ট এই মেলার উদ্বোধন হয়েছে। জেলা শাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস সহ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক জানিয়েছেন, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এধরনের কর্মসূচি। তিনদিনব্যাপী আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি নিয়ে সচেতনতামূলক নানা অনুষ্ঠান চলবে।

সাহায্য

তুফানগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : বাকি দশজনের থেকে একটু অন্যরকমভাবে নিজের জন্মদিন পালন করলেন বাপি ডাকুয়া। ২৯তম জন্মদিনে তিতাস চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা এলাকায় নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় দুঃস্থদের হাতে। বাপি জানান, মোট ১৪০ জনকে সাহায্য করা হয়েছে।

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে সৃষ্টিশ্রী মেলায় কেনাকাটা চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

বাড়ির ভাবনায় গৃহিণীরা

তাঁর পরিচয়ের সঙ্গে জুড়ে আছে বাড়ি। তাই তিনি গৃহিণী এবং গৃহকর্ত্রী। অথচ একটা সময় ছিল যখন বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে বাড়ির মেয়েদের মতামতের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না। দিন বদলেছে, মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। গুরুত্ব বেড়েছে মেয়েদের মতামতের। আজকাল বাস্তুশাস্ত্র মেনে তৈরি হচ্ছে বাড়ি। আর সেই বাড়ি তৈরির প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে গৃহিণীদেরই দেখা যাচ্ছে অগ্রণী ভূমিকায়, আলোকপাত করলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : কোচবিহার শহরে শুধুমাত্র পুরসভা এলাকায় প্রায় ৫০টার মতো বাড়ির প্ল্যান পাশ হয় প্রতি মাসে। বাড়ির এই প্ল্যান যাঁরা করেন সেরকম কয়েকজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল গত ১৫-২০ বছর আগেও বাড়ির কোথায় কী হবে সেই বিষয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতেন না বাড়ির মহিলারা। তখন তাঁদের মোটামুটি শোয়ার ঘর, একটা বসার ঘর, ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা আর একটা বারান্দা। এরকম হলেই চলে যেত। কিন্তু আজকাল জমি কেনাই হোক বা ফ্ল্যাট সব ক্ষেত্রেই বাড়ির পুরুষ আর মহিলা একইসঙ্গে এসে তা দেখে কোথায় কী হবে সেগুলো আলোচনা করে নেন। বাড়িতে ক'টা বাথরুম হবে, ক'টা ঘর থাকবে কোন ঘরটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে? রান্নাঘর কোথায় হবে, এসবই ভীষণভাবে চিন্তাভাবনা করে ঠিক করেন বাড়ির মহিলারা।

সময় আর রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে ঘরের নামগুলোও আজকাল

বদলে গিয়েছে। শোয়ার ঘর হয়েছে মাস্টার বেডরুম, রান্নাঘর হয়েছে কিচেন, ড্রয়িং রুম আজকাল লিভিং রুমে পরিণত হয়েছে, বাথরুম পরিবর্তন হয়ে টয়লেট থেকে আজকাল নাম হয়েছে রেস্ট রুম। সেইসঙ্গে আছে সাজগোজ করা বা পোশাক পরিবর্তনের জন্য অ্যান্টি রুম। যাঁদের বেশ অনেকটা জায়গা তাঁরা গেস্ট রুমও বানিয়ে রাখছেন।

যাঁরাই আজকাল নতুন বাড়ি করছেন তাঁদের বেশিরভাগই কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র মেনে বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা করছেন, জানালেন সিভিল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার মানবকুমার বসু। তাঁর মতে, 'কিছু বছর আগেও বাড়ির প্ল্যান ঠিক করতেন বাড়ির পুরুষরা। কিন্তু আজকাল বাড়ির প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলাই কিন্তু বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেওয়ার সময় বাস্তু অনুযায়ী কোন কোনায় কী থাকা উচিত সেদিকটায় ভীষণ জোর দিয়ে প্ল্যান করছেন।' তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা

শেয়ার করতে গিয়ে বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা এই বিষয়ে বেশ পড়াশোনা করে আসছেন। বাড়ি তৈরির ব্যাপারে মহিলারা আজকাল যথেষ্ট সচেতন। যদিও সব জমিতে বাস্তু একশো শতাংশ মানা যায় না তবে মোটামুটি আশি শতাংশ বাস্তু মেনেই আজকাল কাজ করা হয়।'

২০২১ সালে বাড়ি তৈরি করেছিলেন মীনাক্ষী প্রামানিক ও মৃণাল দাস। পেশায় দুজনেই স্কুল শিক্ষক। বাড়ির কোথায় কী হবে, থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুই নিজের পছন্দমতো করেছেন বলে জানালেন মীনাক্ষী। বাড়ি তৈরির সময় জোর দিয়েছিলেন বাস্তুর ওপরে। বললেন, 'সেইমতো ঠাকুরঘর উত্তর-পূর্ব কোণে করেছি। সিঁড়ির মুখও পশ্চিম দিকে এবং সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয় ঘড়ির কাটার বিপরীতে।'

গোলবাগান এলাকায় বছরখানেক আগে ফ্ল্যাট কিনেছেন প্রজ্ঞা সাহা। ডাক্তার স্বামীর চাইতে তিনিই বেশি জড়িত ছিলেন বাড়ি তৈরির সময়। জানালেন, যেহেতু ফ্ল্যাট, সেই কারণে বাস্তু খুব বেশি মানা সম্ভব হয়নি। সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় মাস্টার বেডরুম এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় রান্নাঘর থাকা উচিত।

বদলের হাওয়া

- বাড়ি তৈরি নিয়ে ১৫-২০ বছর আগেও মাথা ঘামাতেন না বাড়ির মহিলারা
- তখন শোয়ার ঘর, বসার ঘর, ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, বাথরুম হলেই চলে যেত
- শোয়ার ঘর হয়েছে বেডরুম, রান্নাঘর কিচেন আর ড্রয়িং রুম এখন লিভিং রুম
- বাথরুম পরিবর্তন হয়ে টয়লেট থেকে আজকাল নাম হয়েছে রেস্ট রুম
- পোশাক বদলের জন্য অ্যান্টি রুম আর গেস্ট রুমও তৈরি হচ্ছে

সেরকম কোনও জায়গা না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে রান্নাঘর হয় পূর্বমুখী নয় দক্ষিণমুখী হবে। কিন্তু আমার রান্নার জায়গাটা ওরা পশ্চিম দিকে করেছিল। সেটাকে আমি পূর্ব দিকে করে নিয়েছি। তবে মাস্টার বেডরুম ঠিক জায়গাতেই আছে।

খুব শখ করে ২০১৯-এ গুড়িয়াহাটি রোডে বাড়ি বানিয়েছেন ঝুমা এবং সুব্রত ধর। স্বামীর বক্তব্য ছিল, তোমার বাড়ি তুমি তোমার মনের মতো করে গুছিয়ে নাও। তাই বাড়ির প্ল্যান থেকে শুরু করে সবকিছুই সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করে করেছেন ঝুমা। 'বাথরুম হয় পশ্চিম, নয় উত্তর দিকে করা উচিত। অগ্নিকোণ ঈশানকোণ বাদ দিয়ে বাথরুম বানাতে হবে। সম্পূর্ণ বাস্তু মেনে বাড়িটা সেভাবে তৈরি করেছি। আলাদা করে ঠাকুরঘর করিনি লিভিং রুমের মধ্যেই ঠাকুরের জায়গা রয়েছে যাতে ঘরে ঢুকতে বা বেরোতে গেলেই ঠাকুরের মুখ দেখা যায়।'

> আজকাল বাড়ির প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলাই কিন্তু বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেওয়ার সময় বাস্তু অনুযায়ী কোন কোনায় কী থাকা উচিত সেদিকটায় ভীষণ জোর দিয়ে প্ল্যান করাছেন।
>
> **মানবকুমার বসু**, *সিভিল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার*

অপরাধের প্রতিবাদে আমরা-ওরা নয়

কোচবিহার এখনও শান্তিপ্রিয় জেলা। দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলার থেকে অনেক শান্ত রয়েছে আমাদের জেলাটি। একে অপরের আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি বসবাস করেন জেলার অধিবাসীরা। রাজনৈতিক সংঘর্ষ ব্যতিরেকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবশ্যই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কিন্তু সময়মতো এর লাগাম টেনে ধরলে এই ধরনের ঘটনা কমতে বাধ্য, লিখেছেন **আলি মোস্তাফা**।

খোলা জানালা

খবরের কাগজে মাঝে মাঝেই জেলাজুড়ে খুনখারাবির খবর দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের অপরাধগুলোর বেশিরভাগ রাজনৈতিক হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলাফলেও ঘটতে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। কোথাও একা থাকা বা রাত্রিবেলা একা বা দুজন মিলেও যাতায়াত করার ক্ষেত্রে দু'বার ভাবতে হচ্ছে।

কয়েক বছর থেকেই রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও খুন যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলায়। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রোশ, ছিনতাই বা খুবই ছোটখাটো কারণে হত্যা বা হামলা, জনগণের স্বাধীন জীবনযাপন ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। সম্প্রতি চকচকা, ডাউয়াগুড়ি এলাকায় একাধিক খুনের ঘটনা জেলাবাসীকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

অনেকক্ষেত্রেই মাদক দ্রব্যের প্রয়োজনে একে অপরকে খুন করছে। কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হিংসা কিংবা সম্পত্তির বিবাদ। কোনও ক্ষেত্রে আবার প্রেমঘটিত রাগ থেকে হামলা বা খুন। কোথাও আবার রাগের মাথায় নিজের মাকে হত্যা, কোথাও আবার টাকার জন্য নিজের বাবা, ভাইকে হত্যা। অর্থাৎ কারণ যাই হোক না কেন, বিচার বা ফলাফলের অপেক্ষা না করে অধৈর্য হয়ে তাৎক্ষণিক সমাধানের উদ্দেশ্যে নিজেই হামলা বা হত্যা করছে অপর পক্ষকে। এটা একদিকে নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। অন্যদিকে রয়েছে, মাদকাসক্তির ফলাফল।

এই ব্যাপারে পুলিশ, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষেরও একটু সক্রিয় হয়ে ওঠা দরকার। প্রথমত, যে কোনও ধরনের হত্যা বা হামলা, দলমত না দেখে, আমরা-ওরা না দেখে উপযুক্ত তদন্ত ও শাস্তি হওয়া দরকার এবং পুলিশের সাফল্য ও আদালতের বিচার বেশি বেশি

ডাঃ অমিতাভ কুমার
কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট
MBBS, MS (General Surgery)
FIAGES, M.Ch. (Urology), Delhi
Reg. No. WBMC - 95145
রোগী দেখবেন শনিবার (01 Feb.'25)
সিদ্ধি বিনায়ক মেডি স্টোর্স
70013 42290 / 99320 92654
সুনীতি রোড (পোদ্দার নার্সিং হোমের নিকট), কোচবিহার

প্রচারে আনা দরকার। এর ফলে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিরা অপরাধ করার আগে দশবার ভাববে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। আমরা-ওরা না দেখে যে কোনও হত্যা বা হামলার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রতিবাদ ও শাস্তির দাবি তোলা দরকার। তা নাহলে নিজের ঘরেও একদিন এই অপরাধ পৌঁছে যাবে, কিন্তু তখন হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

তৃতীয়ত, মানবিক ও নৈতিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। নাগরিক সমাজ ও প্রশাসনকেও এটা বেশি করে প্রচার করতে হবে যে আমরা একটা সুস্থ সমাজ চাই, যেখানে মানুষ ন্যায্য অধিকার ও সুবিচার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। যে কোনও অনৈতিক কাজের জন্য মানুষ যেন পুলিশ, প্রশাসন ও আদালতের উপর ভরসা রাখে।

চতুর্থত, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে আরও বেশি কঠোর হতে হবে। সাম্প্রতিককালে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে কোচবিহারের নাম বারবার উঠে আসছে। এছাড়া বেশিরভাগ হত্যা, হামলা ইত্যাদির

> চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ইত্যাদির ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে আরও বেশি কঠোর হতে হবে। সাম্প্রতিককালে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের ব্যাপারে কোচবিহারের নাম বারবার উঠে আসছে।

পিছনে মাদকদ্রব্য বা মাদকাসক্তির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাই নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

কোচবিহার জেলার একটা সুন্দর ইতিহাস আছে। বয়স্কদের কাছে জানতে পারি, রাজার আমলে কোচবিহারে শান্তি বিরাজ করত। শিক্ষাদীক্ষাতেও এগিয়ে ছিল কোচবিহার। প্রকৃতপক্ষে কোচবিহার এখনও শান্তিপ্রিয় জেলা। দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলার থেকে অনেক শান্ত রয়েছে আমাদের জেলাটি। একে অপরের আত্মীয়ের মতো পাশাপাশি বসবাস করেন জেলার অধিবাসীরা।

রাজনৈতিক সংঘর্ষ ব্যতিরেকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা অবশ্যই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। কিন্তু সময়মতো এর লাগাম টেনে ধরলে এই ধরনের ঘটনা কমতে বাধ্য।

তাই অপরাধপ্রবণতা কমাতে এখনই পুলিশ, প্রশাসন ও জনগণের আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠা দরকার।

পাড়ায় পাড়ায়

মেখলিগঞ্জ

নিকাশিনালা সাফাইয়ের দাবি বাজারে

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ মাছ বাজারের পেছনের নিকাশিনালায় জমেছে আবর্জনা। সেই আবর্জনা সাফাইয়ের দাবি তুলেছেন বাজার এলাকার বাসিন্দারা। ওই নিকাশিনালার সামনেই রয়েছে পানীয় জলের কল। তার পাশে রয়েছে রাম মন্দির। রোজ প্রচুর মানুষ সেখানে আসেন। তাছাড়াও এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ ওই জলের কল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে থাকেন। আবর্জনা থেকে গন্ধ আসায় সমস্যায় পড়ছেন পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রাম মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীরাও। স্থানীয় বাসিন্দারা সপ্তাহে অন্তত দু'দিন নিকাশিনালাটি সাফাইয়ের দাবি জানিয়েছেন।

পাশাপাশি মাছ ব্যবসায়ীদের একাংশও যাতে সচেতন হয়ে কার্টন নিকাশিনালায় না ফেলেন সেই দাবিও তোলা হয়েছে। পথচারী স্বাধীন দাস বলেন, 'এলাকায় রাম মন্দির থাকায় প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থী সেখানে আসেন। নিকাশিনালার দুর্গন্ধে সেখানে টেকা মুশকিল। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন ওই নিকাশিনালাটি পরিষ্কার করলে ভালো হয়।'

পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল দাস বলেন, 'নালা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। নালার নির্গমন পথ না থাকায় ও নীচটি পাকা না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি দেখা হবে।'

দিনহাটা

টাইমকলে জল অপচয়

দিনহাটা, ২৯ জানুয়ারি : দিনহাটা পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে পানীয় জল অমিল। অন্যদিকে আবার অনেক ওয়ার্ডের টাইমকলে বিবকক না থাকায় দু'বেলা জল অপচয় হচ্ছে। মূলত দিনহাটা পুরসভার ৮, ১৪, ১৫, ৯ নম্বর সহ একাধিক ওয়ার্ডের টাইমকলে বিবকক না থাকায় জল অপচয় হচ্ছে। পুরসভাও বিষয়টি জানে। কিন্তু পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হল, বিবকক লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই চুরি হয়ে যায়। যদিও স্থানীয় সমাজকর্মী সিদ্ধেশর সাহা এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'এভাবে জল অপচয় কখনোই উচিত নয়। এবিষয়ে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

তবে পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দীর কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রেই বিবকক লাগানোর পর মুহূর্তেই তা কেউ খুলে নিয়ে যাচ্ছে। এরপরেও আমরা এবিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।'

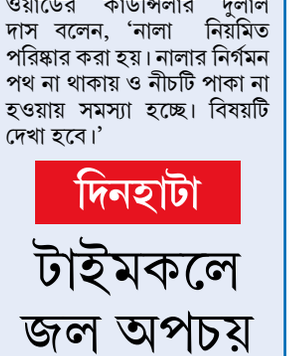

তথ্য : প্রসেনজিৎ সাহা ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	৪

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১৩
ও পজিটিভ	১০

আগুন নেভানোর মহড়া হাসপাতালে

তুফানগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : বুধবার তুফানগঞ্জ দমকলকেন্দ্রের উদ্যোগে মহকুমা হাসপাতালে আগুন নেভানোর মহড়া হল। এদিন হাসপাতালের ডাক্তার, সেবিকা, কর্মীদের আপৎকালীন মুহূর্তে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কীভাবে চালনা করবেন তা তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া হয়। দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনয় সরকার জানান, জরুরিকালীন মুহূর্তে হাসপাতালে আগুন লাগার দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এই মহড়ার ব্যবস্থা। হাসপাতালের এক কর্মী জানান, আগামী দিনে এই প্রশিক্ষণ জরুরিকালীন মুহূর্তে প্রাথমিক মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আলো কমানোর ভাবনা মদনমোহন মন্দিরে

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৯ জানুয়ারি : মদনমোহনের ভাণ্ডারে যেন ভাঁড়ে মা ভবানী। মন্দিরে ভোগের চাল, ডাল কেনা তো বটেই, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্যান্ডেল সহ আনুষঙ্গিক খরচের বেশিরভাগ টাকা বকেয়া পড়ে আছে। কারণ, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অর্থ সংকট। মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদ্যুতের বিল।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সূত্রে খবর, গত বছর মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সাদা রংয়ের স্ট্রিট লাইটের বিল হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। এছাড়া বাহারি রংয়ের লাইটের বিল এসেছে ৭৫ হাজার টাকা। এরপর গত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে আরও প্রায় ৫৪ হাজার টাকার।

এই বিপুল পরিমাণ ইলেক্ট্রিক বিল আসায় চাপে পড়েছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। তহবিলে এত টাকা নেই বিল মেটানোর। ফলে দীর্ঘ সময় এত আলো জ্বালিয়ে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্য তথা কোচবিহার সদরের মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ব্যাপারটি নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। বৈরাগীদিঘির চারপাশে বাহারি রংয়ের লাইটগুলো রাত এগারোটার পর বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এলাকার বাসিন্দা অনেকেরও অভিযোগ, রাত দশটা-এগারোটার পরে ওই আলোগুলো জ্বালিয়ে রাখার যৌক্তিকতা নেই। এতে ট্রাস্টের অর্থের পাশাপাশি বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, সারারাত

বৈরাগীদিঘির বাহারি আলোয় কোপ পড়তে পারে। -সংবাদচিত্র

> বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। বৈরাগীদিঘির চারপাশে বাহারি রংয়ের লাইট রাত এগারোটার পর বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
>
> **কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়**, *মহকুমা শাসক*

অহেতুক আলো জ্বালিয়ে রাখার কি সত্যি কোনও অর্থ আছে? বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মী সোমনাথ ভট্টাচার্য।

২০২৩ সালে দুর্গাপুজোর আগে বাহারি আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল কোচবিহারের বৈরাগীদিঘির চারপাশ। সন্ধে হলে দিঘির আলোগুলো জ্বলে উঠলে দেখতে অসাধারণ লাগে। আলোয় উজ্জ্বল দিঘির সামনে দাঁড়িয়ে তখন ছবি তোলা, রিলস বা ভিডিও বানানো ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পর্যটকদের কাছেও এলাকাটি বেশ আকর্ষণীয়। নির্দিষ্ট সময় সেট করে রাখার কারণে বিকাল পাঁচটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কয়েকশো ওই আলো জ্বলতে থাকে।

সময় বদলে দিতে অবশ্য কোনও সমস্যা নেই। বৈরাগীদিঘি সাজিয়ে দিয়েছিল কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী ওই সংস্থা আলোয় টাইমার সেট করেছিল। কেএমডিএ সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রশাসন বললে তাদের সময় পরিবর্তন করে দিতে কোনও অসুবিধা নেই।

চূড়ান্ত পর্বে প্রস্তুতির পরামর্শ

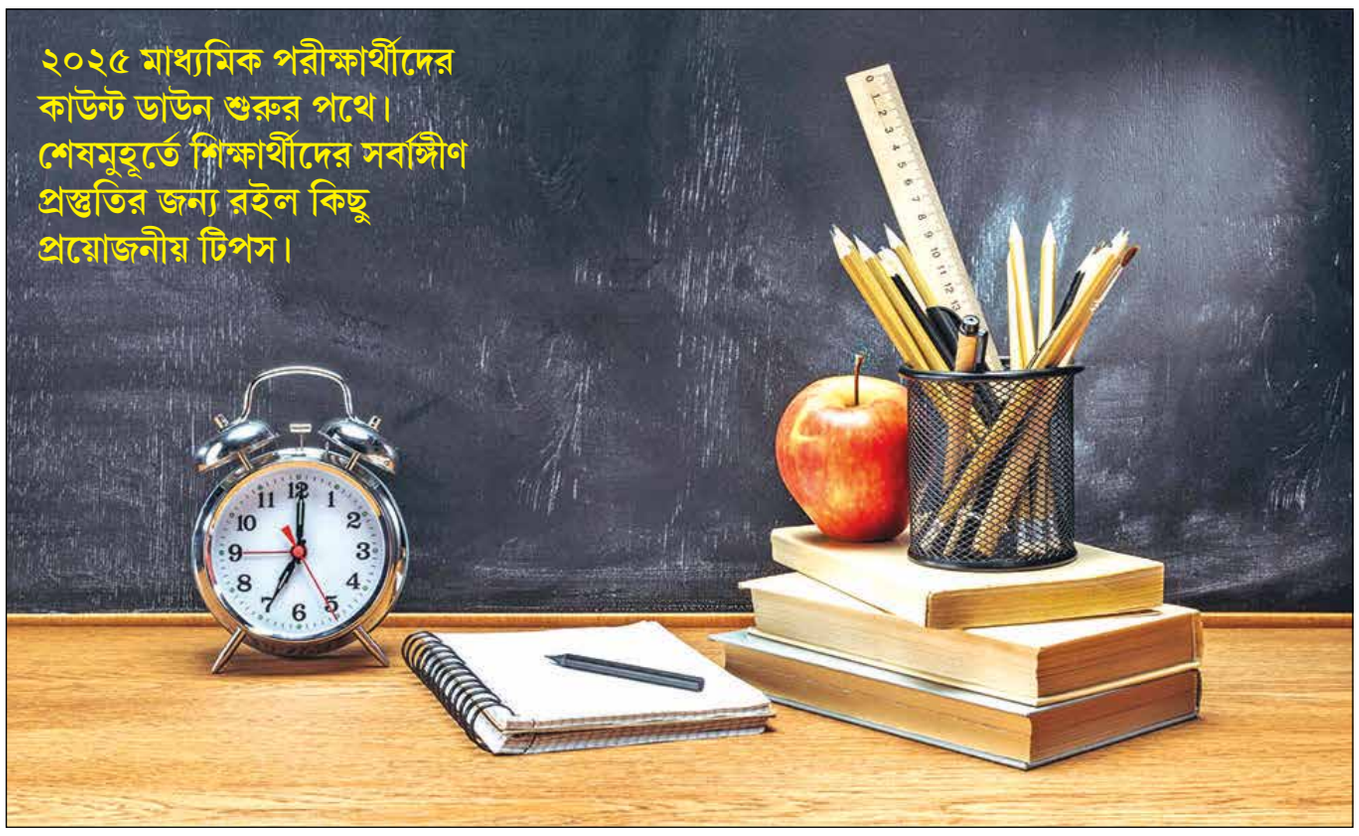

সুপর্ণা দত্ত
প্রধান শিক্ষক
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

ছাত্রছাত্রীদের কাছে মাধ্যমিক তথা বোর্ডের পরীক্ষা জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। স্বভাবতই, মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছু অনিশ্চয়তা ও চিন্তার মধ্যে থাকে। জীবনের এই প্রথম বড় পরীক্ষার ঠিক প্রাকমুহূর্তে কীভাবে পড়তে হবে এবং প্রস্তুতি নিতে হবে সেই সম্বন্ধে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ধারণা থাকে না, ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অহেতুক ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু, তোমরা কি জানো, শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রমই ৯০ শতাংশের বেশি স্কোর পাওয়ার চাবিকাঠি নয়। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই পড়ছ! তোমাদের কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে তোমাদের কিছু স্মার্ট কাজ করতে হবে, যা হতে পারে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় চমৎকার নম্বর পাওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি।

যেহেতু তোমাদের প্রস্তুতিপর্ব এখন শেষপর্যায়ে সেহেতু এই সময়টুকু তোমাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে খুব অল্প সময়ে তোমাদের গোটা বছরের পরিশ্রমকে তোমরা খুব সুন্দরভাবে রেজাল্ট-এর মধ্যে তুলে আনতে পারবে।

পড়াশোনার সঠিক পরিকল্পনা করো

অনেক সময় ধরে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করবে না। এমন একটা সময়সূচি তৈরি করো, যাতে তোমাদের প্রতিদিনের রুটিন অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রতি ৪৫-৫০ মিনিট অধ্যয়নে একটু বিরতি যোগ করো। সময়সূচির সাহায্যে প্রতিটি বিষয়ে নিজের সময় ভাগ করে নিতে পারো। এছাড়া, এটি তোমাদের টাইম ম্যানেজ করতেও সাহায্য করবে। নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নাও কোন বিষয়ে সময় একটু বেশি দিতে হবে।

বিষয়কে ছোট খণ্ডে ভাগ করে পড়ো

মাধ্যমিকের সব বিষয়ের সিলেবাসকে ছোট ছোট খণ্ডে বা বিষয়ভিত্তিক ভাগ করো। এরপর তোমাদের সময়সূচি অনুযায়ী সেগুলো প্রস্তুত করো। এখন যেহেতু শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তাই যে বিষয়গুলোতে একটু সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে আর একবার চেষ্টা করো সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও ভালো এবং গভীরে বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাও। অতঃপর পরীক্ষার সময় তোমাদের চাপ কমবে।

সঠিক উত্তর লেখার অভ্যেস করো

বোর্ড পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের বেশি অর্জন করার লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল- সঠিকভাবে উত্তর লেখা। পরীক্ষা প্রস্তুতির শেষপর্যায়ে রিভিশন টাইমে

মাধ্যমিক ২০২৫

শুধুই পড়লে হবে না, একইসঙ্গে উত্তর গুছিয়ে লিখতে জানতে হবে। এগুলো তোমাকে শেষ সময়ে যে কোনও বিষয়ের কুইক গ্লান্স নিতে সাহায্য করবে।

কঠিন বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দাও

সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে আরও একবার চিহ্নিত করো ও সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহকে শ্রেণিবিভাগ করো। খুব নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়গুলোর প্রতিটি অধ্যায় থেকে ঠিক কত নম্বরের প্রশ্ন আসবে তার সঠিক তথ্য যদি তোমরা খেয়াল রাখো, সহজেই তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

বারবার রিভাইস দাও

প্রতিদিন তোমাদের কাজের রিভিশন করো। এটি তোমাদের স্মৃতিশক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। তোমরা যদি প্রতিদিনের রিভিশনকে অবহেলা করো তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিন রিভিশন করা শুধু তোমাদের শেখার ক্ষমতাকে তীক্ষ্ণ করে না, বরং তোমাকে এমন আরও দুর্বল জায়গাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে সাহায্য করবে যা তোমরা আগে লক্ষ করোনি।

পাঠ্যবই পড়ো

মেইন টেক্সট বই থেকে কোনও ধারণা বা বিষয় ছেড়ে না যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করো। টেক্সট বুক শুধু বোর্ড পরীক্ষার জন্য নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও বেস কনটেন্ট রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনও রেখাচিত্র, উদাহরণ, টেবিল বা গ্রাফ যেন বাদ না পড়ে, কারণ সেগুলি তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র দেখে নাও

বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি যতবার সম্ভব স্যাম্পল প্রশ্নপত্রের সমাধান করার চেষ্টা করো। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মক টেস্ট সমাধান শুধু তোমাকে আরও জোরালোভাবে বিষয়ভিত্তিক কমান্ড করতেই সাহায্য করে না, বরং তোমাদের গতি এবং নির্ভুলতার দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। স্যাম্পল পেপারের মাধ্যমে অধ্যয়ন করার আরও সুবিধা আছে। এটা তোমাদের দুর্বল দিকগুলো কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। আর অবশ্যই প্রতিক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় ধরে তোমাদের পরীক্ষাগুলো দিতে হবে।

সুন্দর জীবনশৈলী বা লাইফ স্টাইল

পরীক্ষার সময় নিজেকে চনমনে রাখা খুবই দরকার। এতদিন পড়াশোনা করার পর তোমাদের শরীরও ক্লান্তি অনুভব করে। তাই প্রতিদিন 6-7 ঘণ্টার ঘুম দরকার। যা এই বিশেষ সময়ে তোমাদের শরীর এবং মনের কার্যকারিতা অর্জন করতে সহায়তা করবে।

তোমাদের বায়োলজিকাল ক্লক এমনভাবে সেট করো যাতে পরীক্ষার যে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট থাকে, ঠিক সেই সময়েই নিজেকে সজাগ এবং সচেতন রাখতে পারো। সম্ভব হলে মক টেস্টগুলো ঠিক ওই সময়টাতেই প্রতিদিন দিতে শুরু করো।

অবশ্যই যে কলম তুমি পরীক্ষার হলে ব্যবহার করবে ঠিক সেই কলম দিয়ে এই সময়ে লেখার অভ্যাস করাটাও ভীষণ জরুরি।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

দিনের শুরুতেই পাঁচ মিনিটের ধ্যান তোমার মনঃসংযোগকে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। বারবার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা মোবাইলের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ফ্যালো। প্রয়োজনে তোমার মোবাইল বাড়ির অন্য কারও হেপাজতে রাখো যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ তুমি মিস না করো, তিনি তোমায় সময়মতো জানিয়ে দেবেন।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি সবারই কমবেশি জানা। তবে এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে রাখা ভালো, পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে শুধুমাত্র ওই পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরীক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসের ওপর। অযথা নিজের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে পরীক্ষার ফল খারাপ করার কোনও যুক্তিই খাটে না।

আশা করা যায় জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিতে তোমরা সহজেই তোমাদের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনেরও প্রত্যেকটা ধাপকে একইভাবে অতিক্রম করতে পারবে।

নিজেকে সবসময় বলবে ‘আমি পারি’

২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিকে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রী জুনাইনা পারভিন রসায়নে ১০০ শতাংশ নম্বর এবং মোট ৯৬ শতাংশ পেয়ে দার্জিলিং জেলায় দ্বিতীয় হয়েছেন। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে পড়াশোনা বিভাগে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি জানালেন তিনি।

❑ প্রথমেই বলব পরীক্ষা যেহেতু সামনেই তাই এই সময় নতুন করে কোনও কিছু পড়তে যেও না। রিভিশন দেওয়ার এই সময়ে আমি মনে করি, পাঠ্যবই থেকে বাইরে নতুন কিছু পড়ার দরকার নেই। তুমি সারাবছর যা পড়েছ তাই পরীক্ষায় আসবে এবং খুব ভালো করে লাস্ট টাইম রিভিশন করে নিতে হবে।

❑ এবার বলি লাস্ট টাইম রিভিশনে কীভাবে সব টপিক কভার করা যাবে। তোমরা জানো যে রসায়ন বিষয়ে বড় প্রশ্ন খুব কম থাকে এবং থাকলেও ছোট প্রশ্ন মিলিয়ে বড় প্রশ্ন বানানো হয় তাই লাস্ট মিনিট রিভিশনে তোমাদের পাঠ্যবইয়ের পেছনে যত ছোট প্রশ্ন থাকে সব পড়বে। আর রিভিশনের বেস্ট মেথড হল প্রশ্ন প্র্যাকটিস করা। এতে পরীক্ষায় তোমাদের প্রশ্ন চেনা ও সলভ করা খুবই সহজ হবে।

❑ organic আর inorganic chemistry-র জন্য আমার মতে ncert-এর যে বই পাওয়া যায় সেটা যদি কেউ পড়ে থাকো তাহলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটা বোনাস পয়েন্ট হাতে ধরে রাখা যায়। আমার ncert-এর বই পড়ে উচ্চমাধ্যমিকে সুবিধা হয়েছে। আর যারা উচ্চমাধ্যমিকের পরে কোনও competetive exam দেওয়ার কথা ভাবছ তারা তো অবশ্যই বইটি পড়বে।

❑ এগজাম হলে যাতে শান্ত ও সুস্থ মস্তিষ্কে পরীক্ষা দিতে পারো তাই বাড়িতেই রুটিন করে অন্তত তিন ঘণ্টা ফুল সিলেবাস টেস্ট দিতে শুরু করে দাও। তাতে তোমার এগজাম হলে ভুল করার প্রবণতা কমে যাবে। আমি নিজে পরীক্ষার আগে এক মাস টানা পরীক্ষা দিতাম এবং কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে সেগুলো আমার mistake diary-তে নোট করে রাখতাম। পরীক্ষার আগের দিন শুধু সেই ভুলগুলোই গুরুত্ব দিয়ে দেখতাম যাতে সেগুলো সংশোধন হয়।

টপার্স টিপস
উচ্চমাধ্যমিক রসায়ন

❑ রসায়নে বিভিন্ন বিক্রিয়া যেমন Sn1, Sn2, E1, E2 ইত্যাদি এগুলো আমি মনে রাখতাম পার্থক্য করে। ফলে কোনও পয়েন্ট ভুলতাম না কখনও। মনে রাখার বুদ্ধি ও চেষ্টা খুব জরুরি।

❑ এবার বলি পরীক্ষার খাতার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে। আমি মাধ্যমিক থেকেই এই বিষয়টা খেয়াল করতাম যে আমার খাতাটা যেন এগজামিনারের মনের মতো হয়। যদি ২ নম্বরের প্রশ্নে শুধু সংজ্ঞা চেয়ে থাকে তাহলে আমি ছোট করে পাশে ১, ২টা উদাহরণ দিতাম। এছাড়াও উত্তর লেখার সময় সুন্দর বুলেট মার্কিং সহ কিংবা কলাম করে সাজিয়ে লেখার চেষ্টা করতাম। তাতে খাতার মান আরও উন্নত হত।

❑ Inorganic-এর জন্য আমি বলব পাঠ্যবইয়ের যত রিঅ্যাকশন আছে সবগুলো ভালোমতো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করে মুখস্থ করতে।

❑ সবশেষে বলব আগের কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র অবশ্যই একবার সমাধান করে নাও। আমি টেস্টে এবং উচ্চমাধ্যমিকের আগেও বারবার রসায়নের প্রশ্ন প্র্যাকটিস করেছিলাম যেটা আমাকে প্রশ্নের প্যাটার্নের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল।

আশাকরি উপরের কথাগুলো কাজে লাগালে তোমাদের পরীক্ষার ভয় কমবে এবং ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিতে পারবে। যখনই হীনমন্যতায় ভুগবে নিজেকে বলবে ‘আমি পারি’, দেখবে তোমরা সব পারবে।

বাংলায় নম্বর তোলার কৌশল

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

‘মাধ্যমিক পরীক্ষা’- শব্দদুটি শুনলেই পরীক্ষার্থীদের মনে আশঙ্কা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি নানান দুশ্চিন্তা ভর করে। তার প্রধান কারণ- এটি তোমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা বা বলতে পারো প্রথম বোর্ডের পরীক্ষায় বসা।

দ্বিতীয়ত, আমরা বড়রা, অভিভাবকরাও এই দুশ্চিন্তাগুলো তোমাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো করানোর জন্য আমরা অনেক বেশিই চাপ দিয়ে ফেলি, তোমাদের যা পরীক্ষার ভীতি আরও বাড়িয়ে তোলে।

আর সবচেয়ে বড় ও প্রধান কারণ, তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি ঠিকমতো না হওয়া। পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের প্রস্তুতি যদি তোমরা ঠিকমতো করো তবে তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হওয়া সুনিশ্চিত। তাই অহেতুক ভয়, দুশ্চিন্তার বশবর্তী না হয়ে কীভাবে প্রস্তুতি সারলে তোমরা আশানুরূপ ফলাফল করতে পারবে সে নিয়েই খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজ করব। পরীক্ষার প্রথম দিন তোমাদের যে বিষয় থাকে, তা হল বাংলা।

পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ো : বাংলা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তোমাদের বহুবিকল্পভিত্তিক (MCQ) প্রশ্ন ১৭ নম্বরের ও সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (SAQ) প্রশ্ন ১৯ নম্বরের থাকবে অর্থাৎ মোট ৩৬ নম্বর তোমার এই অংশ থেকেই পেতে পারো, খুব সহজেই। তার জন্য তোমাদের যা করণীয় তা হল পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া। পাঠ্যবিষয়কে যত বেশি তোমরা আয়ত্ত করতে পারবে তত ভালো নম্বর এই অংশ থেকে তোমরা তুলতে পারবে। এখানে আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, এই ৩৬ নম্বরের উত্তর সঠিক লিখতে পারলে পুরো মার্কসটাই পাওয়া সম্ভব কারণ প্রতিটি প্রশ্নের মান-‘১’ থাকার কারণে নম্বর কাটার কোনও সুযোগ নেই। তাই পাঠ্যবিষয়গুলো খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পড়লে ৯০-এর মধ্যে ৩৬ নম্বর তোলা সহজসাধ্য।

প্রশ্নমান- ‘৩’ : এরপরে, তোমাদের প্রশ্নপত্রে লিখতে হয় ‘৩’ নম্বরের জন্য, যেখানে কমবেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখতে

মাধ্যমিক ২০২৫

হয়। বিগত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করে যা অনুমান করা যাচ্ছে তা হল – ‘নদীর বিদ্রোহ’, ‘অদলবদল’ ও ‘বহুরূপী’- এই ৩টি গল্প গুরুত্বপূর্ণ ও কবিতার ক্ষেত্রে ‘অভিষেক’, ‘আফ্রিকা’, ‘সিন্ধুতীরে’, ‘অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান’ ও ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’ – এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রশ্নমান- ‘৫’ : একইরকমভাবে বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে যা অনুমেয় বা ধারণা তাতে ‘৫’ নম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলি হল – ‘নদীর বিদ্রোহ’, ‘জ্ঞানচক্ষু’ ও ‘অদলবদল’ এবং কবিতার জন্য- ‘আফ্রিকা’, ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘অভিষেক’ ও ‘অসুখী একজন’ গুরুত্বপূর্ণ। নাটক- তোমাদের একটিই আছে ‘সিরাজ-উদদৌলা’ – সেখান থেকে তোমাদের থাকবে – ‘৪’ নম্বরের প্রশ্ন। এরপর আসি প্রবন্ধের বিষয়। তোমাদের পাঠ্যবইয়ে প্রবন্ধ আছে ২টি – ‘হারিয়ে যাওয়া কালিকলম’ ও ‘ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান’ দুটোর মধ্যে অথবা থাকায় যে কোনও একটি লিখলেই ‘৫’ নম্বর পেয়ে যাবে।

বঙ্গানুবাদ : বঙ্গানুবাদে তোমাদের থাকবে ‘৪’ নম্বর। বঙ্গানুবাদ নিয়ে সর্বাগ্রে যেটা মনে রাখার বিষয় তা হল – অনুবাদ যেন ভাবানুবাদ হয়, আক্ষরিক অনুবাদ একেবারেই যেন না হয়। প্রতিটি শব্দের হুবহু অনুবাদ না করে পুরো লাইনটি পড়ে নিয়ে তার অর্থ বুঝে নিজের মতো করে ভাবপ্রকাশ করাই অনুবাদের ক্ষেত্রে কাম্য।

সংলাপ রচনা ও প্রতিবেদন : ‘সংলাপ’ ও ‘প্রতিবেদন রচনা’- উভয়েরই প্রশ্নমান ‘৫’ থাকে। তবে এক্ষেত্রে ‘অথবা’ থাকার কারণে যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে লিখলেই হবে। এই বিষয়গুলি যেহেতু সৃজনাত্মক রচনাশৈলীর অন্তর্গত তাই অবশ্যই বাড়িতে লেখা অনুশীলন করবে। প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে নিয়মগুলি অবশ্যই মেনে চলবে।

ব্যাকরণ : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাংলা পাঠক্রম ও প্রশ্ন কাঠামো অনুযায়ী এখন আর ব্যাকরণের বর্ণনামূলক প্রশ্ন না হওয়ায় তোমাদের ব্যাকরণে নম্বর তোলা খুবই সহজ। প্রথম ‘৩৬’ নম্বরের MCQ ও SAQ-এর মধ্যেই ব্যাকরণের অংশ থেকে প্রশ্ন থাকে। তাই ব্যাকরণের বিষয়গুলো একটু খুঁটিয়ে পড়তে হবে।

প্রবন্ধ রচনা : সবশেষে তোমাদের থাকে ‘প্রবন্ধ রচনা’ যার প্রশ্নমান- ‘১০’। প্রবন্ধ রচনা নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী লেখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের পাঠক্রমে ৫ ধরনের প্রবন্ধ রচনার কথা বলা রয়েছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হল –

১. উপযোগিতামূলক রচনা
২. আত্মকথামূলক রচনা
৩. বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা
৪. পরিবেশবিষয়ক রচনা

সহায়ক পাঠ : সহায়ক পাঠ – ‘কোনি’ থেকে থাকবে ১০ নম্বরের প্রশ্ন। এখানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি –

১. বাংলার সাঁতার দলে কোনির স্থান অর্জনের লড়াই।
২. ক্ষিতীশের বিরুদ্ধে জুপিটারের ষড়যন্ত্র।
৩. দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনির জীবন সংগ্রাম।
৪. জাতীয় সাঁতারের শেষ দিনের বর্ণনা
৫. কোনির জীবনে ক্ষিতীশের অবদান
৬. লীলাবতী- প্রজাপতির অংশ

সবশেষ তোমাদের প্রতি আমার একটিই বিষয় বলা তা হল অযথা ভয় পেয়ে, সহজ বিষয়কে কঠিনভাবে ভেবে সব ভন্ডুল করে বসো না। অন্য সব পরীক্ষার মতো একেও সহজভাবে গ্রহণ করে পরীক্ষায় বসো। তোমরা এতদিন ধরে এত কঠিন, অনুশীলন করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছো- মাথা ঠান্ডা রেখে, ভীতি কাটিয়ে একটু বুঝে উত্তরপত্র করলে ভালো ফল অবশ্যম্ভাবী। আবার পাশাপাশি এও ঠিক এই পরীক্ষার ফল তোমার জীবনের আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও তাকে কখনই জীবন নির্ণায়ক মনে করো না। পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ তোমরা পড়াশোনা করে যে জ্ঞান অর্জন করেছো – সেই জ্ঞানই তোমাদের জীবনের প্রকৃত সম্পদ।

পরীক্ষায় যা লক্ষ রাখবে

- প্রথমেই বলি, পরীক্ষার খাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হাতের লেখা স্পষ্ট হলে তা অনেকাংশেই পরীক্ষার্থীর ভালো প্রতিচ্ছবি বহন করে আনে পরীক্ষকের নিকটে। তাই অযথা কাটাকাটি করবে না, বানানোর শুদ্ধতার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে। পরিমিত মার্জিন ব্যবহার করে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে উত্তরপত্র লিখবে।
- অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় অবশ্যই পূর্ণবাক্য ব্যবহার করবে। একটি শব্দ লিখে উত্তর শেষ করবে না। আবার অযথা বেশি বড় করেও লিখবে না। প্রশ্নে কোনও গল্প বা কবিতার লাইন বা শব্দ কোটেশনে লেখা থাকলে উত্তরপত্রে তা লিখে নিয়ে উত্তর করতে হবে।
- বহুবিকল্পভিত্তিক (MCQ) উত্তর লেখার সময়েও শুধু প্রশ্নের নম্বর লিখে, উত্তর লিখে দেওয়া ভালো পরীক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য কখনই হতে পারে না। তাই অবশ্যই প্রশ্নের নম্বরের পাশাপাশি কোটেশনে থাকা লাইন লিখে উত্তর করতে হবে।
- সংক্ষিপ্তি প্রশ্নের উত্তর কমবেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে লিখতে হয়। ১০ শতাংশ কমবেশি হলে অসুবিধা নেই।
- রচনাধর্মী উত্তর লেখার সময় চরিত্র বা নামকরণের কোনও প্রশ্ন থাকলেও সেটা attend করা, স্কোর তোলার ক্ষেত্রে অনেকটাই উপযোগী হবে কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তরে কিছু Points দেওয়া যায়।
- সংলাপ ও প্রতিবেদন দুটি বিষয়ের রচনাশৈলী বা

নিয়মগুলি ভালোভাবে আয়ত্ত করবে। লেখার অভ্যন্তরীণ বিষয় বা লেখার ধরন, শব্দচয়ন, উপস্থাপন ব্যক্তিবিশেষে পৃথক হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে আবশ্যিক নিয়মগুলো যেন ভুল না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রশ্নোত্তরে শ্বাসকার্য ও গ্যাসের আদানপ্রদান

পিরাজ কিরণ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা হাইস্কুল
আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় সিমেস্টারের এক নম্বর মানের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, দুই নম্বর মানের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তিন নম্বরের ছোট বিবৃতিমূলক প্রশ্নোত্তর এবং পাঁচ নম্বরের রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর থাকতে পারে। পাঁচের মানে প্রশ্নের ক্ষেত্রে নম্বর বিভাজন 2+2+1/2+3 ইত্যাদি প্রকৃতির হতে পারে। তাই তোমাদের আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শ্বাসকার্য ও গ্যাসের আদানপ্রদান অধ্যায় থেকে এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির প্রশ্ন-উত্তর আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

● মানব শ্বাসকার্যে যুক্ত কয়েকটি শ্বাস অস্থির নাম লেখ?

উঃ মানব শ্বাসকার্যে যুক্ত অস্থিগুলি হল- স্টারনাম, বক্ষদেশীয় কশেরুকা এবং ১২ জোড়া পঞ্জরাস্থি।

● মানব শ্বাসকার্যের সঙ্গে যুক্ত পেশিগুলির নাম লেখ।

উঃ i. মধ্যচ্ছদা ii. বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি iii. স্কেলিনি iv. স্টারনোক্লিডোম্যাস্টয়েড v. সেরাটাস অ্যান্টেরিয়ার পেশি vi. রেক্টাস অ্যাবডোমিনাস vii. ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাস viii. ট্রাপিজিয়াস পেশি ix. স্ক্যাপুলার এলিভেটর x. পেক্টোরালিস মাইনার।

● মানুষের প্রশ্বাস পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

উঃ মানব প্রশ্বাস প্রক্রিয়া একটি

একাদশ শ্রেণি
জীববিদ্যা

সক্রিয় পদ্ধতি যেখানে মধ্যচ্ছদা ও বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশির সংকোচন ঘটে। এই প্রক্রিয়ার পরপর ঘটনাগুলি নিম্নরূপ-

মধ্যচ্ছদা পর্দা বা ডায়াফ্রামের সংকোচন ঘটার ফলে এর নিম্নগামী চলন হয় এবং এর ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

সেই সঙ্গে বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশির সক্রিয় সংকোচন ঘটায় পঞ্জরাস্থি উপরের দিকে ও বাইরের দিকে প্রসারিত এবং উত্থিত হয়।

বক্ষগহ্বরের এরূপ পৃষ্ঠীয়, অঙ্কীয় এবং পার্শ্বীয় দিকে প্রসারণকে ‘বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট’ বলা হয়।

বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি ও মধ্যচ্ছদা পর্দার সংকোচনের জন্য বক্ষগহ্বরের মোট আয়তন বেড়ে যায়।

যার ফলস্বরূপ ফুসফুস প্রসারিত হয় এবং অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে প্রায় 4 থেকে 6 mmHg পর্যন্ত হ্রাস পায়।

বায়ুমণ্ডল এবং ফুসফুসের মধ্যে এই চাপের তারতম্যের জন্য বাইরে থেকে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

এক্ষেত্রে বায়ু প্রবেশের পর্যায়ক্রমিক পথটি হল-

বহিঃনাসারন্ধ্র--> নাসা প্রকোষ্ঠ--> অন্তঃনাসারন্ধ্র-->ফ্যারিংক্স--> ট্রাকিয়া--> ব্রংকাই --> ব্রংকিয়াল--> অ্যালভিওলার ডাক্ট--> অ্যালভিওলাই

● অ্যাডামস্ আপেল কাকে বলে?

উঃ থাইরয়েড কার্টিলেজ হল ল্যারিংক্সের সবচেয়ে বড় তরুণাস্থি। এর মধ্যে যে V আকৃতির খাঁজটি দেখা যায় তাকে থাইরয়েড নচ বলে। এটি ল্যারিংক্সকে সামনে ও দু'পাশ দিয়ে ঢেকে রাখে; এই কার্টিলেজের দু'দিক প্রবর্ধিত হয়ে যে বিশেষ গঠন তৈরি করে তাকেই অ্যাডামস আপেল বলে।

● মানব মস্তিষ্কে শ্বসন কেন্দ্র ক'টি ও কী কী?

উঃ মানব মস্তিষ্কে শ্বসন কেন্দ্র প্রধানত চারটি। যথা-

ডর্সাল রেসপিরেটরি গ্রুপ-- এটি মেডালা অবলংগটার পৃষ্ঠদেশীয় অংশে অবস্থিত।

ভেন্ট্রাল রেসপিরেটরি গ্রুপ-- এটি ডর্সাল রেসপিরেটরি গ্রুপের অগ্রপার্শ্বীয় স্থানে অবস্থিত।

নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র-- এটি পনস্ ভেরিওলির ঊর্ধ্বাংশে অবস্থিত।

অ্যাপোনিউস্টিক কেন্দ্র-- এটি কোন ভ্যালিলির নিম্নাংশে অবস্থিত।

● হ্যামবার্গার ফেনোমেনন বলতে কী বোঝো?

উঃ রক্তরস এবং লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে আয়নীয় সাম্যবস্থা বজায় রাখবার জন্য কলাকোশ সংলগ্ন রক্ত জালকের প্লাজমা মধ্যস্থ NaCl বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন (Cl-) আয়ন লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ এবং লোহিত রক্তকণিকা মধ্যস্থ বাইকার্বনেট ($HCO3^-$) আয়নের নির্গমন হয়ে প্লাজময় প্রবেশের ঘটনাকে ক্লোরাইড শিফট বলে। ১৯২৭ সালে বিজ্ঞানী হ্যামবার্গার এটি প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বলে একে হ্যামবার্গার ফেনোমেনন বলে।

বলা বাহুল্য ফুসফুসের অ্যালভিওলাই সংলগ্ন রক্তজালকে উপরিউক্ত ঘটনাটির বিপরীত ক্রম পরিলক্ষিত হয়, তাকে বিপরীত ক্লোরাইড শিফট বলে। *(চলবে)*

অনুশীলনে যাওয়ার আগে ইডেন গার্ডেন্সের বাইরে স্কুল পড়ুয়াদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন ঋদ্ধিমান সাহা। বুধবার কলকাতায়।

বিদায় মঞ্চে আবেগহীন শিলিগুড়ির পাপালি

‘জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ হয় না’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম এক বছর আগে। কিন্তু নানা কারণে তখন অবসরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারিনি। এখন পেরেছি।

বাংলা বনাম পাঞ্জাব ম্যাচ আমার জীবনের শেষ। এরপর পরিবারের সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাতে পারব। যদিও ব্যস্ততা কমবে বলে মনে হয় না।

ক্রিকেটের জন্যই তো জীবনের সব পাওয়া। ক্রিকেট আমায় অনেক দিয়েছে। শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে আজ আর কোনও আক্ষেপ নেই। কিন্তু তারপরও বলছি, জীবনের সব স্বপ্নপূরণ হয় না। আমারও যে হয়েছে, এমন নয়।

২০০৭ সালে ইডেন গার্ডেন্সে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম রনজি ম্যাচ খেলেছিলাম। অপরাজিত শতরানও করেছিলাম। আগামীকাল থেকে সেই ইডেনেই শুরু হচ্ছে আমার শেষ ম্যাচ। সেদিনও দলের জন্য পারফর্ম করতে চেয়েছি। আগামীকালও সেই মানসিকতা নিয়েই নামব।

১৮ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার। ভারতীয় ক্রিকেটের বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকে আজও মনে করেন, মহেন্দ্র সিং ধোনি যদি ভারত অধিনায়ক না হতেন, তাহলে ঋদ্ধি আরও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারতেন। কী হলে কী হত, অতীতে কখনও ভাবেননি পাপালি। আজও তিনি একই ভাবনায়। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সকালে অনুশীলন সেরে দুপুরের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে জনাকয়েক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়ার পথে ঋদ্ধিমান বলে দিলেন, ‘কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচের আগেও যেমন ছিলাম, আজও তেমনই। মাঝখানে অনেকটা সময় পার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমি কখনোই এসব নিয়ে ভাবি না। জানতাম একদিন থামতে হবে। সিদ্ধান্তটা এক বছর আগে নিয়েছিলাম। এই মরশুমে শুধু সেটা চূড়ান্ত করেছি।’

> আমার জীবন ও কেরিয়ারে কোনও আক্ষেপ নেই। একথা ঠিক যে, দল হিসেবে আমরা অনেকবার রনজি জয়ের খুব কাছে গিয়েও পারিনি। দেখা যাক ভবিষ্যতে অন্য কোনও ভূমিকায় রনজি ট্রফি স্পর্শ করতে পারি কিনা। -ঋদ্ধিমান সাহা

প্রস্তুতির ফাঁকে ঋদ্ধিমান সাহা। বুধবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

৪০টি টেস্ট খেলেছেন দেশের হয়ে। তিনটি শতরান রয়েছে। ১৭ বছর ধরে মোট পাঁচটি দলের হয়ে আইপিএলও খেলেছেন ঋদ্ধি। আইপিএল ফাইনালে শতরানের বিরল নজির রয়েছে তাঁর। বাংলার জার্সি গায়েও সাফল্যের অভাব নেই। কিন্তু দীর্ঘ কেরিয়ারে কখনও রনজি জিততে পারেননি। কোনও আক্ষেপ থাকবে কি? জবাবে দ্রুত পাপালি বলে দিলেন, ‘আমার জীবন ও কেরিয়ারে কোনও আক্ষেপ নেই। একথা ঠিক যে, দল হিসেবে আমরা অনেকবার রনজি জয়ের খুব কাছে গিয়েও পারিনি। দেখা যাক ভবিষ্যতে অন্য কোনও ভূমিকায় রনজি ট্রফি স্পর্শ করতে পারি কি না।’ অন্য ভূমিকা বলতে কি আপনি আগামীদিনে কোচিংয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন? জবাবে একগাল হাসি নিয়ে পাপালি বলে দিলেন, ‘এখনই হয়তো নয়, কিন্তু আগামীদিনে কোচিংয়ের ইচ্ছা অবশ্যই রয়েছে। তার আগে সিএবি কী চায়, সেটা কিন্তু আমার জানা নেই।’

তাঁর পছন্দের সেরা উইকেটকিপার মার্ক বাউচার। উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে তাঁর পছন্দ। যেসব অধিনায়ক ও কোচের অধীনে খেলেছেন, তার মধ্যে বিরাট কোহলি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে অনিল কুম্বলেকে ভালো লাগে তাঁর। ঋদ্ধির কথায়, ‘দীর্ঘ কেরিয়ারে বহু কোচ অধিনায়ককে সামনে থেকে দেখেছি। একসঙ্গে কাজ করেছি। তার মধ্যে সেরা বেছে নেওয়া কঠিন। কিন্তু সৌরভ-বিরাট-কুম্বলেদের ভালো লেগেছিল।’

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন ২০০১ সালে। রনজি ট্রফি অভিষেক হয়েছিল ২০০৭ সালে। ইডেনে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে গ্যালারিতে তাঁর বাবা-মা ছিলেন না। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা পাঞ্জাব ম্যাচেও ঋদ্ধির বাবা-মা থাকছেন না গ্যালারিতে। তবে স্ত্রী রোমি ও পুত্র-কন্যারা থাকছেন। কন্যা আনভি তো বলেই ফেলেছেন, বাবা কেন ক্রিকেট ছাড়বে? চার দেওয়ালের অন্দরেও ঋদ্ধি একইরকম, কন্যাকেও বুঝিয়েছেন, সব ভালোরই শেষ রয়েছে।

আসলে পাপালি এমনই, আবেগহীন।

শেষের শুরু ঋদ্ধিমানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : কুয়াশাঘেরা সকাল। বাংলার মাঘ মাস। রহস্যজনকভাবে শীত উধাও কলকাতা থেকে! সকালের ব্যস্ততায় ভরা রেড রোড পার করে গোষ্ঠ পাল সরণিকে বাঁহাতে রেখে ক্রিকেটের নন্দনকাননের মূল প্রবেশদ্বারে ঢুকে পড়লেই নজরে আসবে অনেক কিছু। মূল গেটের আশপাশে ইতিউতি ছড়িয়ে জনাকয়েক উৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমী। তাঁরা একবার ঋদ্ধিমান সাহাকে দেখতে চান।

পাপালি তখন ইডেন গার্ডেন্সের অন্দরে, মাঠের ভিতরে। অনুশীলনে ব্যস্ত সতীর্থদের সঙ্গে। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ৪০টি টস্টে খেলা ঋদ্ধিকে নিয়ে আবেগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় কী?

বাংলার সাজঘর থেকে শুরু করে সিএবি-র বড় কর্তা, কারও মধ্যেই ঋদ্ধিকে নিয়ে তেমন কোনও আবেগ নজরে এল না। জীবনে শেষবার পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে ঋদ্ধি যখন ইডেনে অনুশীলন করছেন, সিএবি-র কোনও প্রতিনিধিই ছিলেন না মাঠে। অনুষ্টুপ মজুমদারের বাংলা দল অবশ্য আগামীকাল খেলা শুরুর আগে পাপালিকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপহার হিসেবে স্মারকও তুলে দেওয়া হবে ঋদ্ধির হাতে। সিএবি কী করবে? জানা নেই কারও। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারা এখন ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা দেওয়ার চেয়ে বেশি ব্যস্ত জুন মাসে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ আয়োজন নিয়ে।

কলকাতার আচমকা গরমের মতোই

আজ অভিষেক বালুরঘাটের সুমিতের

বাংলা ক্রিকেটের অন্দরেও এখন ভালোরকম উত্তপ্ত পরিবেশ রয়েছে। ঋদ্ধিমান অবশ্য এসব থেকে বহুদূরে। বরাবরের মতো নির্লিপ্ত, আবেগহীন তিনি। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারের শেষ, পাপালিকে দেখলে বোঝার কোনও উপায় নেই। সকালের ইডেনে ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার মধ্যেও ঋদ্ধি আবেগ। বলছিলেন, ‘২০০৭ সালে ঋদ্ধির যখন রনজি ট্রফি অভিষেক হয়, আমি বাংলার অধিনায়ক ছিলাম। ওর শেষ ম্যাচে আমি কোচ। কী অদ্ভুত মিল ভাবুন তো।’ ঋদ্ধিমানের অবসর মঞ্চে ছাপ থাকতে চলেছে উত্তরবঙ্গের আর এক প্রতিনিধি সুমিত মহন্তের। বালুরঘাটের সুমিতের আগামীকাল রনজি অভিষেক হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর থেকে এমন খবর শোনার পর চওড়া হাসি নিয়ে ঋদ্ধি বলে দিলেন, ‘ভালোই তো। আমি বরাবরই চাই, নতুনরা উঠে আসুক। উত্তরবঙ্গ থেকে আরও একজন রনজি খেলতে চলেছে, এটা দারুণ ব্যাপার। আমার মতো সিনিয়াররা সরে গেলেই তো নতুনরা সুযোগ পাবে।’

অঙ্কের বিচারে বাংলার এখনও রনজি নকআউটের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই অঙ্ক এমনই কঠিন যে বাস্তবে কোনওদিনও মেলার নয়। তাই কী হলে কী হবে, অঙ্কের সেই জটিল সমীকরণের পিছনে না ছুটে কোচ লক্ষ্মীরতন ও অধিনায়ক অনুষ্টুপ সামনে তাকাতে চাইছেন। বাংলা অধিনায়কের কথায়, ‘প্রথম একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন করছি আমরা। নকআউটের সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও মরশুমের শেষটা সম্মানজনক করতে চাই আমরা।’

প্রথম একাদশের একাধিক বদল বাংলার রনজি ভাগ্যে পরিবর্তন আনতে পারে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

আজ শুরু বিরাট উৎসব

কোটলায় কোহলি দর্শনে লাগবে আধার

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি : দিল্লি বনাম রেলওয়ে ম্যাচ।

ফিরোজ শা কোটলায় যে ম্যাচ দেখতে দর্শকদের টিকিট নয়, লাগবে আধার কার্ড। অবাক নিয়মের নেপথ্যে বিরাট কোহলি। ১৩ বছর পর রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তন ঘটছে ভারতীয় রানমেশিনের। সম্ভবত এটাই দিল্লির জার্সিতে বিরাটের বিদায়ি ম্যাচও।

মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী থাকতে পারদ চড়ছে। প্র্যাকটিসে আসা বিরাট-দর্শনে হাজারো ক্রিকেটপ্রেমী ভিড় জমিয়েছেন। আয়োজকদের দাবি, কোটলায় আগামীকাল শুরু

আজ রনজি ট্রফিতে

দিল্লি বনাম রেলওয়েজ

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

দিল্লি-রেলওয়ে ম্যাচে প্রতিদিন অন্তত হাজার দর্শক মাঠে ভিড় জমাবেন। মাঠে প্রবেশের জন্য কোনও টিকিট লাগবে না। তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দর্শকদের আধার কার্ড ও তার ফোটোকপি আনতে হবে।

শুধু কোটলার দর্শকরাই নয়, বিরাটের ১৩ বছর পর রনজি প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ যাতে গোটা বিশ্বের কোহলি-ভক্তদের দেখার সুযোগ হয়, তারও ব্যবস্থা থাকছে। দিল্লি-রেলওয়ে ম্যাচ সরাসরি দেখানোর কথা সম্প্রচার সংস্থা জিও-র। এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, ‘জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে মুম্বই ম্যাচেও আমরা আগ্রহ দেখিয়েছিলাম রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালের জন্য। এবার বিরাট কোহলির জন্য দিল্লি ম্যাচ। বিরাট খেলার কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ করা হয়েছে।’

ডিডিসিএ-র সচিব অশোককুমার শর্মা বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর স্ট্যান্ড দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কোনও প্রবেশমূল্য লাগবে না। তবে প্রত্যেককে আধার কার্ড আনতে হবে। আন্তর্জাতিক বা আইপিএলের ম্যাচের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমরা এই ম্যাচের সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছি।’

প্রস্তুতির ফাঁকে হেলমেট দেখে নিচ্ছেন বিরাট কোহলি। নয়াদিল্লিতে।

২০১২ সালে শেষবার যখন দিল্লির হয়ে রনজি ট্রফি ম্যাচ খেলেন, শেষদিন ছিল বিরাটের ২৪তম জন্মদিন। এখন বিরাট ৩৬-এ। প্রতিপক্ষকে ভুলে কিংবদন্তিকে নতুনরূপে বরণের ব্যস্ততা। মুখিয়ে রনজি দলের সতীর্থরাও। তারকা-তকমা ঝেড়ে ফেলে বিরাটও দ্রুত নতুনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। দুইদিনের প্র্যাকটিসেই হর্ষ ত্যাগী, সুমিত মাথুরদের কাছে হয়ে উঠেছেন বিরাট-ভাইয়া।

অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব পেলেও বছর পঁচিশের আয়ুষ বাদোনির নেতৃত্বে খেলতে আপত্তি করেননি। বাদোনিকে সেই সম্মানও দিতে দেখা গেল। এদিন শেষবেলার অনুশীলনে বিরাটকে আসতে দেখে নেট ছাড়তে যাচ্ছিলেন বাদোনি। বিরাট থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘তুই এখন ব্যাটিং করে নে। তারপর আমরা দুজনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যাটিং সেরে নেব।’ স্পিন, পেসের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেটে প্রায় ঘণ্টাখানেক ব্যাটিং ঝালিয়ে নিলেন।

শুধু দিল্লি নয়, আগামীকাল ফলাফলের দিকে তাকিয়ে গোটা ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

সাঁড়াশি চাপে পদত্যাগ আইসিসি সিইও-র

দুবাই, ২৯ জানুয়ারি : ১৯ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। মাঝে সপ্তাহ তিনেক সময়। অথচ, স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হওয়া নিয়ে আশঙ্কা কিছুতেই কাটছে না। পাকিস্তানের প্রথম সারির দৈনিক ‘ডন’-এর খবর অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির তিন স্টেডিয়ামের কাজ যে

পাকিস্তানের প্রস্তুতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

অবস্থায় দাঁড়িয়ে, তা ৩১ জানুয়ারি সময়সীমার মধ্যে শেষ করা কার্যত অসম্ভব। যদিও মঙ্গলবার রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের কাজ পর্যবেক্ষণে গিয়ে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির দাবি, সবকিছু রুটিন মাফিক এগোচ্ছে। সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে।

চলতি অচলাবস্থার জেরে আইসিসির সিইও পদ থেকে রাতারাতি সরে দাঁড়ালেন জিওফ অ্যালারডিস। পাকিস্তানের প্রস্তুতি নিয়ে ধোঁয়াশা রাখার অভিযোগ উঠছিল অ্যালারডিসের বিরুদ্ধে। যার জেরেই নাকি পদত্যাগ। ২০২১-এ সিইও-র দায়িত্ব নেন অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেট প্রশাসক। মেয়াদকাল বাকি থাকলেও, বিতর্কের কারণে পদত্যাগ বলে আইসিসি সূত্রে দাবি। তবে অ্যালারডিস কিংবা আইসিসি, কারওর তরফেই সিদ্ধান্তের সুনির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি।

পুনে পৌঁছে গেল ভারত-ইংল্যান্ড

রাজকোটের পিচকে দুষছেন হতাশ বরুণ

পুনে, ২৯ জানুয়ারি : দিনকয়েক আগে রাতের ইডেন গার্ডেন্সকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ে ভাঙন ধরিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করার পাশে ম্যাচের সেরাও হয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী।

দিনকয়েকের মধ্যেই বদলে গেল ছবিটা। গতরাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় টি২০ ম্যাচে বরুণ নিলেন পাঁচ উইকেট। কিন্তু দলকে জেতাতে পারলেন না। ২৬ রানে ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ড সিরিজ ১-২ করে ফেললেন জস বাটলাররা। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ভেঙে পড়ল। হতাশার সাগরে ডুবে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

হতাশ রাজকোট ম্যাচের সেরা বরুণও। তাঁর রহস্য স্পিনের পরও দলের ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ম্যাচ হারকে মেনে নিতে পারেননি তিনি। রাজকোট টি২০ ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সেখানকার পিচকে দুষছেন। বাইশ গজের গতি মন্থরতার কথা তুলে ধরে বরুণ বলেছেন, ‘আমার মনে হয়েছে, দ্বিতীয় ইনিংসে আমাদের ব্যাটিংয়ের সময় পিচ বেশ মন্থর হয়ে গিয়েছিল। শট খেলা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে, আদিল রসিদরা দুর্দান্ত বোলিং করেছে। কিন্তু তারপরও বলছি, পিচ মন্থর না হয়ে গেলে হয়তো ম্যাচের ফল ভিন্ন হতে পারত।’

নিরঞ্জন শা স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের গ্লানি, হতাশা নিয়ে আজ বিকেলে রাজকোট থেকে পুনে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের সঙ্গে একই বিমানে পুনে গিয়েছেন বাটলাররাও। শুক্রবার পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ। তার আগে গতরাতে হারের হতাশা নিয়ে বরুণ বলেছেন, ‘টসে জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল বলে মনে হয় না আমার। আমরা বুঝতে পারিনি যে দ্বিতীয় ইনিংসে পিচ এতটা মন্থর হয়ে যাবে। আসলে রাতের শিশিরও কিছুটা সমস্যা তৈরি করেছিল।’ এদিকে, গতরাতে রবি বিষ্ণোইও বল হাতে হতাশ করেছিলেন। তাঁর সতীর্থ বরুণ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বলেছেন, ‘একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। মনে রাখবেন, রবি বিশ্বমানের বোলার। পরের ম্যাচেই ছন্দে ফিরবে ও।’

শতরানের পর স্মিথ।

দশ হাজারি ক্লাবে স্মিথ

গল, ২৯ জানুয়ারি : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের পর চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। সৌজন্যে ওপেনার উসমান খোয়াজা (অপরাজিত ১৪৭) এবং অস্থায়ী অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথের (অপরাজিত ১০৪) শতরান। যার সুবাদে বুধবার দিনের শেষে অজিদের স্কোর ৩৩০/২। স্মিথ এদিন প্রথম বলেই রান নিয়ে টেস্টে ১০ হাজার রান সম্পূর্ণ করেন। রিকি পন্টিং, অ্যালেন বর্ডার এবং স্টিভ ওয়ার পর চতুর্থ অজি ক্রিকেটার হিসেবে স্মিথ দশ হাজার রানের ক্লাবে নাম লেখালেন। দশ হাজার রানের ক্লাবে একমাত্র কুমার সাঙ্গাকারার রানের গড় (৫৭.৪০) স্মিথের চেয়ে ভালো। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে স্মিথের সামনে রয়েছেন একমাত্র জো রুট।

চতুর্থ টি২০ খেলতে পুনে পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদব, বরুণ চক্রবর্তীরা। বুধবার।

র‍্যাংকিংয়েও তিলক ‘রাজে’র অপেক্ষা

দুবাই, ২৯ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছেন তিলক ভার্মা। সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। যার সুফল পাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট। তিলক নিজেও। ভারতীয় দলে নিজের জায়গা প্রায় পাকা করে নেওয়ার পাশাপাশি আইসিসি ক্রমতালিকায়ও তিলক ‘রাজ’-এর অপেক্ষা। টি২০ র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন বাইশ বছরের তরুণ।

তিলকের সামনে শুধু অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটার ট্রাভিস হেড (৮৫৫ পয়েন্ট)। শীর্ষে থাকা হেডের চেয়ে ২২ পয়েন্টের ব্যবধান। যেরকম ফর্মে

লম্বা লাফে পাঁচে বরুণ

রয়েছেন, তাতে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে ব্যবধান আরও কমবে বলে বিশ্বাস তিলক-ভক্তদের। তিলক ছাড়া প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয় সূর্যকুমার যাদব ও যশস্বী জয়সওয়াল।

দীর্ঘদিন শীর্ষস্থান দখলে রাখা সূর্যের ব্যাটে রানের খরা। অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে চলছে না তাঁর ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং। ফল তিন ধাপ পিছিয়ে চার নম্বরে রয়েছেন স্কাই (৭৬৩ পয়েন্ট)। তিনে ইংল্যান্ডের ওপেনিং তারকা ফিল সল্ট (৭৮২)। বর্তমান টি২০ দলে জায়গা না পেলেও সেরা দশে জায়গা ধরে রেখেছেন যশস্বী। গত জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে শেষ টি২০ ম্যাচ খেলা তরুণ বাঁহাতি ওপেনার ৬৮৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন নবম স্থানে।

টি২০ ফর্ম্যাটে জাতীয় দলে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনে বরুণ চক্রবর্তীর গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। চলতি সিরিজেও দুরন্ত ছন্দে। তিন ম্যাচে ইতিমধ্যেই ঝোলায় দশ শিকার। সাফল্যের পুরস্কার আইসিসি-র টি২০ বোলিং ক্রমতালিকায় এক লাফে ২৫ ধাপ উন্নতি করে ঢুকে পড়েছেন সেরা পাঁচে। রাজকোটে মঙ্গলবারের ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়া বরুণের সংগ্রহ ৬৭৯ পয়েন্ট। র‍্যাংকিংয়ে বরুণই (পাঁচ) ভারতীয়দের মধ্যে সেরা। এছাড়া প্রথম দশে রয়েছেন অর্শদীপ সিং (৯), রবি বিষ্ণোই (১০)। সেরা দশে জায়গা ধরে রাখলেও ধারাবাহিকতার অভাবে ৫ ধাপ পিছিয়েছেন লেগস্পিনার বিষ্ণোই। অপরদিকে, অক্ষর প্যাটেল পাঁচ ধাপ এগিয়ে এগারো নম্বরে।

তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক আদিল রশিদ (৭১৮ পয়েন্ট) শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন। ২০২৩ সালে শীর্ষে পৌঁছোনোর পর কিছুদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেনের দাপটে এক নম্বর স্থান হাতছাড়া হয়েছিল। সেই আকিলকে (দ্বিতীয়) সরিয়েই নিজের সিংহাসন পুনর্দখল আদিলের। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা) ও অ্যাডাম জাম্পা (অস্ট্রেলিয়া)। ক্রমতালিকায় লক্ষণীয় উন্নতি জোফ্রা আর্চারের। ১৩ ধাপ এগিয়ে ৬ নম্বরে ইংল্যান্ডের তারকা পেসার।

তোপের মুখে হার্দিকের মন্থর ব্যাটিং

রাজকোট, ২৯ জানুয়ারি : বরুণ চক্রবর্তীর দুরন্ত বোলিংয়ের পরও রাজকোটে হার।

১৭২-এর জয় লক্ষ্যে ১৪৫ রানেই আটকে যায় ভারতের দৌড়। ভুলে ভরা ব্যাটিং, মাঝের ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার প্রচুর ডট বল খেলার পাশাপাশি সমালোচনার কেন্দ্রে গৌতম গম্ভীরদের অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি। প্রাক্তনদের মতে, ভুল টিম নির্বাচন, ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজির খেসারত দিতে হচ্ছে ভারতকে।

শেষ দুই ম্যাচে চারজন স্পিনার খেলানোর যৌক্তিকতা অনেকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। দাবি, রাজকোটের পিচে দুজন বিশেষজ্ঞ পেসার দরকার ছিল। অথচ, ইংল্যান্ড যেখানে চারজন পেসারকে খেলিয়েছে, সেখানে ভারতীয় দলে ১৫ মাস পর প্রত্যাবর্তন করা মহম্মদ সামি ও হার্দিক পান্ডিয়া।

কেভিন পিটারসন আবার ধ্রুব জুরেলকে আট নম্বরে নামানোর যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে।

মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত হার্দিক।

অথচ, তাঁকেই নামানো হচ্ছে তিন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেলদের পরে! কেপির কথায়, ‘দলের সেরা ব্যাটারদের সবসময় টপ অর্ডারে নামানো উচিত। ধ্রুব জুরেল যথেষ্ট ভালো ব্যাটার। অথচ, তাঁকে খেলানো হচ্ছে লোয়ার অর্ডারে।’

তিন ম্যাচে ব্যর্থতার জন্য সঞ্জু স্যামসনকে দুষতে নারাজ কেপি। বলেছেন, ‘শট বল ভালোই খেলে। ব্যাটার হিসেবে ওকে আমি পছন্দও করি। তিনটি ম্যাচে ব্যর্থ মানেই টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন তুলতে আমি অন্তত রাজি নই। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ও কী করেছিল, সবারই জানা।’

পার্থিব প্যাটেল আবার দুষছেন হার্দিককে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৫ বলে ৪০ করলেও প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটারের দাবি, মাঝের ওভারে অনেক ডট বল খেলেছে। যার ফলে আস্কিং রেট নাগালের বাইরে চলে যায়। শেষদিকে কিছু বিগহিট নিলেও জটিল পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায়নি। পার্থিবের তির্যক মন্তব্য, ‘টি২০ ফর্ম্যাটে সেট হতে কেউ ২০-২৫ বল নিলে চলবে না। বড় হিটের আগে কিছুটা সময় দরকার মানছি। সেক্ষেত্রে স্ট্রাইক রোটেট করা উচিত ছিল। হার্দিক ৪০ করলেও শুরুতে বেশ কিছু ডট খেলেছে।’

রংহীন বড় ম্যাচ ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : সকালে ওড়িশা এফসি-র কাছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব হেরে যাওয়ায় কিছুটা চাপমুক্ত হয়েই ডেভেলপমেন্ট লিগের ডার্বিতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। মূল পর্ব নিশ্চিত করতে তাদের প্রয়োজন ছিল ১ পয়েন্ট। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে ১ পয়েন্ট নিয়েই টুর্নামেন্টের মূলপর্ব নিশ্চিত করল লাল-হলুদ।

অসংখ্য গোলের সুযোগ তৈরি করেও তার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ সবুজ-মেরুন। বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগানকে কার্যত একা হাতেই রুখে দিলেন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক গৌরব সাউ। দলের পতন রোধ করতে কখনও ঝাঁপিয়ে পড়ে সুহেল আহমেদ ভাটের শট বাঁচালেন, আবার কখনও বিপক্ষের আক্রমণ থামাতে শরীর ছুড়ে দিলেন। উলটোদিকে গোটা ম্যাচে সেভাবে কোনও ছাপই ফেলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে এই ড্রয়ের ফলে ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রইল মোহনবাগান। বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ৬-১ গোলে হারিয়ে দুই নম্বরে উঠে এল ডায়মন্ড হারবার এফসি। ওড়িশার সঙ্গে সমসংখ্যক ৮ পয়েন্ট নিয়েও হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার সুবাদে তিনে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম তিন দলই খেলবে ডেভেলপমেন্ট লিগের মূলপর্বে।

আশুতোষের জয়ের নায়ক আমিনুর ইসলাম। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আমিনুরের ৬ উইকেট

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখা ৭ উইকেটে যুব সংঘকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে যুব টসে জিতে ১৯.২ ওভারে ৭১ রানে অল আউট হয়। মহম্মদ আমিনুর ইসলাম ১২ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। জবাবে আশুতোষ ৯.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৭ রান তুলে নেয়। শম্ভু সরকার ২৫ রানে নেন ২ উইকেট।

সেরা বুড়িবর

কুমারগঞ্জ, ২৯ জানুয়ারি : মোহনা স্পোর্টিং ক্লাবের আট দলীয় টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল চাঁদগঞ্জ বুড়িবর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। রানার্স মোহনা পালপাড়া।

পদত্যাগ করে চেরনিশভের তির কর্তাদের দিকে

‘আমি অসম্মানিত হয়েছি মহমেডানে’

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : বুধবারের সন্ধে। ব্যস্ত কলকাতার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে যানবাহন। নিউটাউনের এক পাঁচতারা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে সেই পথের দিকেই চেয়ে রয়েছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। কিছুক্ষণ পর তিনিও ওই পথ ধরেই রওনা হবেন বিমানবন্দরের উদ্দেশে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। এদিন সকালে অনুশীলনে গিয়ে আচমকাই নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন চেরনিশভ। এরপর সমাজমাধ্যমে পোস্ট। অভিযোগের তির ম্যানেজমেন্টের দিকেই। লেখেন, ‘আমার কোচিং কেরিয়ারের সবচেয়ে কঠিন এবং দুঃখের সিদ্ধান্ত। বেতন ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। চোখে জল নিয়েই সিদ্ধান্তটা নিলাম। এর দায় ক্লাব কর্তাদেরই।’ চেরনিশভ যেভাবে দায়িত্ব ছাড়লেন তাতে এই প্রশ্ন ওঠাটা খুব স্বাভাবিক যে, তিনি কি দলকে বিপদে ফেলে দিলেন না?

এই ছবি পোস্ট করে বিদায় বার্তা দিলেন আন্দ্রেই চেরনিশভ।

তবে রুশ কোচ যেমনটা জানালেন তাতে অন্তত তেমনটা দাঁড়ায় না। এদিন তিনি বলছিলেন, ‘ভালোবাসার তাগিদেই থেকে গিয়েছিলাম। আমি ক্লাবকে পনেরো দিন সময়ও দিই। তবুও যোগাযোগ করা হয়নি। উলটে প্রতিনিয়ত আমাকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। এতে আমি অসম্মানিত বোধ করেছি। তাই না চাইলেও সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হলাম।’ একইসঙ্গে পদত্যাগের একমাত্র কারণ বেতন সমস্যা নয় তাও স্পষ্ট করে দেন।

এদিন চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ক্লাব ও বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা। চেষ্টা করা হয় বরফ গলানোর। কিন্তু কাজ হয়নি। সাদা-কালোয় তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। আবারও ডাক পেলে কি ফিরবেন? চেরনিশভের উত্তর, ‘আমি পেশাদার। তাই কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। আসলে আমারও পরিবার আছে। তারাও জিজ্ঞাসা করছে বিনা বেতনে কতদিন এভাবে থাকব! তাই সিদ্ধান্তটা নিতেই হল।’ রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে চেরনিশভের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কার্লোস ফ্রাঙ্কা, সিজার মানঝোকি, ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরদের দেখা মিলল। তাঁরাও আপাতত শেষবারের মতো দেখা করতে এসেছিলেন প্রিয় কোচের সঙ্গে। ছিলেন মহমেডানের প্রাক্তনী নিকোলা স্টোজানোভিচও। সকলের গলাতেই বিষাদের সুর। চেরনিশভও যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ‘হয়তো এটাই শেষ দেখা নয়।’ এদিকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে আপাতত মহমেডানের দায়িত্ব সামলাবেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু।

রোনাল্ডো-নেইমার অনুপ্রেরণা রিচার্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি : ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা এখন সেই চাদরটার মতো, যেটা মাথার দিকে টানলে পা বেরিয়ে পড়ে। আবার পা ঢাকা দিতে গেলে মাথা।

হঠাৎই চোট পেয়ে মঙ্গলবার ছিটকে গিয়েছেন হিজাজি মাহের ও ক্লেইটন সিলভা। মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে কার্ড সমস্যায় নেই জিকসন সিং। তবে মন্দের ভালোর মতো অনুশীলনে ফিরেছেন হেক্টর ইউস্তে। তিনি খেললেও ডিফেন্সের অবস্থা যে খুব উন্নত হয়ে যাবে, একথা বিশ্বাস করেন না দলের অতি বড় সমর্থকও। এদিন হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁর কথায় ইঙ্গিত পাওয়া গেল, এখনই না হলেও বিদেশি পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তা তাঁরা শুরু করেছেন। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘আপাতত আমরা চোটের ধরন বিশ্লেষণ করে দেখছি। সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের চোট সারিয়ে উঠতে কতদিন লাগবে, কী ধরনের চোট, অল্প সময় ঠিক হবে নাকি লম্বা সময় লাগবে, এসব। আগামী সপ্তাহে সব বিষয় আবার খতিয়ে দেখা হবে। তারপর ম্যানেজমেন্ট দলের জন্য যেটা সঠিক, সেই সিদ্ধান্ত নেবে। এটা মাথায় রাখা হচ্ছে যে মার্চে আমাদের এএফসির খেলা আছে।’ ইউস্তেকে বাদ দেওয়া প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে হিজাজি সম্ভবত ছিটকেই গেলেন বেশ কিছুদিনের জন্য। একই অবস্থা ক্লেইটনেরও।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভরসা দিচ্ছেন রিচার্ড সেলিস।

এত খারাপের মধ্যে মাদিহ তালালের পরিবর্ত হিসাবে আসা ভেনেজুয়েলার অ্যাটাকার রিচার্ড সেলিস অবশ্য আশা জাগাচ্ছেন। এদিনই প্রথম এলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। স্প্যানিশ ছাড়া কোনও ভাষা জানেন না। হাতে মুকুট পরা ফুটবলের উপরে বোন রিচার্লির নামে ট্যাটু করানোতে বোঝা যায়, কতটা ভালোবাসেন ছোট বোনকে। ডাকাবুকো বলেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত বলে জানালেন, ‘সবসময়ই আমার পছন্দের ফুটবলার রোনাল্ডো ও নেইমার। কারণ আমি যেমনটা খেলতে পছন্দ করি, ওঁদের খেলার ধরনটা ঠিক সেরকমই। আর পেশাদারিত্বে রোনাল্ডোর জুড়ি মেলা ভার। প্রচণ্ড খাটতে পারে। আর প্রতিভার কথা বললে নেইমার অসাধারণ। আমি এঁদের পজিশনে খেলি। এরাই আমার অনুপ্রেরণা।’ ফেডেরিকো ভালভার্দে-লুইস সুয়ারেজদের বিপক্ষে খেলেছেন। জানিয়ে দেন, ‘আমার অভিষেক হয়েছিল উরুগুয়ের বিপক্ষে। এইসব ফুটবলারের বিরুদ্ধে শুরুটা বলতে পারেন স্বপ্নপূরণ।’ গত মরশুমে কলম্বিয়াতে মিকুর সঙ্গে খেলেছেন। তাঁর কাছ থেকেই যে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে প্রচুর কিছু শুনেছেন, সেকথাও জানান রিচার্ড। বললেন, ‘এখানে আসার আগে পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ধারণা বলতে শুধু মিকুর কাছ থেকে কিছু গল্প শুনেছিলাম। কোনও খেলা দেখিনি। প্রথমবার এশিয়াতে এলাম। তবে আমার সৌভাগ্য যে ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছি।’ তবে আইএসএলের মান যে বিশ্ব ফুটবল থেকে অনেক পিছিয়ে সেটাও বলতে দ্বিধা করলেন না সেলিস।

সেমিফাইনালে এমএসসিসি

বারবিশা, ২৯ জানুয়ারি : বারবিশা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের এমপি রাজ্যসভা টি২০ গোল্ড কাপ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল এমএসসিসি পারভেজগঞ্জ। বুধবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে স্বস্তিক ট্রেডিংকে হারিয়েছে। প্রথমে স্বস্তিক ১৯.৫ ওভারে ১৫১ রানে গুটিয়ে যায়। রোহিত দাস ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা বাবু যাদব ১৮ রানে নেন ৪ উইকেট। জবাবে এমএসসিসি ১৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫২ রান তুলে নেয়। রঞ্জিত যাদব করেন ৪৫ রান। রোহিত দাস ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ির ব্রিগেড চামুণ্ডা এবং সিএসকে শ্রীরামপুর।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
যেথায় থাকো ভালো থাকো মা, আমাদের দেখো মা।

শ্রীমতী সোনালী কর
জন্ম-০১/০৩/১৯৫০ * মৃত্যু-৩০/০১/২০২১
শ্রদ্ধাবনত
আলিপুরদুয়ার কর পরিবারের সদস্য ও সর্বস্তরের স্নেহভাজনেরা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উল্লাস মাদারিহাট থানার খেলোয়াড়দের।

বুধবার নীহাররঞ্জন ঘোষের তোলা ছবি।

সেরা মাদারিহাট

মাদারিহাট, ২৯ জানুয়ারি : নবীন সংঘের পুনমচাঁদ লাখোটিয়া ও লক্ষ্মী দেবী লাখোটিয়া ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মাদারিহাট থানা। বুধবার ফাইনালে তারা ২৭ রানে পূর্ব মাদারিহাট অপূর্ব সংঘকে হারিয়েছে। প্রথমে মাদারিহাট থানা ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৩ রান তোলে। ৫৩ রান করেন মনজিৎ সিং। প্রতিযোগিতার সেরা রাজ কুমাল ২ উইকেট নেন। জবাবে অপূর্ব ৯ উইকেটে ১৫৬ রানে আটকায়। অল্পান সরকার ৫০ রান করেন। ফাইনালের সেরা যতীন থাপা ৪ উইকেট পেয়েছেন। সেরা ব্যাটার মানস রায়। সেরা বোলার অজিত নায়েক। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে মাদারিহাট রয়্যাল ইউটি বয়েজ টিম।

জোড়া সোনা করণজিতের

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জানুয়ারি : রাজ্য জুনিয়ার র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে জোড়া সোনা জিতল আলিপুরদুয়ারের করণজিৎ সাহা। অনূর্ধ্ব-১৯ মিক্সড ডাবলসে দক্ষিণ দিনাজপুরের শ্রাবন্তিকা কর্মকারকে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে করণজিৎ ফাইনালে ২৪-২২, ২১-১২ পয়েন্টে আদিত্য ব্রহ্ম-শিরিন চক্রবর্তীকে হারিয়েছে। ছেলেদের ডাবলসে ফাইনালে দার্জিলিং জেলার হয়ে করণজিৎ-দিব্যাংশ আগরওয়াল ২১-১৩, ২৩-২১ পয়েন্টে রিঙ্কন দাস-সৌভিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে জয় পায়। আরাত্রিকা দে-অরিত্রি সাহা অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের ডাবলসে অঙ্কিতা মল্লিক-সৃজা সেনের বিরুদ্ধে হেরেছে। শ্রাবন্তিকা-বর্ষা প্রসাদ অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ডাবলসে হেরেছে সাইন বণিক-সানিকা বণিকের কাছে।

পদক গলায় আলিপুরদুয়ারের সফল ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা।